প্রতিভান

বার্ষিক ম্যাগাজিন
২০১৪-২০১৫

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ

প্রতিভান

বার্ষিক ম্যাগাজিন
২০১৪-২০১৫

প্রতিভান

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ

বালিকা শাখা ঃ ১৫/১ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ❑ ফোন : ৯১১২৬৬৩
বালক শাখা ঃ ৩/৩ আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ❑ ফোন : ৯১৪৩৫৩০
প্রি-স্কুল শাখা ঃ ৭৩/সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ ❑ ফোন : ৯১০২৯৩১

E-mail : mphss08@yahoo.com www.mphss.edu.bd

প্রধান পৃষ্ঠপোষক
জনাব প্রফেসর ড.ম. তামিম
চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

পৃষ্ঠপোষকবৃন্দ
ইঞ্জিনিয়ার মসিহ্-উর রহমান
ট্রাস্টি
ইঞ্জিনিয়ার এম.এ গোলাম দস্ গীর
ট্রাস্টি
কর্নেল (অব.) গাজী কামাল উদ্দিন পিএসসি
ট্রাস্টি
জামিল আজহার
ট্রাস্টি
আশফাক মালিক
ট্রাস্টি
তৌফিকুল ইসলাম
ট্রাস্টি
হাসানুজ্জামান খান
ট্রাস্টি

প্রধান উপদেষ্টা
ইঞ্জিনিয়ার মসিহ্-উর রহমান
ট্রাস্টি

উপদেষ্টাবৃন্দ
ইঞ্জিনিয়ার এম. এ গোলাম দস্ গীর
ট্রাস্টি
মো: বেলায়েত হুসেন
অধ্যক্ষ
জিনাতুন নেসা
একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর
মুর্শেদা শাহীন ইসলাম
উপাধ্যক্ষ
সেলিনা বানু
উপাধ্যক্ষ
রাবেয়া হাবীব
উপাধ্যক্ষ
বিলকিস বানু
উপাধ্যক্ষ
রওশন আরা
উপাধ্যক্ষ
আলেয়া ফেরদৌসী
উপাধ্যক্ষ
দিলরুবা বেগম
উপাধ্যক্ষ

সার্বিক তত্ত্বাবধান
জিনাতুন নেসা
একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর

সমন্বয়কারী
ড. মুস্ াফিজুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক
আবদুর রহমান
প্রশাসনিক কর্মকর্তা

প্রতিভান ২০১৪-২০১৫

ম্যাগাজিন সম্পাদনা পরিষদ

সম্পাদক
মো: সাজ্জাদুর রহমান, প্রভাষক

সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য
রেহানা হোসনে আক্তার, প্রভাষক
লিবাস উদ্দিন, প্রভাষক
ফাহমিদা আক্তার, প্রভাষক
মোনালিসা, সহকারী শিক্ষিকা
নাজ সুলতানা, সহকারী শিক্ষিকা
শাহ্জাদী মারজানুন নাহার, সহকারী শিক্ষিকা
আমিনুল ইসলাম, সহকারী শিক্ষক
শানজিদা চৌধুরী, সহকারী শিক্ষিকা
আঞ্জুমা খাতুন, সহকারী শিক্ষিকা
জান্নাতুল মাকামা, সহকারী শিক্ষিকা
আজিজুর রহমান, সহকারী শিক্ষক
ইকবাল আহমেদ, সহকারী শিক্ষক

শিক্ষার্থী সম্পাদক
গুলশান আরা আঞ্জুম, দ্বাদশ শ্রেণি
রুকাইয়া জাহান, দ্বাদশ শ্রেণি
অমিত হাসান, দ্বাদশ শ্রেণি
শ্রুতি রহমান, দশম শ্রেণি
সুরাইয়া হাসান, দশম শ্রেণি
জায়না হাবিব, দশম শ্রেণি
রামিসা আঞ্জুম, দশম শ্রেণি

প্রচ্ছদ পরিকল্পনায়
সম্পাদনা পরিষদ ও
নাজিয়া নবী, সহকারী শিক্ষিকা

বর্ণবিন্যাস ও কম্পিউটার কম্পোজ
সবুজ হোসেন

কম্পিউটার গ্রাফিকস ও অলংকরণ
সবুজ হোসেন

মুদ্রণে
অ আ প্রিন্টার্স
৯৫ দক্ষিণ বিশিল, রোড-৪
মিরপুর-১, ঢাকা-১২১৬
সেল : ০১৭১৫০০৬২৫০

প্রারম্ভিকা

এই পৃথিবীতে আমরা শান্তি চাই
আমরা এশিয়ার কৃষক
এই পৃথিবীতে আমরা শান্তি চাই
আমরা আফ্রিকার শ্রমিক
এই পৃথিবীতে আমরা শান্তি চাই
আমরা ইউরোপের শিশু
আমরা শান্তি চাই;
আমাদের সকলের সমবেত প্রার্থনা আজ–শান্তি ।

(শান্তি র গান : মহাদেব সাহা)

মরহুম আতাউদ্দিন খান স্মরণে

সংক্ষিপ্ত জীবনী

বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব আতাউদ্দিন খান ১ জানুয়ারি ১৯২৯ সালে দোহারের একটি সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। জীবদ্দশায় তিনি নানাপ্রকার সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকান্ডের সঙ্গে সুনিবিড়ভাবে জড়িত ছিলেন। তন্মধ্যে উলেখযোগ্য–মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজের চেয়ারম্যান, দোহার-নবাবগঞ্জ কলেজ-এর প্রতিষ্ঠাতা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক, গালিমপুর রহমানিয়া হাই স্কুলের চেয়ারম্যান, সাবেক মন্ত্রী, শিল্পপতি ও সিনিয়র চার্টার এ্যাকাউন্টেন্ট, আতাখান এন্ড কোম্পানির ফাউন্ডার পার্টনার এবং চেয়ারম্যান ছিলেন। বাংলাদেশ কোল্ড স্টোরেজ এসোসিয়েশন, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক এবং অগ্রণী ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান, আতাখান জেনারেল হাসপাতাল লিমিটেড-এর চেয়ারম্যান এবং ই.পি. প্রভিন্সিয়াল এসেমবির সাবেক সদস্য ছিলেন। গত ৩০ নভেম্বর ২০১৫ (সোমবার) সকাল ৭:৩০ মিনিটে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি তাঁর ৩ ছেলে ও ৩ মেয়ে এবং অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন।

তিনি মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ-এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্যমণ্ডলীর একজন ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর অন্যতম সদস্য ছিলেন। প্রয়াত প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান কাজী আজহার আলী ও চেয়ারম্যান এম.এ মালিক-এর দায়িত্ব পালনের পর তিনি এ প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব অত্যন্ত সফলতা ও নিষ্ঠার সাথে পালন করেন।

তাঁর মৃত্যুতে এ বিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, অভিভাবক-অভিভাবিকা ও ট্রাস্টি বোর্ড-এর সদস্যমণ্ডলী গভীরভাবে শোকাহত। 'প্রতিভান ২০১৪-১৫' তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করা হলো।

সম্পাদকের কথা

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ ঢাকা শহরের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম। বিজ্ঞ পরিচালনা পর্ষদ, শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলী, কর্মকর্তা-কর্মচারী, ছাত্র-ছাত্রী ও অভিভাবক-অভিভাবিকামণ্ডলীর সমবেত ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় দিন দিন প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে। মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ ছোট্ট পরিসর থেকে যাত্রা শুরু করে আজ বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানে রূপ নিয়েছে। এর পেছনে রয়েছে একটি সমৃদ্ধ গর্বিত ইতিহাস। রয়েছে অনেকের ত্যাগ, শ্রম, অর্থ ও মেধা। তাঁদের সকলের প্রতি রইল অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা।

এ প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু ভাল ফলাফল করছে তাই নয়, ভাল মানুষ হয়েও গড়ে উঠছে। এর পেছনে রয়েছে তাদের সৃজনশীল মন। তাদের সৃজনশীল মেধাকে লালন করতে ও পরিপূর্ণতা দিতে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিভান' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আর তারই ধারবাহিকতায় প্রকাশিত হলো বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিভান'-এর ২০তম সংখ্যা।

সাহিত্য ও জীবন কেবল পরস্পরের উপর নির্ভরশীলই নয়-একে অন্যের পরিপূরকও। তাই সাহিত্য ছাড়া জীবন কল্পনা করা যায় না। জীবনের পূর্ণাবয়ব আমরা খুঁজে পাই সাহিত্যে। সাহিত্য আমাদের রুচিশীল মনন গঠনের অব্যর্থ মহৌষধ। ভাল লেখক হতে হলে তাকে অবশ্যই ভাল পাঠক হতে হয়, ভাবুক হতে হয়। সদ্য অঙ্কুরিত শিশু শিক্ষার্থী থেকে শুরু করে শতদলে প্রস্ফুটিত তরুণ-তরুণী – সকলের লেখাই স্থান পেয়েছে 'প্রতিভান'-এর এ সংখ্যায়। লেখাগুলোর বিষয় বৈচিত্র্য আশা করি পাঠকের নজর এড়াবে না। এ-ও আশা করি – সদ্য খনি থেকে তোলা অপরিশোধিত হীরার মতো লেখাগুলোর প্রচ্ছন্ন দ্যুতিও দৃষ্টিচ্যুত হবে না তাদের। আমাদের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের কল্পনা, চিন্তা আর সৃষ্টিশীলতাকে কবিতা, ছড়া, গল্প, প্রবন্ধ, রম্যরচনায় রূপদান করতে নিশ্চিতভাবেই অনেক ভেবেছে, অনেক পড়েছে। এদের মধ্যেই লুকিয়ে আছে জাতির ভবিষ্যতের সাহিত্যিকগণ। আশা করি তাদের ভবিষ্যত সুসাহিত্যিক হওয়ার পেছনে 'প্রতিভান- ২০১৪-১৫' এর লেখাসমূহ ব্যাপক ভূমিকা রাখবে।

পেশাগত দায়িত্বের আড়ালে চাপা পড়ে আছে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের সুকুমার বৃত্তির চর্চা – তাঁরাও অনেকে পক্ষবিস্তার করেছেন এবারের 'প্রতিভান'-এ। ছাত্র-ছাত্রীদের দিকনির্দেশনামূলক লেখা দিয়ে 'প্রতিভান'কে সমৃদ্ধ করেছেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সম্মানিত সদস্যমণ্ডলী। তাঁদের জানাই সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ।

'প্রতিভান ২০১৪-১৫' প্রকাশনায় যাঁরা শ্রম, সুপরামর্শ, মেধা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সবার কাছে আমি ঋণী। বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এ দু'জন সদস্য প্রাক্তন চীফ ইঞ্জিনিয়ার জনাব মসিহ্-উর রহমান এবং একাডেমিক এ্যাফেয়ার্স-এর চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ জনাব এম.এ গোলাম দস্তগীর ম্যাগাজিন সংক্রান্ত খোঁজ- খবর নেওয়া, পরামর্শ দেওয়া ছাড়াও ব্যক্তিগতভাবে তদারকি করে ম্যাগাজিনটিকে আকর্ষণীয় করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। বিশেষ উৎসাহ প্রদান করেছেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সম্মানিত সদস্য জনাব কর্নেল (অবঃ) গাজী কামাল উদ্দিন, পিএসসি। তাঁদের সকলের কাছে আমি চির কৃতজ্ঞ। এ ছাড়াও 'প্রতিভান ২০১৪-১৫' প্রকাশনার ক্ষেত্রে যাঁদের দিকনির্দেশনা আমার কাছে অমূল্য রত্ন হয়ে থাকবে তাঁরা হলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রফেসর ড.ম. তামিম ও সদস্যমণ্ডলী, অধ্যক্ষ জনাব মোঃ বেলায়েত হুসেন, একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর জিনাতুন নেসা, উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম, উপাধ্যক্ষ সেলিনা বানু, উপাধ্যক্ষ রাবেয়া হাবীব, উপাধ্যক্ষ রওশন আরা, উপাধ্যক্ষ দিলরুবা বেগম, উপাধ্যক্ষ বিলকিস বানু, উপাধ্যক্ষ আলেয়া ফেরদৌসী, সহকারী অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান, প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবদুর রহমান ও সম্পাদনা পরিষদ। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের সবার প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

মানুষ ত্রুটির অধীন। শত চেষ্টার পরও রয়ে যায় কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ বা কিছু অসংগতি। 'প্রতিভান ২০১৪-১৫' প্রকাশনার ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। সেই ত্রুটিগুলোর দায়ভার সম্পূর্ণ আমার। সেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ত্রুটিগুলোকে পাঠকগণ ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন – এ প্রত্যাশা রইল। 'প্রতিভান ২০১৪-১৫' সংখ্যাটি পাঠকসমাজে কিঞ্চিত সমাদৃত হলেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। সকলের মঙ্গল কামনায় –

মো. সাজ্জাদুর রহমান
প্রভাষক

শিক্ষার্থী সম্পাদকবৃন্দের কথা

বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিভান' আমাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের উৎকৃষ্ট মাধ্যম। আমাদের মনের কোণে লুকিয়ে থাকা ছোট ছোট অনুভূতির সম্মিলনে রচিত হয়েছে ছড়া, কবিতা, প্রবন্ধ, ছোটগল্প প্রভৃতি। সেগুলোই স্থান লাভ করেছে 'প্রতিভান' এর পাতায় পাতায়। প্রগতিশীল জগতের সাথে তাল মিলিয়ে চলার ক্ষেত্রে সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই। যারা সাহিত্যচর্চা করে তারা কখনও পেছনে পড়ে থাকে না। লেখাপড়ার পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে ক্ষুদে লেখক ও শিল্পীদের স্বরচিত গল্প, কবিতা, কৌতুক, চিত্রাঙ্কন ও অন্যান্য রচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটানোই বার্ষিকী 'প্রতিভান' এর মূল উদ্দেশ্য। আমাদের এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেখা দিয়েই একদিন আমরা বড় লেখকে পরিণত হব। 'প্রতিভান' এ ক্ষেত্রে আমাদের অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে।

স্বল্প সময়ে এক বিশাল কর্মযজ্ঞের বিষয় ছিল এ বছরের বার্ষিকী প্রকাশ। এবারের 'প্রতিভান' এর সম্পাদনা পরিষদের সাথে যুক্ত থেকে সম্পাদনা ও প্রকাশনার কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়ে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আশা করি এই অভিজ্ঞতাটি আমাদের ভবিষ্যতের অনেক কাজের পাথেয় হয়ে থাকবে। স্বল্প সময়ের এ প্রকাশনায় যদি কোনো ত্রুটি থাকে তবে সবাইকে তা ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার অনুরোধ জানাচ্ছি। সকলের প্রতি রইল শুভ কামনা।

ুলশান আরা আঞ্জুম দ্বাদশ শ্রেণি
রুকাইয়া জাহান দ্বাদশ শ্রেণি
অমিত হাসান দ্বাদশ শ্রেণি
শ্রুতি রহমান দশম শ্রেণি
সুরাইয়া হাসান দশম শ্রেণি
জায়না হাবিব দশম শ্রেণি
রামিসা আঞ্জুম দশম শ্রেণি

শুভেচ্ছা বাণী

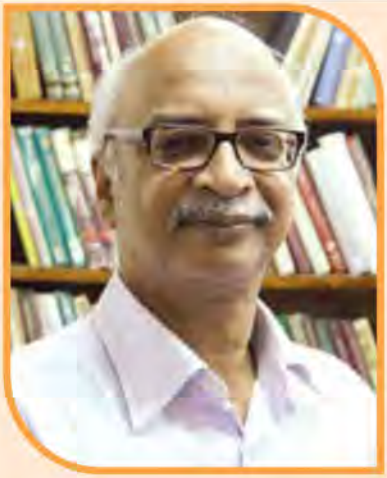

জাতির সমৃদ্ধ ভবিষ্যত রচনার প্রধান উপায় হল শিক্ষা। শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে একজন মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে ওঠে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব সর্বাধিক। মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ বাংলাদেশের স্বনামধন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম। অত্যন্ত স্বল্প পরিসরে শুরু হওয়া প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে তিনটি ক্যাম্পাসে (বালিকা শাখা, বালক শাখা ও প্রি-স্কুল শাখা) প্রায় দশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও পাঁচশো'র কাছাকাছি শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারি নিয়ে পরিচালিত হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটি দুইবার অর্জন করেছে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হবার গৌরব। প্রতি বছরই এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন পাবলিক পরীক্ষায় ধারাবাহিকভাবে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক ফলাফল অর্জন করে আসছে।

দেশকে সৎ ও দক্ষ জনশক্তি উপহার দেবার লক্ষ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো ফলাফল অর্জনের সাথে সাথে শিক্ষাকে জীবনমুখী করার প্রয়াসে অত্র প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদ্‌যাপন, চিত্রাঙ্কন, সংগীত, বিতর্ক, ক্রীড়া প্রতিযোগিতাসহ নানা ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমকেও অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সুচারূরূপে সম্পাদন করে থাকে। তাই সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমেও এ প্রতিষ্ঠানের অর্জন উলেখ করার মতো। নিয়মিত বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিভান' প্রকাশনা ছাত্র-ছাত্রীদের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। শিক্ষা ও সাহিত্য একে অন্যের পরিপূরক। প্রতিটি শিক্ষার্থীর মননশীলতার বিকাশে সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব অপরিসীম। কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীরা মনের মাধুরী মিশিয়ে কচি হাতের লেখা ছড়া, গল্প, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, রম্যরচনা ও নিজ হাতে আঁকা ছবিতে শোভিত করেছে তাদের প্রিয় বার্ষিক ম্যাগাজিনটি। এদের মাঝেই লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের কালজয়ী শিল্পী-সাহিত্যিক। তাদের জন্য রইল আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা।

এবারের 'প্রতিভান' ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা ছাড়াও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্যমণ্ডলী ও শিক্ষকগণের লেখায় সমৃদ্ধ হয়েছে। তাদের সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা। যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে 'প্রতিভান ২০১৪-১৫' প্রকাশ পেতে যাচেছ তাদের সকলের প্রতি রইল আমার সাধুবাদ।

প্রফেসর ড.ম. তামিম
চেয়ারম্যান
বোর্ড অব ট্রাস্টিজ

অধ্যক্ষের কথা

প্রতিটি মানুষই সম্ভাবনাময়; বিশেষ করে যারা উদীয়মান তাদের সম্ভাবনা তুলনামূলক বেশিই থাকে। সেই সম্ভাবনাকে প্রস্ফুটিত করে তোলাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাজ। জীবনটা একটা যুদ্ধক্ষেত্র। সেই জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার জন্য চাই প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি। প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে সেভাবে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি সকল ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমকে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ সব সময়ই গুরুত্বের সাথে বাস্তবায়ন করে আসছে। তারই উজ্জ্বল স্বাক্ষর বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিভান' যা ছাত্র-ছাত্রীদের কচি হাতের লেখা, অঙ্কন ও অলংকরণে সমৃদ্ধ। অতীতের ধারাবাহিকতাকে অক্ষুন্ন রেখে এ বছরও 'প্রতিভান' প্রকাশ পেতে যাচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

সাহিত্যচর্চা মানেই সৌন্দর্যচর্চা। মনের জগতকে সুন্দর ও কর্মমুখী করার কাজে সাহিত্যের জুড়ি নেই। সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই মানুষ পূর্ণাঙ্গ মানুষ রূপে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে। কাজেই সত্যিকারের চিৎপ্রকর্ষ অর্জনে সাহিত্যচর্চার বিকল্প নেই। আজকের ক্ষুদে সাহিত্যিক, চিত্রকর ও আলংকারিকদের মাঝে লুকিয়ে আছে আগামী দিনের মহৎ শিল্পী-সাহিত্যিক। লেখাপড়ার মানোন্নয়নের পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান তথা শিল্পকলার প্রতিটি বিভাগে পারদর্শী করে তুলতে শিক্ষকগণ সার্বক্ষণিকভাবে নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। ছাত্র-ছাত্রীদের এই বহুমুখী সৃষ্টিকর্মকে স্থায়িত্ব দেয়ার লক্ষ্যে প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় এ বছরেও প্রকাশ পেতে যাচ্ছে 'প্রতিভান ২০১৪-১৫'। ছাত্র-ছাত্রীদের লেখার পাশাপাশি বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্যগণ ও শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলীর লেখা 'প্রতিভান ২০১৪-১৫'কে সমৃদ্ধ করছে। তাদের সকলকে জানাই আমার আন্তরিক মোবারকবাদ।

আমরা শিক্ষার্থীকে মানসম্পন্ন শিক্ষাব্যবস্থা, শিক্ষার পরিবেশ, অবকাঠামো, কারিগরী সহায়তা দিতে সর্বদা সচেষ্ট। আমরা জানি, শুধু গৎবাধা শিক্ষা দিয়ে স্বশিক্ষিত জাতি গঠন হয় না। আর তাই শিক্ষাকে যুগোপযোগী ও আধুনিক করার পাশাপাশি শিক্ষার্থীর মানসিক উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যেই আমাদের সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা।

'প্রতিভান ২০১৪-১৫' প্রকাশনার কাজে যারা নানাভাবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও উষ্ণ অভিনন্দন।

মো: বেলায়েত হুসেন
অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব

কিছু কথা

শিক্ষার্থীদের মন ও মননের যথার্থ স্ফুরণ ঘটানোর ক্ষেত্রে সাহিত্যচর্চার তুলনা হয় না। সাহিত্য পাঠ অথবা সাহিত্য রচনা-এর যেকোনোটির সাথে সম্পৃক্ত থাকার অর্থ পরিশীলিত জীবনযাপনে অভ্যস্ হওয়া। সেই পরিশীলিত জীবনের পথে ছাত্র-ছাত্রীদের এগিয়ে নিতে বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিভান' বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। এ ম্যাগাজিনে যাঁরা লিখেছেন তাঁদের চিন্ া-চেতনা যেমন শানিত হবে তেমনি যাঁরা পাঠক তাদের চিন্ ার জগতও হবে সমৃদ্ধ।

যাঁরা লেখা দিয়ে, সুবিবেচনাপ্রসূত মতামত দিয়ে, শ্রম দিয়ে ম্যাগাজিনটি প্রকাশে সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি রইল আমার আন্ রিক শুভেচ্ছা।

জিনাতুন নেসা
একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর

মানুষ মাত্রই নিজেকে প্রকাশের এক অদম্য তৃষ্ণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। অন্যান্য অনুভূতির মত শিশু কিশোরদের সৃজনশীলতার আকাঙ্ক্ষাও থাকে তীব্র। এই ক্ষুদে মানবদের সার্বিক বিকাশের চর্চাকেন্দ্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সুতরাং তাদের অন্ র্নিহিত প্রতিভা বিকাশের সুব্যবস্থা করা প্রতিষ্ঠানের বিশেষ দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে। মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ সুদীর্ঘকালব্যাপী পড়াশুনার পাশাপাশি অত্যন্ গুরুত্বসহকারে এই দায়িত্ব পালন করে আসছে। তারই বর্ণাঢ্য ও আনন্দময় লিপিবদ্ধ রূপ স্কুল বার্ষিকী 'প্রতিভান ২০১৪-১৫'।

এই উপলক্ষে সবার আগে আমি সেসব স্বপ্নময় শিশু কিশোরদের লেখা প্রকাশের জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। বার্ষিকী প্রকাশের সঙ্গে সংশিষ্ট সকলকে তাদের নিরলস পরিশ্রমের সফলতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

সর্বোপরি 'প্রতিভান ২০১৪-১৫' এর পৃষ্ঠপোষক এবং দিকনির্দেশক অত্র প্রতিষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ এবং বোর্ড অব ট্রাস্টিজের মাননীয় চেয়ারম্যান ও সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে জানাই আমার আন্ রিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা।

মুর্শেদা শাহীন ইসলাম
উপাধ্যক্ষ (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক)
বাংলা মাধ্যম, বালক শাখা

একজন শিক্ষার্থীকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি নানারকম সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে যেতে হয়। তারই ধারাবাহিকতায় প্রতিবছর অত্র প্রতিষ্ঠানটি সৃজনশীল এই বার্ষিকী প্রকাশ করে থাকে। শিক্ষার্থীদের সবুজ মনের সবুজ চিন্ া-ভাবনা অত্র বার্ষিকীর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে ডানা মেলবে সুউচ্চ দিগন্ে । আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বার্ষিক এই প্রকাশনা জ্ঞানচর্চার পাশাপাশি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মননে, ব্যক্তিত্বে এবং নীতি-নৈতিকতায় আরও সমৃদ্ধ করবে।

পরিশেষে এই মহতী কাজের সাথে সংশি ষ্ট সকলকে আন্ রিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

সেলিনা বানু
উপাধ্যক্ষ (মাধ্যমিক)
বাংলা মাধ্যম, বালিকা শাখা

কিছু কথা

কচি মনের সৃজনশীলতার অঙ্কুরোদগম ঘটেছে তোমাদের প্রকাশিত ম্যাগাজিনে। তোমরা নিজেদেরকে উন্মেষ ঘটিয়েছো তোমাদের রচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদির মাধ্যমে। আগামীতে সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে এইসব সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। লেখাপড়ার পাশাপাশি নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞান অর্জন তোমাদেরকে ভাল মনের মানুষ হিসেবে তৈরি হতে সহায়তা করবে।

এই ম্যাগাজিনে শুধু গল্প, কবিতাই নয় বরং প্রতিষ্ঠানের নানা তথ্য ও তত্ত্ব থাকে যা আমাদের বহুবিধ প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম হয়। এই ম্যাগাজিনটি অত্র প্রতিষ্ঠানের সঠিক চিত্র তুলে ধরে শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকের মাঝে সেতু বন্ধন রচনা করবে।

এই ম্যাগাজিনটি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল চিন া-ভাবনার উৎস ভাণ্ডার। এ থেকে তারা প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত নির্দেশনাও পাবে–এ আশা করছি।

সর্বোপরি ম্যাগাজিন প্রকাশের সঙ্গে সংশিষ্ট সকলকে জানাই আমার আন রিক অভিনন্দন।

রাবেয়া হাবীব
উপাধ্যক্ষ (প্রিপারেটরি)
বাংলা মাধ্যম, বালিকা শাখা

বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিভান' এর জন্য কিছু কথা লিখতে গিয়ে আজ মনে পড়ছে স্বনামধন্য এই বিদ্যালয়ে প্রবেশের প্রথম দিনটির কথা। ভীরু পায়ে প্রবেশ করে এতদূর পথ পাড়ি দেবার কথা। এরই মাঝে বহু বছর চলে গেছে। ছোট ছোট শিশু শিক্ষার্থীদের ভালবাসার বাঁধনে বাঁধা পড়ে জীবনের এতগুলো দিন পার করে প্রায় শেষ জীবনের দিকে চলে যাচ্ছি। আমি আশা করবো–ভবিষ্যতে তোমরা তোমাদের মেধা দিয়ে সমাজের ভালো ভালো পেশায় যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখবে এবং নিজেদের শ্রম সর্বোচ্চ কাজে লাগাবে। আশা করি শিক্ষক হিসেবে তোমাদের কাছে আমাদের যা চাওয়ার ছিল তা তোমরা অনেকটাই পূরণ করেছো। পাঠ্য পুস কের পাশাপাশি তোমাদের সুপ্ত প্রতিভাকে বিকশিত করার জন্য বিদ্যালয়ে প্রতিবছর 'প্রতিভান' প্রকাশিত হয়। ছোট ছোট ছড়া, কবিতা, গল্প, কৌতুক এবং তোমাদের মনের সব কথা লিখে 'প্রতিভান' এর প্রতিটি পাতা মুখর করে তুলবে, এই আশা করছি। যা কিছু ভালো এবং কল্যাণকর তা গ্রহণ কর এবং মন্দকে ত্যাগ করতে শেখো। মিথ্যাকে সর্ব অবস্থায় বর্জন করবে। গুরুজনদের মান্য করবে। দেশের উন্নয়নে নিজেকে সম্পৃক্ত করো। নিজের মা এবং দেশকে ভালবাসো। পিতাকে শ্রদ্ধা করো। তোমাদের সুন্দর সুন্দর লেখনির মাধ্যমে সমাজের অন্ধকার ও কলুষতাকে দূর করে দেশকে আলোর পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে–এ কামনা করি। 'প্রতিভান'এর মাধ্যমে নিজেদের প্রস্ফুটিত করো। তোমাদের জন্য রইল শুভ কামনা।

বিলকিস বানু
উপাধ্যক্ষ
প্রি-স্কুল শাখা

কিছু কথা

সাহিত্য জীবনের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। তাই সাহিত্যচর্চা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে ওঠা যায় না। বার্ষিক ম্যাগাজিন 'প্রতিভান' ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্যচর্চার সেই সুযোগ করে দিতে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এটি এ বিদ্যালয়ের ভালো দিকগুলোর মধ্যে অন্যতম। 'প্রতিভান'-এ যাদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে তাদের প্রতি রইল আমার অভিনন্দন। যাদের লেখা 'প্রতিভান'-এর এ সংখ্যাতে প্রকাশিত হয়নি তারা ভবিষ্যতে আরো ভালোভাবে প্রস্তুতি নিয়ে তাদের লেখা জমা দেবে এবং তা ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হবে - এ আশা ব্যক্ত করি।

পরিশেষে 'প্রতিভান' প্রকাশনার সাথে সংশিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার আন্ রিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

রওশন আরা
উপাধ্যক্ষ (প্রিপারেটরি)
বাংলা মাধ্যম, বালক শাখা

A Few Words

A school magazine represents a school. The student today is an individual, real person with feelings of self- respect, sensivity, responsibility and compassion. We need to recognize, appreciate, applaud and foster the fine blend of sensibility in a child- and thuse this magazine is to be viewed as a launce pad for the children's creative urges to blossom naturally. This humble initiative is to set the budding minds free allowing to roam free in the realm of imagination and experience to create a world of beauty in words.

This school attains its eminence in a glorious position through the achievement of children. The magazine also espouses the school spirit which is built up within the school through the collective actions, thoughts and aspirations. All these, I believe would spur higher growth and enterprise in children.

My thanks are due to the Principal, editorial board, students and teachers to have been of immense help in breathing life into these pages.

Good Luck.

Aleya Ferdousi
Vice Principal
English Version, Boys' Wing

'Protivan' is the embodiment of the constant trial of Mohammadpur Preparatory School and College to discover the latent talent of our students who will represent the future Bangladesh. I wish that they will be able to bloom with the petals of their every talent and thus will brighten our name and fame. I hope our little effort will help them to go ahead with their power, talent, and innovative power which will figure them up as national and international celebrity in the near future.

Dilruba Begum
Vice Principal
English Version, Girls' Wing

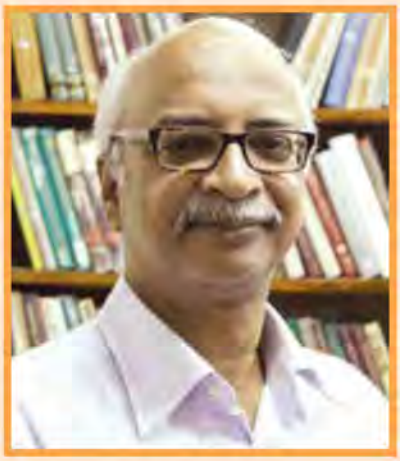

প্রফেসর ড.ম. তামিম
চেয়ারম্যান

সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ প্রফেসর ড.ম. তামিম বুয়েটের পেট্রোলিয়াম এন্ড মিনারেল রিসোর্স ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। তিনি বুয়েট থেকে মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ স্নাতক এবং মাদ্রাজের আইআইটি থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। এ ছাড়াও তিনি কানাডার আলবার্টা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। জাতীয় ও আন্ র্জাতিক জার্নালে তাঁর অনেকগুলো গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়েছে।

২০০৮ সালে তিনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জ্বালানী মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টার দায়িত্ব পালন করেন।

নানা ধরনের কর্মব্যস্ তার পাশাপাশি বর্তমানে তিনি মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ ও বোর্ড অব গভর্নরসের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন।

ইঞ্জিনিয়ার মসিহ্-উর রহমান
ট্রাস্টি

সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ জনাব মসিহ্-উর রহমান অবিভক্ত বাংলার মালদহে ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৫০ সালে দিনাজপুর জেলা শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৫৯ সালে আহসান উলাহ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন এবং তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান বিদ্যুৎ ও পানি উন্নয়ন অথোরিটি (EPWAPDA)-এ সহকারী প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। ত্রিশ বছর চাকরি করার পর ১৯৮৯ সালে তিনি স্বেচ্ছায় উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি দেশে-বিদেশে বিভিন্ন প্রকল্পে কনসালটেন্ট হিসাবে অবদান রাখেন। জনাব মসিহ্-উর রহমান ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল-এর প্রতিষ্ঠাতা নির্বাহী সদস্য হিসেবে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকে তিনি নানা ধরনের সামাজিক ও কমিউনিটি উন্নয়নমূলক কাজের সাথে জড়িত।

ট্রাস্টিবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

ইঞ্জিনিয়ার এম.এ. গোলাম দস্ত গীর
ট্রাস্টি

সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ জনাব এম এ গোলাম দস্ত গীর পাবনার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৬১ সালে পাবনা জেলা স্কুল থেকে কৃতিত্বের সাথে ম্যাট্রিকুলেশন এবং ১৯৬৩ সালে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন। তিনি বুয়েট থেকে বিএসসি (সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং)-এ উত্তীর্ণ হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের পানি উন্নয়ন বোর্ড (East Pakstan Water and Power Development Authority (EPWAPDA)-এ যোগদান করেন এবং ১৯৮৪ সাল পর্যন্ত এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে কর্মরত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইবিএ থেকে এমবিএ পাশ করেন। এরপর তিনি কনসালটেন্সিতে যোগদান করেন এবং উন্নয়নমূলক অনেক ক্ষেত্রে কাজ করেন। পাশাপাশি তিনি বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি-তে খন্ডকালীন অধ্যাপনার সঙ্গে জড়িত। ছাত্রজীবন থেকে অদ্যবধি তিনি নানা ধরনের সংস্থার সাথে জড়িত এবং ব্যাপকভাবে অবদান রেখে চলেছেন। তিনি শ্যামলী রোটারি ক্লাব ও যশোর রোটারি ক্লাব-এর চেয়ারম্যান ছিলেন। ১৯৮৮ সাল থেকে তিনি প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ-এর সাথে জড়িত এবং একাডেমিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। তিনি স্কুলের ট্রাস্টিগণের মধ্যে অন্যতম। তিনি বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য ও সেক্রেটারি। বর্তমানে তিনি মোহাম্মদপুরের ইকবাল রোডস্থ বাইতুস সালাম জামে মসজিদ ও মাদ্রাসার নির্বাচিত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি এস.এন. ফিরোজা দস্ত গীর-এর সাথে সুখী দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করছেন। তিনি তিন সন্তানের (ড. শাহানা দস্ত গীর, ইঞ্জিনিয়ার সেলিম রেজা দস্ত গীর ও ব্যারিস্টার নাবিলা তাহসিন ফারাহ) গর্বিত পিতা। তিনি তাঁর স্ত্রীসহ ১৯৯৮ সালে পবিত্র হজ্ব পালন করেন।

কর্নেল (অব.) গাজী কামাল উদ্দিন পিএসসি
ট্রাস্টি

সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ জনাব কর্নেল (অব.) গাজী কামাল উদ্দিন মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ-এর প্রতিষ্ঠাকালীন সেক্রেটারি জনাব ওয়ালিউর রহমান গাজীর জ্যেষ্ঠ সন্তান। তাঁর বাবার মৃত্যুর পর তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য পদ লাভ করেন। তিনি ১৯৪৫ সালের ১১ জুন জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা পুলিশ সেক্টরের একজন উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি নটরডেম কলেজে লেখাপড়া করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ সালে বিএসসি ডিগ্রি অর্জনের পর তিনি ১৯৬৬ সালে সেনা বাহিনীতে Corps of Engineers এ কমিশনপ্রাপ্ত হন। ১৯৭৩ সালে মুক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের কারাগারে আটক ছিলেন। ১৯৭৭ সালে তিনি বুয়েট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন। তিনি সেনাবাহিনীর বিভিন্ন পদে চাকরি করেন। তিনি ই-ইন-সি ব্রাঞ্চ-এ যোগদান করেন এবং পরবর্তিতে স্টাফ কলেজ থেকে পিএসসি লাভ করেন। তিনি মিলিটারি কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং-এর চিফ ইনস্ট্রাক্টর ছিলেন। পরবর্তিতে তিনি এমইএস-এ চিফ ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াও বিভিন্ন পদে কর্মরত ছিলেন।

১৯৮৬ সালে অবসর গ্রহণের পর তিনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও সরকারি কনষ্ট্রাকশন ব্যবসার সাথে জড়িত হন। তাঁর চাকরিকালীন তিনি যুদ্ধবিধ্বস্ত সেনা দপ্তরগুলো পুনঃনির্মাণে যুক্ত হন এবং নতুন করে গড়ে তোলেন। এছাড়াও তিনি ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ নির্মাণ করেন।

কর্নেল গাজী তাঁর নিজের নকশায় সেনাকুঞ্জ নির্মাণ করেন।

তিনি যুক্তরাষ্ট্রে কম্পিউটার বিষয়ক পড়াশোনা করেন এবং নাসা (NASA)-তে সিসটেম এ্যাডমিনিস্ট্রেটর হিসেবে যোগদান করেন। যুক্তরাষ্ট্রে ১৫ বছর থাকাকালীন তিনি শিক্ষকতা, ব্যবস্থাপক, কাস্টমার সার্ভিসসহ নানা ধরনের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হন। দেশে ফেরার পর তিনি কিছুদিন বিশ্রাম নেন এবং পরবর্তিতে মুক্তভাবে ওয়েব ডিজাইনিং-এর কাজ করছেন।

জামিল আজহার
ট্রাস্টি

সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ জনাব জামিল আজহার তাঁর পিতা মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ-এর প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান জনাব কাজী আজহার আলীর স্থলাভিষিক্ত হয়ে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য পদ লাভ করেন। তিনি ১৯৮৭ সালে আমেরিকার হুইটম্যান কলেজ থেকে গণিত-পদার্থবিজ্ঞানসহ স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সস্টিটিউট থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। ২০০৩ সালে তিনি আমেরিকার হার্ভাড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইনফরমেশন টেকনোলজি-তে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন।

১৯৯০ সালে ঢাকায় তিনি Orion Technologies নামে একটি সফটওয়্যার কোম্পানির কো-ফাউন্ডার ও সিইও হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি বোস্টনের PCi Corporation-এ চিফ টেকনোলজি অফিসার হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৬ সালে তিনি ওয়াথামের Wolter Kluwer Financial Service-এ চিফ এন্টারপ্রাইজ আর্কিটেক্ট হিসেবে যোগদান করেন। ২০০৮ সাল থেকে বর্তমানে বিশ্বখ্যাত মাইক্রোসফ্ট কর্পোরেশন-এ সিনিয়র টেকনোলজি আর্কিটেক্ট হিসেবে কর্মরত। আন্ র্জাতিক জার্নালে তাঁর অনেকগুলো লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি বর্তমানে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটির চেয়ারম্যান-এর দায়িত্ব পালন করছেন।

আশফাক মালিক
ট্রাস্টি

সংক্ষিপ্ত জীবনী : জনাব আশফাক মালিক তাঁর পিতা প্রাক্তন চেয়ারম্যান জনাব এম. এ মালিক-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য পদ লাভ করেন। তিনি ১৯৭৩ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৯০ সালে সেন্ট জোসেফ স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করেন। অতঃপর তিনি MANCAT (যুক্তরাজ্য) থেকে ১৯৯৩ সালে HND উত্তীর্ণ হন। ১৯৯৭ সালে তিনি আমেরিকার UNCC থেকে আন্ র্জাতিক বাণিজ্যে বিবিএ পাশ করেন। তিনি MAM Group of Industries-এর ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি অনেকগুলো দাতব্য প্রতিষ্ঠানের সাথে সমাজকল্যাণমূলক কাজে যুক্ত আছেন।

ট্রাস্টিবৃন্দের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

তৌফিকুল ইসলাম
ট্রাস্টি

সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ জনাব তৌফিকুল ইসলাম তাঁর পিতা মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুলের প্রাক্তন সেক্রেটারি জনাব নজরুল ইসলাম-এর স্থলাভিষিক্ত হয়ে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য পদ লাভ করেন। তিনি ১৯৫২ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯৭০ সালে সেন্ট গ্রেগরি হাই স্কুল থেকে এসএসসি, ১৯৭২ সালে ঢাকা কলেজ থেকে এইচএসসি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ঢাকা কলেজ থেকে ১৯৭৫ সালে বাণিজ্য বিভাগে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর তিনি Hoda Vasi Chowdhury & Co. নামক চার্টার একাউন্টেন্সি ফার্ম-এ শিক্ষনবিশ হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৯২ সালে তিনি ICAB-এর অধীনে চার্টার একাউন্টেন্সিতে উত্তীর্ণ হন। তিনি Hoda Vasi Chowdhury & Co. এবং Acnabin-এ অডিট ম্যানেজার হিসেবে সুনামের সাথে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯৭ সালে তিনি চার্টাড একাউন্টেন্সিতে ফেলোশিপ সম্পন্ন করেন এবং একজন স্বীকৃত FCA হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। ২০১২ সাল থেকে তিনি Khan Ayub & Co. এর পার্টনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

তিনি বহুবিধ সমাজকল্যাণমূলক কাজের সাথে জড়িত আছেন।

ট্রাস্টি

সংক্ষিপ্ত জীবনী ঃ জনাব হাসানুজ্জামান খান সদ্য প্রয়াত চেয়ারম্যান জনাব আতাউদ্দিন খানের জ্যেষ্ঠ সন্ ান। তিনি তাঁর বাবার স্থলাভিষিক্ত হয়ে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য পদ লাভ করেন। তিনি ১৯৬২ সালে দোহারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিএসসি (অনার্স) সহ এমএসসি পাশ করেন। বর্তমানে তিনি ইস্টার্ন স্টিল মিলস লি. এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক, একো রিয়েল স্টেট-এর চেয়ারম্যান, জেনারেল মেডিকেল হসপিটাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার-এর ভাইস-চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। এ ছাড়াও তিনি দোহার-নবাবগঞ্জ কলেজ-এর দাতা সদস্য এবং গালিমপুর রহমানিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের দাতা সদস্য ও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

ইঞ্জিনিয়ার মসিহ্-উর রহমান

ইঞ্জিনিয়ার এম. এ. গোলাম দস্তগীর

ম্যাগাজিন কমিটি : ২০১৪-২০১৫

(বাঁ থেকে দাঁড়ানো) জান্নাতুন মাকামা, মারজানুন নাহার, রেহানা হোসনে আক্তার, ফাহমিদা আক্তার, নাজ সুলতানা, সানজিদা চৌধুরী
আমিনুল ইসলাম, আজিজুর রহমান, (বাঁ থেকে উপবিষ্ট) মোনালিসা, আঞ্জুমা খাতুন
জিনাতুন নেসা, সেলিনা বানু, অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন, ড. মুস ফিজুর রহমান, সাজ্জাদুর রহমান, লিবাস উদ্দিন।

একাডেমিক উপ-কমিটি উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা মাধ্যম (বালিকা)

(বাঁ থেকে দাঁড়ানো) নাজমা পারভীন, দীনেশ চন্দ্র সাহা, খালেদ মোশাররফ, ড. মো. আহসান হাবীব, মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন, (উপবিষ্ট) অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন।

একাডেমিক উপ-কমিটি উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা মাধ্যম (বালক)

(বাঁ থেকে দাঁড়ানো) দুলাল চন্দ্র মণ্ডল, অতীন্দ্র কুমার দাস, মোঃ শহিদুল ইসলাম, কে. এম. মাসুদুর রহমান, (বাঁ থেকে উপবিষ্ট) উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম, ড. শাহনাজ পারভীন।

একাডেমিক উপ-কমিটি মাধ্যমিক বাংলা মাধ্যম (বালিকা)

(বাঁ থেকে দাঁড়ানো) কামাল হোসেন, কাজী উম্মে সালমা হক, চিত্তরঞ্জন সরকার, কাজী রুখসানা হাফিজ, মোনালিসা (বাঁ থেকে উপবিষ্ট) উপাধ্যক্ষ সেলিনা বানু, অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন, মরিয়ম খাতুন।

একাডেমিক উপ-কমিটি মাধ্যমিক বাংলা মাধ্যম (বালক)

(বাঁ থেকে দাঁড়ানো) এ. টি. এম মানসুরুল আলম, মোঃ নুর আলম সিদ্দিক, সাদেকুল আলম, (বাঁ থেকে উপবিষ্ট) মাসুমা খাতুন, উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম, শানজিদা চৌধুরী।

Gকাডেমিক উপ-কমিটি প্রিপারেটরি বাংলা মাধ্যম (বালিকা)

(বাঁ থেকে দাঁড়ানো) সিরাজুন নেসা, রওশন আরা বেগম, রাবেকা সারোয়ার, শাহনাজ করিম, সারমিন আখতার বানু (উপবিষ্ট) উপাধ্যক্ষ রাবেয়া হাবীব।

একাডেমিক উপ-কমিটি প্রিপারেটরি বাংলা মাধ্যম (বালক)

(বাঁ থেকে দাঁড়ানো) সজিব বিশ্বাস, জেরিন শিরিন, বুশরা মোকাররম, রোকসানা মমেন, ফারজানা আক্তার, শান্ত কুমার মৈত্র, (উপবিষ্ট) উপাধ্যক্ষ রওশন আরা।

একাডেমিক উপ-কমিটি ইংলিশ ভার্সন (বালিকা)

(বাঁ থেকে দাঁড়ানো) আফরোজা আইরিন, নাসরিন আক্তার, আফরোজা খানম, সাজ্জাদুর রহমান, কানিজ ফাতেমা, আতিকুন নাহার (উপবিষ্ট) উপাধ্যক্ষ দিলরুবা বেগম।

একাডেমিক উপ-কমিটি ইংলিশ ভার্সন (বালক)

(বাঁ থেকে দাঁড়ানো) মোঃ মজির উদ্দিন, সোহরাব ফরহাদ (মিথুন), মোঃ ইকরামুর রহমান, রুবাইয়া ফেরদৌস, নার্গিস সুলতানা, শ্যামলী রায়, রেজওয়ানা হক (উপবিষ্ট) উপাধ্যক্ষ আলেয়া ফেরদৌসী।

একাডেমিক উপ-কমিটি প্রি-প্রাইমারি শাখা

(বাঁ থেকে দাঁড়ানো) হালিমা আলম, উপমা রাউট, নহিদ আখতার, ফিরোজা আক্তার (উপবিষ্ট) উপাধ্যক্ষ বিলকিস বানু।

উচ্চ মাধ্যমিক শাখার শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের নামের তালিকা (বালিকা শাখা, বাংলা মাধ্যম)

ক্র. নং	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	মোঃ বেলায়েত হোসেন	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত), এম.ফিল (গবেষক)	অধ্যক্ষ
০২	ডক্টর মো. আহসান হাবীব	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (প্রাণীবিদ্যা), পি-এইচ.ডি	সহকারী অধ্যাপক
০৩	ডক্টর মো. আনোয়ারুল ইসলাম	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (ফলিত রসায়ন), পি-এইচ.ডি	সহকারী অধ্যাপক
০৪	ডক্টর সুব্রত কুমার বাইন	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (অর্থনীতি), পি-এইচ.ডি	সহকারী অধ্যাপক
০৫	ডক্টর মুস্ াফিজুর রহমান	বি.এ (সম্মান), এম.এ (নাটক), পি-এইচ.ডি	সহকারী অধ্যাপক
০৬	নীলুফার কামাল	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (মনোবিজ্ঞান)	সহকারী অধ্যাপক
০৭	দীনেশ চন্দ্র সাহা	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (রসায়ন)	সহকারী অধ্যাপক
০৮	মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন	বি.কম (সম্মান), এম.কম (ম্যানেজমেন্ট)	সহকারী অধ্যাপক
০৯	মোঃ খালেদ মোশাররফ	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী অধ্যাপক
১০	নাজমা পারভীন	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (সমাজ বিজ্ঞান)	সহকারী অধ্যাপক
১১	ইয়াসমিন আহমেদ	এম.কম (ব্যাবস্থাপনা), ডিপমা ইস সেক্রেটারিয়াল সাইন্স	প্রভাষক
১২	প্রকাশ কুমার দাস	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (পদার্থ বিজ্ঞান), বি.এসসি (বিএসই), এম.এসসি (সিএসই)	প্রভাষক
১৩	মোহাম্মদ নাজমুল হক	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (বিশুদ্ধ গণিত)	প্রভাষক
১৪	শারমিন শাহনাজ	বি.এসসি (সম্মান), এস.এসসি (পদার্থ বিজ্ঞান)	প্রভাষক
১৫	মো. কবির আহমেদ	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	প্রভাষক
১৬	মোহাম্মদ মাহমুদুর রহমান	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (পরিসংখ্যান)	প্রভাষক
১৭	ডক্টর আক্তারুজ্জাহান	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা), পি-এইচ.ডি	প্রভাষক
১৮	মোশফেকা জাহান	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (উদ্ভিদবিদ্যা)	প্রভাষক
১৯	দিল আফরোজ	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান)	প্রভাষক
২০	মোঃ শোয়েবুর রহমান	বি.কম (সম্মান), এম.কম (একাউন্টিং)	প্রভাষক
২১	মোঃ নূরুল আজাদ	বি.বি.এস (সম্মান), এম.বি.এস (মার্কেটিং)	প্রভাষক
২২	নাসিমা আক্তার	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (অর্থনীতি)	প্রভাষক
২৩	মোঃ আওরঙ্গজেব	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (কম্পিউটার বিজ্ঞান)	প্রভাষক
২৪	রাশেদা আক্তার	বি.বি.এ (সম্মান), এম.বি.এ (ফিন্যান্স)	প্রভাষক
২৫	মো. সেলিম মিয়া	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত)	প্রভাষক
২৬	সমীরণ বাড়ৈ	বি.এসসি (সম্মান), এস.এসসি (পদার্থ বিজ্ঞান)	প্রভাষক
২৭	মোঃ লুৎফর রহমান	এম.এসসি (পদার্থ বিজ্ঞান)	প্রদর্শক
২৮	পারভীন খন্দকার	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (প্রাণীবিদ্যা)	প্রদর্শক
২৯	ফাতেমা আক্তার	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (রসায়ন)	প্রদর্শক
৩০	আমেনা বেগম	বি.বি.এ, এম.বি.এ (ব্যবস্থাপনা)	শিক্ষিকা

শিক্ষকের প্রভাব অনন্তকালে গিয়েও শেষ হয় না।

-হেনরি এ্যাডাম্স

মাধ্যমিক শাখার শিক্ষক/শিক্ষিকগণের নামের তালিকা (বালিকা শাখা, বাংলা মাধ্যম)

ক্র. নং	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	মিসেস সেলিনা বানু	বি.এস.এস (সম্মান), এম.এস.এস (সমাজ বিজ্ঞান), বি.এড	উপাধ্যক্ষ
০২	মরিয়ম খাতুন	বি.এ. কামিল (হাদিস), এম.এম	সিনিয়র শিক্ষিকা
০৩	স্মৃতি ভট্টাচার্য্য	বি.কম (সম্মান), এম.কম (হিসাব বিজ্ঞান), বি.এড	সিনিয়র শিক্ষিকা
০৪	চিত্র রঞ্জন সরকার	বি.এসসি (গণিত), বি.এড	সিনিয়র শিক্ষক
০৫	মোঃ কামাল হোসেন	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (পদার্থ বিজ্ঞান), বি.এড	সিনিয়র শিক্ষক
০৬	আশফাকুল ইসলাম	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
০৭	মোনালিসা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৮	মিসেস মাহফুজা বেগম	এডুকেশন (সম্মান), এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৯	মোঃ নাসির উদ্দিন	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
১০	মিসেস কাজী উম্মে সালমা হক	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১১	মোঃ সোহ্‌রাওয়ার্দী	বি.এসসি, এম.এসসি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
১২	মিসেস সেলিনা আক্তার	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
১৩	মিসেস কাজী রুখসানা হাফিজ	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞান) বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৪	ইকবাল আহমেদ	বি.এফ.এ (ড্রইং এন্ড পেইন্টিং), এম.এফ.এ (ড্রইং এন্ড পেইন্টিং)	সহকারী শিক্ষক
১৫	ফজলুল বারী খান	বি.এ (সম্মান), এম.এ (এরাবিক), কামিল (হাদিস), ডবল এম.এ, (ই. শিক্ষা)	সহকারী শিক্ষক
১৬	ফিরোজা বেগম	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা), এম.ফিল	সহকারী শিক্ষিকা
১৭	মোঃ মিরাজুল ইসলাম	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
১৮	মোঃ শরিফুল ইসলাম	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজ), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
১৯	মোঃ শামীম আলী	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
২০	আম্বিয়া সুলতানা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
২১	শারমীন আক্তার	বি.এসএস (সমাজকল্যাণ), এম.এসএস (সমাজকল্যাণ) বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২২	আতিকুর রহমান	বি.এসসি, এম.এসসি (ফলিত গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
২৩	জুবাইদা ফেরদৌসী	বি.এসসি (সম্মান), এস.এসসি (উদ্ভিদ বিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৪	জয়নেবুন নেসা	গার্হস্থ্য বিজ্ঞান বি.এসসি (সম্মান), এম.এস (গার্হস্থ্য বিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
২৫	নাছিমা আক্তার	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গার্হস্থ্য বিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৬	সাইফুল ইসলাম	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (পদার্থ বিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
২৭	তুষার সরকার	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
২৮	গৌতম সাহা চৌধুরী	বি.এফ.এ, এম.এফ.এ (চারুকলা)	সহকারী শিক্ষক
২৯	মোঃ আব্দুল কাইয়ুম	বি.এ (সম্মান), এম.এ. (কামিল)	সহকারী শিক্ষক
৩০	ফজলে আহমেদ	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
৩১	মোঃ আমিনুল ইসলাম	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা), বি.এড	সহকারী শিক্ষক

মাধ্যমিক শাখার শিক্ষক/শিক্ষিকগণের নামের তালিকা (বালিকা শাখা, বাংলা মাধ্যম)

ক্র. নং	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
৩২	মোঃ সোহেল আর খান	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
৩৩	মোঃ শামিনুর রহমান	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (রসায়ন), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
		এম.ফিল (অধ্যয়নরত)	
৩৪	নাজিয়া তানজীম	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (সমাজবিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৫	জান্নাতুল মাকামা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষিকা
৩৬	নাজমুন নাহার	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষিকা
৩৭	রওশন আরা পলি	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (অর্থনীতি)	সহকারী শিক্ষিকা
৩৮	শিল্পী ভট্টাচার্য	এম.এ (বাংলা), এম.বি.এ (এ্যাকাউন্টিং), কাব্যতীর্থ, বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
		এল.এল.বি, ডিপোমা-ইন-পারসোনেল ম্যানেজমেন্ট	
৩৯	মোঃ সোহেল আহম্মেদ	বি.এসসি ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং এবং	সহকারী শিক্ষক
		ডিপোমা-ইন-কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং	
৪০	সাইফুলাহ্	বি.এ (সম্মান), এম.এ (আরবি ভাষা ও সাহিত্য)	সহকারী শিক্ষক
		এম.এ (ইংরেজি)	
৪১	সুমি খাতুন	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (সমাজকল্যাণ)	সহকারী শিক্ষিকা
৪২	সানজিদা বিশ্বাস	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষিকা
৪৩	আফরোজা ফেরদৌস	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত, অধ্যয়নরত)	সহকারী শিক্ষিকা
৪৪	নিসাত তাসনিম	বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (ECE), মাস্টার্স ইন	সহকারী শিক্ষিকা
		টেলিকমিউনিকেশন	
৪৫	আফরোজা ইয়াসমীন	এম.এসসি (হোম-ইকোনমিক্স)	সহকারী শিক্ষিকা
৪৬	ইউনুস মিয়া	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (রসায়ন)	সহকারী শিক্ষক
৪৭	মোছা. সইনূর	বি.এ (সম্মান), বিপিএড	সহকারী শিক্ষিকা

বালিকা শাখার শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের নামের তালিকা (প্রিপারেটরি শাখা, বাংলা মাধ্যম)

ক্র. নং	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	রাবেয়া হাবীব	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইসলামিক স্টাডিজ), বি.এড	উপাধ্যক্ষ
০২	রওশন আরা বেগম	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (উদ্ভিদবিদ্যা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৩	আজিজা আক্তার	বি.এ, বি.এড (ট্রেনিং ইন চাইল্ড হুড এডুকেশন)	সহকারী শিক্ষিকা
০৪	সিরাজুন নেসা	এম.এ (ইসলাম শিক্ষা), বি.এড, এম.এড (ট্রেনিং ইন	সহকারী শিক্ষিকা
		চাইল্ড হুড এডুকেশন)	
০৫	জুবাইদা নাজনীন	বি.এ, বি.এড (ট্রেনিং ইন চাইল্ড হুড এডুকেশন)	সহকারী শিক্ষিকা
০৬	ফরিদা ইয়াসমিন	এম.এ (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
		(ট্রেনিং ইন চাইল্ড হুড এডুকেশন)	
০৭	নাসিমা আক্তার	বি.এফ.এ (অংকন)	সহকারী শিক্ষিকা
০৮	বিউটি রায়	বি.এ, বি.এড (ট্রেনিং ইন চাইল্ড হুড এডুকেশন)	সহকারী শিক্ষিকা

বালিকা শাখার শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের নামের তালিকা (প্রিপারেটরি শাখা, বাংলা মাধ্যম)

০৯	জোসিনা মনসুর	বি.এসসি, বি.এড (ট্রেনিং ইন চাইল্ড হুড এডুকেশন)	সহকারী শিক্ষিকা
১০	তাসনিমা বেগম এলি	বি.এসএস (ডিপোমা কোর্স)	সংগীত শিক্ষিকা
১১	সারমিনা আখতার বানু	এম.এসএস (অর্থনীতি), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১২	রাবেকা সারওয়ার	এম.এ (গ্রন্থাগার ও তথ্যবিজ্ঞান এবং ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৩	শাহনাজ করিম	বি.এসসি, এম.এসসি (উদ্ভিদবিদ্যা), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৪	রেহানা সুলতানা	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৫	আইরীন ফাতেমা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৬	ফারাহ দ্বিবা পলি	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৭	সাইফুন্নেছা ফারমিন	বি.এসএস, এম.এসএস (সমাজবিজ্ঞান), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৮	শাহনাজ পারভীন	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৯	সামসাদ জামাল	বি.এসসি, এম.এসসি (উদ্ভিদবিদ্যা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২০	সাবিনা ইয়াসমিন	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (অর্থনীতি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২১	নাজ সুলতানা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)	সহকারী শিক্ষিকা
২২	সৈ. সাদিকা সাদেকীন সুলতানা	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (ভূগোল), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৩	কানিজা সুলতানা	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৪	মলিকা আফরোজ	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (অর্থনীতি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৫	নাসরিন আহমেদ	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৬	কামরুন নাহার বাণী	বি.এ, বি.পি.এড	শরীর চর্চা শিক্ষিকা
২৭	অনামিকা ভৌমিক	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৮	ফারজানা আফরোজ	বি.বি.এ, এম.বি.এ (ফিন্যান্স)	সহকারী শিক্ষিকা
২৯	আরিফা সুলতানা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩০	তাহমিনা আফরোজ	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩১	মহফিল আরা পারভিন	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩২	মাসুদা বেগম	এম.কম (ব্যবস্থাপনা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৩	কিশোয়ার জাহান	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইতিহাস), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৪	রোকসানা বেগম	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (উদ্ভিদবিদ্যা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৫	রোকসানা পারভীন	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গার্হস্থ্য অর্থনীতি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৬	নাজরীন ইসলাম	বি.এসএস, এম.এসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৭	নাজমু ফারজানা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), সি.ইন.এড, বি.এড এম.এড (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
৩৮	নাইমা খানম	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৯	হামিদা আকতার	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪০	ফাহমিদা রহমান	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (ভূগোল), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪১	রুম্মাত হাসান	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), সি.ইন.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪২	উম্মে তাসরীন	বি.এ (সম্মান), এম.এস (ভূতত্ত্ব)	সহকারী শিক্ষিকা

৪৩	খান মজলেস মোহকেমা আক্তার	বি.এ (পাস), এম.এসএস (সমাজবিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
৪৪	সুলতানা আমিন	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (অর্থনীতি)	সহকারী শিক্ষিকা
৪৫	জেসমিন আক্তার	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত)	সহকারী শিক্ষিকা
৪৬	ইয়াসমিন জলিল	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা

শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের নামের তালিকা (ইংরেজি ভার্সন, বালিকা শাখা)

ক্র. নং	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	দিলরুবা বেগম	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	ভাইস প্রিন্সিপাল
০২	মোঃ সাজ্জাদুর রহমান	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা)	প্রভাষক
০৩	কানিজ ফাতেমা	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (পদার্থবিদ্যা)	প্রভাষক
০৪	তানিয়া হক	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত)	প্রভাষক
০৫	ফাহমিদা আক্তার	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	প্রভাষক
০৬	শামিমা আক্তার	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (উদ্ভিদবিদ্যা)	প্রভাষক
০৭	আফরোজা আইরিন	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
০৮	তাহেরা জাফরী	'এ' লেভেল	সহকারী শিক্ষিকা
০৯	কাজী শামসুন নাহার	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১০	আয়েশা সুলতানা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১১	শামীম আরা	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (রসায়ন), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১২	আফরোজা খানম	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৩	আতিকুন নাহার	এম.এসএস (সমাজবিজ্ঞান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
১৪	তানিয়া ফারজানা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৫	নাসরিন ইসলাম	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৬	শাহজাদী মারজানুন নাহার	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৭	রীপা সাহা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৮	সাবরিন সিদ্দীকা	বি.কম (সম্মান), এম.কম (ম্যানেজমেন্ট)	সহকারী শিক্ষিকা
১৯	নিগার সুলতানা	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (সমাজবিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
২০	মোঃ এমদাদুল হক	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
২১	পাপিয়া সুলতানা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২২	আফরোজা দাউদ	বি.কম (সম্মান), এম.বি.এ (এ্যাকাউন্টিং), এম.কম	সহকারী শিক্ষিকা
২৩	তাসলিমা খাতুন	বি.কম, এম.এস.এস (অর্থনীতি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৪	কণিকা সান্যাল	এম.এ (বাংলা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৫	সোনিয়া চৌধুরী	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (নৃবিদ্যা) বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৬	নুরী আফসানা	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (উদ্ভিদবিদ্যা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৭	নাসিমা ফেরদৌসী	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (পদার্থবিদ্যা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা

শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের নামের তালিকা (ইংরেজি ভার্সন, বালিকা শাখা)

২৮	রাশিদা ইয়াসমিন	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (প্রাণিবিদ্যা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৯	জেবুননেসা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (দর্শন), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩০	নাসরিন সুলতানা (১)	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (অর্থনীতি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩১	নাসরিন আক্তার	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত) বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩২	কাবেরী তালুকদার	বি.এ (সম্মান), এম.এ (দর্শন), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৩	নাহিদ সুলতানা	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (আন্ .সম্পর্ক), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৪	সালমা শারমিন	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (সমাজ বিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৫	জিন্নাতুল আবেদীন	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (উদ্ভিদবিদ্যা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৬	ফাতেমা জোহরা	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (উদ্ভিদবিদ্যা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৭	ফারহানা হোসেন	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (উদ্ভিদ বিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৮	হাসিনা আখতার	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (সমাজ কল্যাণ), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৩৯	ইসমত আরা	এম.এ (ইসলামের ইতিহাস), এম.বি.এ (ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪০	বুশরা বানু	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি) বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪১	নাসরিন সুলতানা (২)	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪২	সুপর্ণা মুস্ তাফিজ	বি.এস.এস (সম্মান), এম.এসএস (আন্ .সম্পর্ক)	সহকারী শিক্ষিকা
৪৩	কৃষ্ণা রাণী পাইন	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪৪	মকবুলা মনজুর	বি.এ (সম্মান), এম.এফএ	সহকারী শিক্ষিকা
৪৫	সুবর্ণা সাহা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (সংস্কৃত), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪৬	সাইফুদ্দিন	বি.এ (সম্মান), এম.এ (আরবি), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
৪৭	জেসমিন বেগম	এম.এ (ইসলামের ইতিহাস), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪৮	শরিফুল আলম	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৪৯	ফিরোজা খাতুন	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (শিশু বর্ধন ও পারিবারিক সম্পর্ক), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৫০	মোঃ মিজানুর রহমান	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (পাবলিক এডমিনিস্ট্রেশন) বি.এড	সহকারী শিক্ষক
৫১	শাহনাজ হাবিব	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৫২	জাকিয়া খোরশেদ	বি.বি.এ (মার্কেটিং), এম.বি.এ (মার্কেটিং) বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৫৩	মারুফা খান মজলিস	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
৫৪	মোঃ আব্দুর রউফ	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত)	সহকারী শিক্ষক
৫৫	মোঃ সিরাজুল ইসলাম	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (পদার্থ বিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
৫৬	মোঃ মনিরুজ্জামান (১)	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (ফলিত গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
৫৭	মোঃ মনিরুজ্জামান (২)	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
৫৮	শাহানা মাহমুদ	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইসলামের ইতিহাস) এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষিকা
৫৯	তাজনিন ফেরদৌস	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি) বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা

শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের নামের তালিকা (ইংরেজি ভার্সন, বালিকা শাখা)

৬০	আকিলা খাতুন	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৬১	মারজিয়া খান	বি.বি.এ ও এমবি.এ (ফিনান্স)	সহকারী শিক্ষিকা
৬২	উম্মে কুলসুম	বি.এ, বি.পি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৬৩	নাজিয়া নবী	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (টেক্সটাইল), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
৬৪	মোঃ শোয়াইব	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইসলামিক স্টাডিজ), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
৬৫	মোঃ জয়নুল আবেদীন	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
৬৬	তামান্না সুলতানা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইসলামিক স্টাডিজ)	সহকারী শিক্ষিকা
৬৭	মোঃ আব্দুল আল-আজিজ	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
৬৮	ফারহানা আলম	বি.বি.এ (ফিনান্স), এম.কম (ম্যানেজম্যান্ট), এল.এল.বি	সহকারী শিক্ষিকা
৬৯	দীপংকর মণ্ডল	বি.এ (সম্মান), এম.এ (সংস্কৃত)	সহকারী শিক্ষক
৭০	রুমানা আহমেদ	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (অর্থনীতি)	সহকারী শিক্ষিকা
৭১	আজিজুর রহমান	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষক
৭২	মোঃ শরীফুল আলম সজীব	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
৭৩	কাজী আসমা পলি	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (বায়োকেমিস্ট্রি)	সহকারী শিক্ষিকা
৭৪	সাজিদ আল মাসুদ	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (ফলিত পদার্থবিদ্যা)	সহকারী শিক্ষক
৭৫	দুর্গা রাণী	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষিকা
৭৬	ঐশীকা নদী	বি.এফ.এ (সম্মান)	সহকারী শিক্ষিকা
৭৭	সাদিয়া আফরিন	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (অর্থনীতি)	সহকারী শিক্ষিকা
৭৮	নাজমুল হক	বি.এ (সম্মান), এম.এ (আরবী), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
৭৯	শারমিন নিপা	স্নাতক, এম.এ (সঙ্গীত)	সহকারী শিক্ষিকা
৮০	শারমিন সুলতানা	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত)	সহকারী শিক্ষিকা
৮১	ফাতেমা খাতুন	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত)	সহকারী শিক্ষিকা

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শাখার শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের নামের তালিকা (বালক শাখা, বাংলা মাধ্যম)

ক্র. নং	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	মুর্শেদা শাহীন ইসলাম	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা), বি.এড, এম.ফিল (গবেষক)	উপাধ্যক্ষ
০২	ড. শাহনাজ পারভীন	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (উদ্ভিদবিদ্যা), পি-এইচ.ডি	সহকারী অধ্যাপক
০৩	কে.এম মাসুদুর রহমান	বি.বি.এ (সম্মান), এম.বি.এ (হিসাব বিজ্ঞান)	প্রভাষক
০৪	অতীন্দ্র কুমার দাশ	বি.বি.এ (সম্মান), এম.বি.এ (মার্কেটিং), এম.এ (ইংরেজি)	প্রভাষক
০৫	দুলাল চন্দ্র মণ্ডল	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	প্রভাষক
০৬	সঙ্গীতা শর্মা	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (পদার্থ বিজ্ঞান), এম.ফিল	প্রভাষক
০৭	লায়লা জামান	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (পদার্থ বিজ্ঞান), এম.ফিল	প্রভাষক
০৮	শহীদ আলী	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (রসায়ন)	প্রভাষক
০৯	শহিদুল ইসলাম	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত)	প্রভাষক
১০	রেহেনা হোসনে আক্তার	এম.এ (বাংলা), এম.ফিল (বাংলা)	প্রভাষক

১১	রবিউল ইসলাম	বি.বি.এস (সম্মান), এম.বি.এ (ম্যানেজম্যান্ট সেক্রেটারিয়াল সাইন্স ডিপোমা)	প্রভাষক
১২	শুভ্রম শাহ্ বণিক	বি.এসসি (সম্মান), কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল	প্রভাষক
১৩	সাদেকুল আলম	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
১৪	মোঃ নূর আলম সিদ্দিক	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
১৫	মুস্ ফা শাহীদুন্নবী	এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
১৬	মাসুমা খাতুন	এম.কম (ব্যবস্থাপনা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৭	শানজিদা চৌধুরী	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৮	এ.টি.এম মানসুরুল আলম	বি.এ (সম্মান), এম.এ (আরবী), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষক
১৯	আতাউর রহমান	বি.এ, বি.পি.এড, এম.পি.এড	সহকারী শিক্ষক
২০	রেজাউল শাফী	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (বিশুদ্ধ গণিত), বি.এড এম.ফিল (গবেষক)	সহকারী শিক্ষক
২১	তাহমিনা রহমান	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (অর্থনীতি)	সহকারী শিক্ষিকা
২২	আমতুম জামিল	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (কৃষি বিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
২৩	তাসমিয়া আহমেদ	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষিকা
২৪	রোজিনা খাতুন	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি, বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৫	শেখ মোর্তুজা আল কামাল	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষক
২৬	রেজাউর রহমান	বি.এফ.এ (সম্মান)	সহকারী শিক্ষক
২৭	আবু সালেহ	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইসলামিক স্টাডিজ)	সহকারী শিক্ষক
২৮	রাসেল আহমেদ	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (রসায়ন), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
২৯	মাঈনউদ্দিন	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
৩০	মাদল দেব বর্মন	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (নৃ-বিজ্ঞান), কাব্যতীর্থ	সহকারী শিক্ষক
৩১	মুঃ মুস্ াফা হোসেন	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), এম.এ (ELT), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
৩২	মালা খাতুন	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (ইনফরমেশন সায়েন্স এন্ড লাইব্রেরী ম্যানেজম্যান্ট)	সহকারী লাইব্রেঃ

একজন শিক্ষকের উপরই বিদ্যালয়ের সমস্ ছাত্র-ছাত্রীর ভবিষ্যত।
এত বড় দায়িত্বকে তাঁর কোনোমতেই অবহেলা করা উচিত নয়।
-এইচ.জি.ওয়েল্স

শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের নামের তালিকা (প্রিপারেটরি শাখা, বাংলা মাধ্যম, বালক শাখা)

ক্র. নং	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	রওশন আরা বেগম	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা ভাষা ও সাহিত্য), বি.এড	উপাধ্যক্ষ
		এম.এড	
০২	লায়লা কবির	বি.এফ.এ (অঙ্কন)	সহকারী শিক্ষিকা
০৩	জেবুন্নেসা	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (শিশু, পরিবার ও পারিবারিক	সহকারী শিক্ষিকা
		সম্পর্ক বিজ্ঞান), আই.সি.ই, বি.এড	
০৪	সাজেদা বেগম	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (অর্থনীতি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৫	জেরিনা শিরিন	বি.এ, বি.এড, আই.সি.ই	সহকারী শিক্ষিকা
০৬	সৌমেন কান্তি পাল	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
০৭	ফারজানা আক্তার	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইতিহাস), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৮	আনজুমা খাতুন	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (অর্থনীতি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৯	নাসরিন জাহান	এম.এসএস (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১০	সুরাইয়া আক্তার	এম.এসসি (মৃত্তিকা বিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১১	রোখসানা মোমেন	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১২	শান্ত কুমার মৈত্র	বি.এসস (সম্মান), এম.এসএস (অর্থনীতি), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
১৩	বুষরা মোকাররম	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (সমাজ বিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৪	মোঃ মনসুর আলী	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)	সহকারী শিক্ষক
		বি.এ (ইংরেজি)	
১৫	মাহমুদা আক্তার	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইসলামের ইতিহাস), সি.ইন.এড, বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৬	আলী আশরাফ সিদ্দিক জাকির	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
১৭	প্রতাপ কুমার মণ্ডল	শুদ্ধ সংগীতবিদ্যা	সহকারী শিক্ষক
১৮	দিলনিশী সামসুনাহার	বি.এসসি (সম্মান) প্রাণিবিদ্যা, এম.এসসি (মৎস্য), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৯	নাজনীন রেজা	বি.এ, বি.এড, আই.সি.ই	সহকারী শিক্ষিকা
২০	রাসেল মিঞা	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (প্রাণিবিদ্যা)	সহকারী শিক্ষক
২১	চৌধুরী রুবাইদা আজাদ	এম.বি.এ (ফিনান্স)	সহকারী শিক্ষিকা
২২	জোবাইদা রোকসান আরা	বি.এসসি (এগ্রি), এম.এসসি (কীটতত্ত্ব), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৩	রাকিব উদ্দিন	এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
২৪	নিশাত ফারজানা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৫	সজিব বিশ্বাস	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (পদার্থ বিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষক

বিদ্যালয়ের শিক্ষক হচ্ছেন একজন মিস্ত্রী,
যিনি গড়েন মানবাত্মা।
-আলামা ইকবাল

শিক্ষক/শিক্ষিকাদের নামের তালিকা (ইংরেজি ভার্সন, বালক শাখা)

ক্র. নং	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	আলেয়া ফেরদৌসী	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), ই.এল.টি	উপাধ্যক্ষ
০২	মোঃ লিবাস উদ্দিন (হীরা)	বি.কম (সম্মান), এম.কম (হিসাব বিজ্ঞান)	প্রভাষক
০৩	সঞ্জয় কুমার বিশ্বাস	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	প্রভাষক
০৪	জোহরা আক্তার	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৫	ফউজিয়া খানম	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (প্রাণিবিদ্যা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৬	মোঃ মাসুদুল আলম	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষক
০৭	মোঃ আইয়ুব আলী	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
০৮	সোহেলী পারভীন	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৯	মেহজাবীন ইরাম	'ও' লেভেল এবং 'এ' লেভেল	সহকারী শিক্ষিকা
১০	মাহফুজা লায়লা খান	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (উদ্ভিদবিদ্যা)	সহকারী শিক্ষিকা
১১	সোহরাব ফরহাদ (মিথুন)	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
১২	স্বরমিলি পাল	বি.এ (সম্মান), এম.এ (দর্শন), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৩	ফারজানা কানিজ শিলা	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (সমাজকল্যাণ), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৪	সানজীদা পারভীন	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৫	শ্যামলী রায়	এম.এ (বাংলা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৬	ইয়াসিনা মোকাদ্দেস	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (প্রাণিবিদ্যা)	সহকারী শিক্ষিকা
১৭	নার্গিস সুলতানা	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (পদার্থ বিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৮	মোঃ মকিম উদ্দিন	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি), বি.এড	সহকারী শিক্ষক
১৯	সালমা ফেরদৌসী	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (মনোবিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
২০	মোঃ মজির উদ্দিন	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত)	সহকারী শিক্ষক
২১	ইসরাত জাহান জুঁই	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (অর্থনীতি)	সহকারী শিক্ষিকা
২২	রুবাইয়া ফেরদৌস	বি.বি.এ, এম.বি.এ (ফিন্যান্স)	সহকারী শিক্ষিকা
২৩	আহসান হাবীব	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (রসায়ন)	সহকারী শিক্ষক
২৪	মোঃ মফিজ উদ্দিন (আজাদ)	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি)	সহকারী শিক্ষক
২৫	মোঃ ইকরামুর রহমান	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত)	সহকারী শিক্ষক
২৬	নাহিদা ইয়াসমিন	বি.এসসি ইঞ্জিনিয়ারিং (ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড টেলিকমিউনিকেশন)	সহকারী শিক্ষিকা
২৭	মোঃ আশিকুর রহমান	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (এগ্রিকালচারাল বোটানি)	সহকারী শিক্ষক
২৮	মোঃ জহিরুল ইসলাম হাসান	বি.বি.এ, এম.বি.এ (মার্কেটিং)	সহকারী শিক্ষক
২৯	রুমানা জান্নাতুল জাকির	বি.এফ.এ, এম.এফ.এ (চারুকলা)	সহকারী শিক্ষিকা
৩০	মোঃ শাহিন বিশ্বাস	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষক
৩১	নিরঞ্জন রায়	বি.এ (সম্মান), এম.এ (সংস্কৃত)	সহকারী শিক্ষক
৩২	রেজওয়ানা হক	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (গণিত)	সহকারী শিক্ষিকা
৩৩	মোঃ আবু সালেহ	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইসলামিক স্টাডিজ)	সহকারী শিক্ষক
৩৪	জি.এম ইয়াসির মূর্তযা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইংরেজি)	সহকারী শিক্ষক
৩৫	আয়েশা সিদ্দিকা	বি.বি.এ, এম.বি.এ (ফিন্যান্স)	সহকারী শিক্ষিকা
৩৬	রাহাদ হোসেন	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা)	সহকারী শিক্ষক

শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের নামের তালিকা (প্রি-প্রিপারেটরি, বাংলা মাধ্যম)

ক্র. নং	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	বিলকিস বানু	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (সমাজবিজ্ঞান)	ভাইস প্রিন্সিপাল
		বি.এড, এম.এড	
০২	হালিমা আলম	এইচ.এস.সি, আই.সি.ই ট্রেনিং, টি.ডি.আই ট্রেনিং	সহকারী শিক্ষিকা
		কম্পিউটার ট্রেনিং	
০৩	হাসিনা মাহমুদ	বি.এ, বি.এড, আই.সি.ই ট্রেনিং, টি.ডি.আই	সহকারী শিক্ষিকা
		ট্রেনিং, কম্পিউটার ট্রেনিং	
০৪	নাসিমা খানম	এম.এসসি (প্রাণিবিদ্যা), বি.এড, এম.এড, আই.সি.ই ট্রেনিং	সহকারী শিক্ষিকা
		টি.ডি.আই ট্রেনিং	
০৫	শায়েলা পারভীন	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
		বি.এড, টি.ডি.আই	
০৬	শামীমা করিম	বি.এসএস (সম্মান),এম.এসএস (রাষ্ট্র বিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
		বি.এড, পি.টি.আই	
০৭	রাবেয়া খাতুন	বি.এসসি (অনার্স), এম.এসসি (ক্লোদিং এন্ড টেক্সটাইল)	সহকারী শিক্ষিকা
		বি.এড	
		এম.এড, টি.ডি.আই ট্রেনিং, নায়েম ট্রেনিং, বি.আর.এ ট্রেনিং	
০৮	ফাহিমা সরকার	এম.এসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), বি.এড, টি.ডি.আই ট্রেনিং	সহকারী শিক্ষিকা
০৯	রীতা রানী বৈদ্য	এম.এসএস (সমাজবিজ্ঞান), বি.এড, এন.টি.আর.সি.এ	সহকারী শিক্ষিকা
১০	শাহনাজ জামান	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (উদ্ভিদবিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
		এম.এড, ডিপোমা ইন চাইল্ড হুড এডুকেশন	
১১	ইরফাত জাহান	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (মনোবিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
		টি.ডি.আই ট্রেনিং	
১২	তাহমিনা আক্তার	বি.কম (সম্মান), এম.কম (ব্যবস্থাপনা), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
		টি.ডি.আই ট্রেনিং	
১৩	ফিরোজা আক্তার	এম.এসএস (সমাজকল্যাণ), বি.এড, আই.সি.ই ট্রেনিং	সহকারী শিক্ষিকা
		টি.ডি.আই ট্রেনিং	
১৪	তাপসী রাবেয়া	এম.এসসি (প্রাণিবিদ্যা), বি.এড, টি.ডি.আই ট্রেনিং	সহকারী শিক্ষিকা
১৫	উম্মে ফাতেমা	বি.এড (সম্মান), এম.এড (শিক্ষা), টি.ডি.আই ট্রেনিং	সহকারী শিক্ষিকা
১৬	কামরুন্নাহার	এম.বিএস (সম্মান, ব্যবস্থাপনা), বি.এড, টি.ডি.আই ট্রেনিং	সহকারী শিক্ষিকা
১৭	ইফফাত শাহীন	এম.এ (সামাজিক বিজ্ঞান), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
		টি.ডি.আই ট্রেনিং, বি.আর.এ ট্রেনিং	
১৮	রওনক জাহান	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইতিহাস), এন.টি.আর.সি.এ,	সহকারী শিক্ষিকা
		বি.এড, এম.এড, টি.ডি.আই ট্রেনিং	
১৯	জাকিয়া করিম	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (উদ্ভিদবিদ্যা)	সহকারী শিক্ষিকা
২০	আয়েশা শারমীন	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (মনোবিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
		টি.ডি.আই ট্রেনিং	

শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের নামের তালিকা (প্রি-প্রিপারেটরি, বাংলা মাধ্যম)

২১	সাজিয়া আফরিন	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
		আই.সি.ই, টি.ডি.আই ট্রেনিং	
২২	শাহীন সুলতানা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বাংলা), বি.এড, টি.ডি.আই ট্রেনিং	সহকারী শিক্ষিকা
২৩	নসিবা জাহেদী	এম.কম (হিসাব বিজ্ঞান), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৪	রাফেজা খাতুন	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (অর্থনীতি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
২৫	ফরিদা পারভীন	বি.এ (সম্মান), এম.এ (ইতিহাস), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
		কম্পিউটার ট্রেনিং, টি.ডি.আই ট্রেনিং	
২৬	ইসমত আরা	এম.এস.এস (রাষ্ট্রবিজ্ঞান), বি.এড, টি.ডি.আই ট্রেনিং	সহকারী শিক্ষিকা
		ডিপোমা ইন চাইল্ড হুড এন্ড চাইল্ড এডুকেশন	
২৭	নাসরিন আক্তার	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (অর্থনীতি)	সহকারী শিক্ষিকা
২৮	আখি রানী সিংহ	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (প্রাণিবিদ্যা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা

শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের নামের তালিকা (প্রি-প্রিপারেটরি শাখা, ইংরেজি মাধ্যম)

ক্র. নং	নাম	শিক্ষাগত যোগ্যতা	পদবী
০১	বিলকিস বানু	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (সমাজবিজ্ঞান)	ভাইস প্রিন্সিপাল
		বি.এড, এম.এড	
০২	নাহিদ আক্তার	এম.এস.এস (রাষ্ট্র বিজ্ঞান), বি.এড, এম.এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৩	আবিদা সুলতানা	এম.এস.এস (অর্থনীতি), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৪	রোমানা আক্তার	বি.বি.এ, এম.বি.এ (মার্কেটিং), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৫	আফরোজা পারভীন	বি.এ, এম.এ (বাংলা), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৬	স্বর্ণা তাহমিনা রহমান	বি.এসসি (সম্মান) কম্পিউটার সায়েন্স, এম.বি.এ	সহকারী শিক্ষিকা
		হিউম্যান রিসোর্স ম্যানেজম্যান্ট, বি.এড	
০৭	মাহবুবা আক্তার	বি.কম (সম্মান), এম.কম (ম্যানেজম্যান্ট), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
০৮	সিরাজুম মনিরা	বি.এসসি (সম্মান) এগ্রিকালচার বিজনেস ম্যানেজম্যান্ট	সহকারী শিক্ষিকা
০৯	ফাতেমা তুজ জোহরা	বি.এসসি (সম্মান), এম.এসসি (ফিশিং), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১০	ফারহানা খানম	বি.এ (সম্মান) ইংরেজি, এম.বি.এ (মার্কেটিং), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১১	নাসরিন মলিক	এম.এস.এস (সমাজ কর্ম), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১২	সামসুন নাহার নিপা	বি.এসসি, এম.এসসি (ফার্মেসী), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৩	ফারজানা আহমেদ	বি.কম (সম্মান), এম.কম (ম্যানেজম্যান্ট), বি.এড	সহকারী শিক্ষিকা
১৪	শাহিদা আক্তার	বি.এসএস (সম্মান) সমাজ কর্ম	সহকারী শিক্ষিকা
১৫	মুক্তি সরকার	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (সমাজবিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
১৬	উপমা রাউত	বি.বি.এ, এম.বি.এ (ফিন্যান্স)	সহকারী শিক্ষিকা
১৭	রীনা রায়	বি.এ (সম্মান) সঙ্গীত, এম.এ	সহকারী শিক্ষিকা
১৮	ফারিয়া হক লিন্ডা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি)	সহকারী শিক্ষিকা
১৯	ইশরাত জাহান	বি.এসসি (সম্মান) বায়েলজি, এম.এসসি (ফিশারিজ)	সহকারী শিক্ষিকা

শিক্ষক/শিক্ষিকাগণের নামের তালিকা (প্রি-প্রিপারেটরি, বাংলা মাধ্যম)

২০	আমিনা বারি	'ও' লেভেল, 'এ' লেভেল, বি.বি.এ (মার্কেটিং)	সহকারী শিক্ষিকা
২১	মমতাজ বানু	বি.এসএস (সম্মান), এম.এসএস (মনোবিজ্ঞান)	সহকারী শিক্ষিকা
২২	ইসরাত জাহান নীলাম	'ও' লেভেল, 'এ' লেভেল	সহকারী শিক্ষিকা
২৩	শতাব্দী দত্ত	বি.বি.এ, এম.বি.এ (মার্কেটিং)	সহকারী শিক্ষিকা
২৪	ইবনে সায়রা কাকলী	মাস্টারস্ ইন এডুকেশন	সহকারী শিক্ষিকা
২৫	সানিলা আলী	আই.সি.এস.ই (দিলী বোর্ড) 'এ' লেভেল	সহকারী শিক্ষিকা
২৬	নুসরাত জেরিন ইভা	বি.বি.এ (ফিন্যান্স)	সহকারী শিক্ষিকা
২৭	কানিজ ফাতেমা	বি.এ (সম্মান), এম.এ (গার্হস্থ্য অর্থনীতি)	সহকারী শিক্ষিকা

ডাক্তার ও মনোবিজ্ঞানী

ক্র. নং	নাম		পদবী
০১	ডাঃ নাসিমা আক্তার		মেডিকেল অফিসার
০২	ডাঃ নুরজাহান		মেডিকেল অফিসার
০৩	মিসেস শম্পা		মনোবিজ্ঞানী
০৪	ড. ফারাজী আব্দুলাহ আল শাফী		মেডিকেল অফিসার

অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

ক্র.নং	নাম	পদবী
০১	জনাব আবদুর রহমান	প্রশাসনিক কর্মকর্তা
০২	মিসেস সালমা খাতুন	লাইব্রেরিয়ান
০৩	জনাব শাহজাহান আলী	কম্পিউটার অপারেটর
০৪	জনাব এস. এম. আল মামুনুর রশীদ	কম্পিউটার অপারেটর
০৫	জনাব তুষার রঞ্জন সমদ্দার	হিসাবরক্ষক
০৬	মিসেস সাবিনা ইয়াসমিন	কম্পিউটার অপারেটর
০৭	জনাব শহিদ আলম মোল া	হিসাবরক্ষক
০৮	জনাব সজীব অধিকারী	সাব-অ্যাসিস্টটেন্ট ইঞ্জিঃ
০৯	জনাব মোঃ আনোয়ার হোসেন	হিসাবরক্ষক
১০	জনাব মোহাম্মদ আলমগীর হোসেন	কম্পিউটার অপারেটর-কাম অফিস সহকারী
১১	মিসেস মালা খাতুন	সহকারী লাইব্রেরিয়ান
১২	জনাব মোঃ সোহেল আহমেদ	কম্পিউটার ফ্যাসিলিটেটর
১৩	জনাব মোঃ দেলোয়ার হোসেন	কম্পিউটার ফ্যাসিলিটেটর
১৪	মিস মাহমুদা খাতুন	ডেপুটি হিসাবরক্ষক
১৫	মিসেস খোদেজা আক্তার	অফিস সহকারী
১৬	জনাব মোঃ সোবহান	ইলেকট্রিশিয়ান
১৭	জনাব মোঃ ইমরান হোসেন	ল্যাব সহকারী

অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

১৮	মিসেস মেহেরুন নাহার	অফিস সহকারী
১৯	মিসেস নাজমুন নাহার	রিসিপশনিস্ট
২০	জনাব আবদুল ওহাব	স্টোর কিপার-কাম-কেয়ারটেকার
২১	জনাব টি. এম শরীফুল ইসলাম	স্টোর কিপার-কাম-কেয়ারটেকার
২২	মিসেস রোকেয়া বেগম	ল্যাব সহকারী
২৩	জনাব মোঃ আতাউর রহমান	পাম্প অপারেটর-কাম-প াম্বার
২৪	মিসেস মাকসুদা বেগম	অফিস সহকারী
২৫	জনাব ইশতিয়াক হোসেন	ইলেকট্রিশিয়ান
২৬	জনাব মোখসুদ খান	সিনিয়র ইলেকট্রিশিয়ান
২৭	জনাব সুমন হোসেন	ফটোকপি অপারেটর
২৮	মিসেস সাবরিনা আক্তার	রিসিপশনিস্ট-কাম-অফিস সহকারী
২৯	মিসেস পাপিয়া আক্তার	ল্যাব সহকারী
৩০	জনাব মোঃ ওবায়দুর রহমান	সুপারভাইজার
৩১	জনাব তোফাজ্জল হোসেন পাটোয়ারী	লিফট্ অপারেটর
৩২	মিসেস লায়লা ইয়াসমিন	অফিস সহকারী

সাপোর্টিং স্টাফ

ক্রমিক নং	নাম	পদবী
০১	সিদ্দিকুলাহ	দারোয়ান
০২	মজিবর রহমান	দারোয়ান
০৩	আলী আহমেদ	দারোয়ান
০৪	আকতার হোসেন বাবুল	দারোয়ান
০৫	ইউসুফ আলী	দারোয়ান
০৬	গোলাম কিবরিয়া	দারোয়ান
০৭	আবদুল হালিম	দারোয়ান
০৮	মোঃ সফিকুল ইসলাম	দারোয়ান
০৯	ফরহাদ আলী	দারোয়ান
১০	মোঃ জাফর	দারোয়ান
১১	আরজু বেগম	আয়া
১২	সাবরিনা আক্তার পলি-১	আয়া
১৩	পলি আক্তার-২	আয়া
১৪	শামিমা	আয়া
১৫	রিনা আক্তার-১	আয়া
১৬	রিনা-২	আয়া
১৭	আরজু বিবি নুপুর	আয়া

সাপোর্টিং স্টাফ

১৮	পাখি	আয়া
১৯	মমতাজ বেগম-১	আয়া
২০	মমতাজ বেগম-২	আয়া
২১	মমতাজ-৩	আয়া
২২	হাজেরা বেগম	আয়া
২৩	জাহানারা বেগম	আয়া
২৪	নার্গিস বেগম	আয়া
২৫	আসমা বেগম-১	আয়া
২৬	আসমা বেগম-২	আয়া
২৭	দুলারী বেগম	আয়া
২৮	নাজমা-১	আয়া
২৯	নাজমা বেগম-২	আয়া
৩০	নুরজাহান	আয়া
৩১	নাসিমা আক্তার	আয়া
৩২	জাকিয়া বেগম	আয়া
৩৩	রহিমা বেগম-১	আয়া
৩৪	রহিমা খাতুন-২	আয়া
৩৫	মনোয়ারা বেগম	আয়া
৩৬	সুলতানা	আয়া
৩৭	মুন্নিজান	আয়া
৩৮	মনিরা বেগম	আয়া
৩৯	ফাতেমা	আয়া
৪০	সাবিনা ইয়াসমিন	আয়া
৪১	মালা বেগম	আয়া
৪২	শাহিন আক্তার	আয়া
৪৩	মিনা বেগম	আয়া
৪৪	আঞ্জুমান আক্তার	আয়া
৪৫	হামিদা বেগম	আয়া
৪৬	মাকসুদা বেগম	আয়া
৪৭	আফরোজা বেগম	আয়া
৪৮	রেহেনা	আয়া
৪৯	ফাহিমা বেগম	আয়া
৫০	ফাতেমা আক্তার লাকী	আয়া
৫১	আলেয়া বেগম	আয়া
৫২	ইয়াছমিন আক্তার ডলি	আয়া
৫৩	সীমা আক্তার ডলি	আয়া

সাপোর্টিং স্টাফ

৫৪	ছালেহা বেগম	আয়া
৫৫	পারুল বেগম	আয়া
৫৬	পেয়ারা বেগম-১	আয়া
৫৭	পেয়ারা বেগম-২	আয়া
৫৮	শামসুন্নাহার	আয়া
৫৯	পারভীন	আয়া
৬০	রুজি আনোয়ার সীমা	আয়া
৬১	শাহিনা বেগম	আয়া
৬২	মিনারা বেগম	আয়া
৬৩	সকিনা	আয়া
৬৪	হেলেনা ইসলাম	আয়া
৬৫	গণি	মালি
৬৬	আনোয়ার হোসেন	কাস্টোডিয়ান
৬৭	মাচ্ছা আব্রাহাম	কাস্টোডিয়ান
৬৮	মোস্ ফা সরদার	পিয়ন
৬৯	আবদুল কাদির চৌধুরী	পিয়ন
৭০	হান্নান আলী	পিয়ন
৭১	সাইফুল ইসলাম	পিয়ন
৭২	মোঃ জুয়েল হোসেন	পিয়ন
৭৩	নিয়ামত আলী	পিয়ন
৭৪	আলেক চান	ক্লিনার
৭৫	মিন্টু হোসেন	ক্লিনার
৭৬	আরজু দাস	ক্লিনার
৭৭	রুজি আক্তার	ক্লিনার
৭৮	তারুন দাস	ক্লিনার
৭৯	শ্রী রাজেশ	ক্লিনার

পরিশ্রম দেহকে স্বাস্থ্যবান, মনকে স্বচ্ছ, হৃদয়কে পূর্ণ রাখে এবং
আর্থিক স্বচ্ছলতা আনয়ন করে।
-সিম সিমসন

২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিজয়ী ছাত্রকে পুরস্কৃত করছেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ম. তামিম, প্রধান অতিথি অধ্যাপক জিয়াউল হাসান ও উপাধ্যক্ষ রওশন আরা।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম। জাতীয় শিক্ষাক্রম অনুসরণ করে এ প্রতিষ্ঠান বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উভয় মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের বালক ও বালিকা শাখায় প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে সুচারুরূপে পরিচালিত হয়ে আসছে। এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যই হলো প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে তার অন্তর্নিহিত সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে সৎ, দক্ষ, আদর্শবান ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে সক্ষম করে তুলতে তাই এ প্রতিষ্ঠান তত্ত্বীয় শিক্ষার পাশাপাশি নানা ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমকেও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে সুচারুভাবে সম্পাদন করে থাকে। ফলে শিক্ষার্থীরা পিএসসি, জেএসসি, এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষাতে ধারাবাহিকভাবে সম্মানজনক ফলাফল অব্যাহত রেখেছে। এ ছাড়াও স্কুলের আভ্যন্তরীণ ও প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত নানা ধরনের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কার অর্জন করে প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি করছে। নানা ধরনের সহপাঠ্যক্রমিক কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে তারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিতর্ক, চিত্রাঙ্কন, আবৃত্তিচর্চা, ক্রীড়া প্রভৃতি ক্ষেত্রে যেমন হয়ে উঠছে চৌকষ তেমনি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে তারা হয়ে উঠছে দেশাত্মবোধে উজ্জীবিত ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডল সম্পর্কে সচেতন। এ সকল অগ্রযাত্রায় তাদের পথিকৃতের কাজ করে যাচ্ছেন এ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন স্তরে কর্মরত সুদক্ষ, উচ্চ শিক্ষিত, কর্মচঞ্চল, চৌকষ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক-শিক্ষিকামন্ডলী। এ প্রতিষ্ঠানের নিরলসকর্মী, পথপ্রদর্শক, নিবেদিতপ্রাণ পরিচালনা পর্ষদের দিক নির্দেশনায় প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা সঠিক পথে তরান্বিত হচ্ছে।

ক্লাসের ফাঁকে লাইব্রেরিতে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের একাংশ।

জানুয়ারি ২০১৪ থেকে ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক নানা কর্মকান্ডের সারসংক্ষেপ নিচে তুলে ধরা হলো ঃ

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ঃ ২০১৪-২০১৫

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি), জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (জেএসসি), মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (এসএসসি) ও উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা (এইচএসসি) পরীক্ষার্থীদের বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা, একাধিক মডেল টেস্ট নেওয়া, শিক্ষার্থীদের ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি ও নিয়ম শৃঙ্খলার উন্নতি সাধনের ফলে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজের পরীক্ষার ফলাফল উত্তরোত্তর উন্নততর হচ্ছে। নিম্নে বিগত বছরের পরীক্ষার ফলাফল তুলে ধরা হলো ঃ

পরীক্ষার নাম ও বছর	বিভাগ	পরীক্ষার্থীর	প্রাপ্ত জিপিএ অনুযায়ী পাশের সংখ্যা					মোট	পাশের
		সংখ্যা	A+	A	A-	B	C	পাশ	হার %
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি)-২০১৪	-	৬৬৬	৬৩২	৩১	০৩	-	-	৬৬৬	১০০%
প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষা (পিএসসি)-২০১৫	-	৭৫১	৬৬১	৮৬	০৩	-	০১	৭৫১	১০০%
জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (জেএসসি)-২০১৪	-	৬০৩	৪০৬	১৭৭	১৬	১৬	০৪	৬০৩	১০০%
জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (জেএসসি)-২০১৫	-	৬১৬	৪২৪	১৮৭	০৩	-	০১	৬১৫	৯৯.৮৪%
মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (এসএসসি)-২০১৪	বিজ্ঞান	২৯৮	২৬৪	৩০	-	-	-	২৯৬	৯৯.৩৩%
	ব্যবসায় শিক্ষা	১১৩	৬৪	৪৩	০৬	-	-	১১৩	১০০%
মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষা (এসএসসি)-২০১৫	বিজ্ঞান	৩৪৩	২৫৬	৮৩	০৪	-	-	৩৪৩	১০০%
	ব্যবসায় শিক্ষা	৯৩	৬৪	৪৩	০৬	-	-	১১৩	১০০%
উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা (এইচএসসি)-২০১৪	বিজ্ঞান	২৮৫	৮৪	১৭০	২৪	০৫	-	২৮৩	৯৯.৩০%
	ব্যবসায় শিক্ষা	১৯০	১২	৯১	৫৮	২১	০৪	১৮৬	১০০%
	মানবিক	২০	-	০৬	০৮	০৩	০৩	২০	১০০%
উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট পরীক্ষা (এইচএসসি)-২০১৫	বিজ্ঞান	১৮৬	৩২	১২৫	২১	-	-	১৭৮	৯৫.৭০%
	ব্যবসায় শিক্ষা	১২৬	০৩	৬৪	৪৬	০৭	০২	১২২	৯৬.৮৩%
	মানবিক	১৫	-	০৫	০৫	০১	০৩	১৪	৯৬.০৩%

২০১৪ সালে পিএসসি পরীক্ষাতে ট্যালেন্টপুলে ২৯ জন ও সাধারণ গ্রেডে ০৩ জন বৃত্তি লাভ করে এবং প্রতিষ্ঠান ৭ম স্থান অধিকার করে।

- ২০১৫ সালে পিএসসি পরীক্ষাতে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি লাভ করে ৪৭ জন ও সাধারণ গ্রেডে ৭ জন।

২০১৪ সালে জেএসসি পরীক্ষাতে ট্যালেন্টপুলে ১১ জন ও সাধারণ গ্রেডে ২৩ জন বৃত্তি লাভ করে এবং প্রতিষ্ঠান বোর্ডে ২০তম স্থান অধিকার করে।

- ২০১৫ সালে জেএসসি পরীক্ষাতে ট্যালেন্টপুলে ১৮ জন ও সাধারণ গ্রেডে ৩০ জন বৃত্তি লাভ করে।

পড়াশোনার পদ্ধতিটা কষ্টকর কলেও এর ফল অত্যন্ত মধুর।

-এ্যারিস্টটল

পাবলিক পরীক্ষার ফলাফল ঃ ২০১৪-২০১৫

২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত জে.এস.সি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত বাংলা মাধ্যম বালিকা শাখার ছাত্রীবৃন্দ।

২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত জে.এস.সি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত ইংলিশ ভার্সন বালিকা শাখার ছাত্রীবৃন্দের সাথে উপাধ্যক্ষ দিলরুবা বেগম।

২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত পি.এস.সি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত বাংলা মাধ্যম বালিকা শাখার ছাত্রীবৃন্দ।

২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত পি.এস.সি পরীক্ষায় বৃত্তিপ্রাপ্ত ইংলিশ ভার্সন বালিকা শাখার ছাত্রীবৃন্দের সাথে উপাধ্যক্ষ দিলরুবা বেগম।

বার্ষিক মিলাদ মাহফিল ঃ ২০১৪-২০১৫

বার্ষিক মিলাদ মাহফিল ২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রয়াত চেয়ারম্যান জনাব আতাউদ্দিন খান।

বার্ষিক মিলাদ মাহফিল ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব এম. এ গোলাম দস্গীর ও অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন সহ অন্যান্যরা।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ কর্তৃক প্রতি বছরের শুরুতেই প্রতিষ্ঠানের সার্বিক মঙ্গল কামনা ও ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ইসলামি মূল্যবোধ বিকাশের লক্ষ্যে বার্ষিক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কিরআত্, হাম্দ, না'ত, প্রবন্ধ ও আরবি হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে বিভিন্ন বিষয়ে অংশগ্রহণকারী বিজয়ী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার হিসেবে ইসলামি, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ক মূল্যবান পুস্ক বিতরণ করা হয়।

২০১৪ সালের ২৮ জানুয়ারি বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বার্ষিক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত মিলাদ মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ট্রাস্টি বোর্ডের তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব প্রয়াত আতাউদ্দিন খান, বিশেষ অতিথি ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব ইঞ্জিনিয়ার মসিহ্-উর রহমান, সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন, মিলাদ পরিচালনা করেন হযরত মাওলানা নাজমুল হাসান, ভাইস-প্রিন্সিপাল, জামিয়া মাদানিয়া, বারিধারা।

২০১৫ সালের ১৪ জানুয়ারি তারিখে সকাল ১০ ঘটিকায় বিদ্যালয় প্রাঙ্গলে বার্ষিক মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব ইঞ্জিনিয়ার এম. এ গোলাম দস্গীর, সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ বেলায়েত হুসেন এবং প্রধান আলোচক ছিলেন মোহাম্মদপুরের ইকবাল রোডস্থ বাইতুস সালাম জামে মসজিদের খতিব বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ আলামা মুফতি হাবিবুলাহ মাহমুদ কাশেমী। তিনি মানবজীবনে ইসলামের নানা দিকের তাৎপর্য বিষয়ক জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান শেষে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

বার্ষিক একাডেমিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ঃ ২০১৪-২০১৫

বার্ষিক একাডেমিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রফেসর তাসলিমা বেগমকে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন প্রয়াত চেয়ারম্যান জনাব আতাউদ্দিন খান।

বার্ষিক একাডেমিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রফেসর তাসলিমা বেগম কৃতী শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন।

প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখার ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবছরের শুর“তেই বিগত বছরের একাডেমিক ফলাফলের স্বীকৃতিস্বরূপ পুরস্কার লাভ করে বার্ষিক একাডেমিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। পূর্ববর্তী বছরে যারা সাফল্যজনক ফলাফল লাভ করেছিল প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাদেরকে ২০১৪ সালের ২৯ জানুয়ারি তারিখে পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড, ঢাকা-এর তৎকালীন চেয়ারম্যান প্রফেসর তাসলিমা বেগম। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রয়াত চেয়ারম্যান জনাব আতাউদ্দিন খান। এ উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং ৯০% নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের এম এ মতিন বৃত্তি, ওয়ালিউর রহমান গাজী বৃত্তি ও আতাখান বৃত্তি প্রদান করা হয়।

বার্ষিক একাডেমিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি জনাব এম. এ গোলাম দস্গীর কৃতী শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন।

বার্ষিক একাডেমিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি প্রফেসর মোঃ আবু বক্কর ছিদ্দিক কৃতী শিক্ষার্থীর হাতে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন।

বিগত ১৫ মার্চ, ২০১৫ রবিবার প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক একাডেমিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সকাল ৯:০০ টায় অনুষ্ঠান শুর“ হয়। এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা-এর চেয়ারম্যান প্রফেসর মোঃ আবু বক্কর ছিদ্দিক। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সম্মানিত চেয়ারম্যান মরহুম জনাব আতাউদ্দিন খান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের একাডেমিক এ্যাফেয়ার্স-এর চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার এম.এ গোলাম দস্গীর। অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন সম্মানিত প্রধান অতিথি, প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পর্ষদের সম্মানিত চেয়ারম্যান, একাডেমিক এ্যাফেয়ার্স-এর চেয়ারম্যান, অধ্যক্ষ ও বিভিন্ন শাখার শাখা প্রধানগণ। এ উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শ্রেণিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারী ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করা হয় এবং ৯০% নম্বর প্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীদের এম এ মতিন বৃত্তি, ওয়ালিউর রহমান গাজী বৃত্তি ও আতাখান বৃত্তি প্রদান করা হয়। এ ধরনের আয়োজন শিক্ষার্থীদের মাঝে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঃ ২০১৪-২০১৫

ভাষা শহিদদের উদ্দেশ্যে ফুল দিয়ে সম্মান প্রদর্শন করছেন শিক্ষার্থী, শিক্ষক-শিক্ষিকা ও কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রধান অতিথি জনাব প্রফেসর সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ ও বিশেষ অতিথি এম. এ গোলাম দস্তগীর।

প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় ২০১৪ সালেও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এ উপলক্ষে দেয়ালিকা প্রস্তুত, দেয়ালিকায় স্বরচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয়, অলংকরণ, বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং সমবেতভাবে এক মিনিট নীরবতা শেষে অমর একুশের গান–'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গাওয়া হয়। এরপর ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ একুশে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব ও চেতনা নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণ পর্ব। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে ছিল একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, বাংলা একাডেমির সাবেক পরিচালক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব ইঞ্জিনিয়ার এম.এ গোলাম দস্তগীর। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন বাংলা বিভাগের প্রভাষক মো. সাজ্জাদুর রহমান।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি এম. এ গোলাম দস্তগীর, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন, ও শাখা প্রধানগণ।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন।

২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব ইঞ্জিনিয়ার এম.এ গোলাম দস্তগীর। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন। এ উপলক্ষে দেয়ালিকা প্রস্তুত, দেয়ালিকায় স্বরচিত কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, সম্পাদকীয়, অলংকরণ, বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মাঝে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানের শুরুতেই জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয় এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। এরপর শহিদ মিনারে ফুল দিয়ে শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয় এবং সমবেতভাবে এক মিনিট নীরবতা শেষে অমর একুশের গান–'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গাওয়া হয়। এরপর ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ একুশে ফেব্রুয়ারির গুরুত্ব ও চেতনা নিয়ে আলোচনা করেন। তারপর অনুষ্ঠিত হয় পুরস্কার বিতরণ পর্ব। অনুষ্ঠানের শেষ দিকে ছিল একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বালক শাখাতে ২০১৫ সালে অত্যন্ত ভাবগাম্ভীর্য ও যথাযথ মর্যাদায় একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয়। অনুষ্ঠান তত্ত্বাবধান করেন উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম, প্রিপারেটরি শাখার উপাধ্যক্ষ রওশন আরা বেগম ইংলিশ ভার্সনের উপাধ্যক্ষ আলেয়া ফেরদৌসী। এ উপলক্ষে ছাত্ররা দেয়াল পত্রিকা তৈরি করে যা পুরো বছরের বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়া বাংলা হাতের লেখা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিযোগিতা একুশে ফেব্রুয়ারির আগে সম্পন্ন হলেও পুরস্কার প্রদান করা হয় একুশে ফেব্রুয়ারিতে প্রধান অতিথির হাত দিয়ে। প্রধান অতিথি হিসেবে ছাত্রদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য ও একাডেমিক এ্যাফেয়ার্স-এর চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার এম.এ গোলাম দস্তগীর। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বিভিন্ন শাখার শিক্ষকমন্ডলীর সার্বিক দিকনির্দেশনায় পরিবেশিত হয় কবিতা আবৃত্তি, গান, নৃত্য ইত্যাদি।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ঃ ২০১৪-২০১৫

লেখাপড়ার একঘেঁয়েমী দূর করে জীবনকে আনন্দে ভরে তুলতে খেলাধুলা উৎকৃষ্ট নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। সুস্থ দেহে বাস করে সুস্থ মন। আর দেহকে সুস্থ সবল ও কর্মক্ষম করে গড়ে তোলার জন্য খেলাধুলার বিকল্প নেই। তাছাড়া খেলাধুলা মনকে প্রফুল-করে এবং যেকোনো কাজে অংশগ্রহণের প্রেরণা যোগায়।

লেখাপড়ার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা জাগ্রত করার লক্ষ্যে প্রতি বছরের মত এবছরও গত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০১৪ তারিখে এ প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সম্পন্ন হয়েছে। বিদ্যালয় সংলগ্ন উদয়াচল ক্লাব মাঠে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করেন প্রতিষ্ঠানের ক্রীড়া কমিটি। ক্রীড়ানুষ্ঠানটি সফল করার জন্য প্রতিষ্ঠানের সকল শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা, কর্মচারী এবং অভিভাবকগণ সহযোগিতা করেন।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মঞ্চে দাঁড়ানো (বাম থেকে) বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব এম. এ গোলাম দস্গীর, প্রয়াত চেয়ারম্যান জনাব আতাউদ্দিন খান, মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, জনাব জাহাঙ্গীর কবির নানক এম.পি, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব প্রফেসর ম. তামিম। মশাল নিয়ে মাঠ প্রদক্ষিণ করছে বালক শাখার শিক্ষার্থী।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের-কে ক্রেস্ট প্রদান করছেন প্রয়াত চেয়ারম্যান জনাব আতাউদ্দিন খান।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব ওবায়দুল কাদের, এমপি। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রয়াত চেয়ারম্যান জনাব আতাউদ্দিন খান। আরও উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সম্মানিত সদস্য এম.এ গোলাম দস্গীর ও জনাব প্রফেসর ড.ম. তামিম।

সকাল ৯:৩০ মিনিটে প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, চেয়ারম্যান, ট্রাষ্টিবৃন্দ এবং অধ্যক্ষ ও শাখা প্রধানগণ আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, ট্রাষ্টিবৃন্দসহ অধ্যক্ষ মঞ্চে আরোহণ করেন। এ সময় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, তরজমা, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সমবেতভাবে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এরপর প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি, অন্যান্য অতিথিবৃন্দকে নিয়ে কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন বোর্ড অব স্ট্রাষ্টিজ এর মাননীয় সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম.এ. গোলাম দস্গীর। তিনি প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে এ প্রতিষ্ঠানের অর্জিত সাফল্য সম্পর্কে অবহিত করেন। এরপর বিশেষ অতিথি তাঁর বক্তব্যে সকল সময় আমাদের এ প্রতিষ্ঠানের সাথে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যের শুরুতে

প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত সকলকে তাঁকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর সফলতার দিকে এগিয়ে যাওয়ার আশাবাদও ব্যক্ত করেন। এরপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করেন প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান জনাব আতাউদ্দিন খান।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপলক্ষে মাঠ আকর্ষণীয়ভাবে সাজানো হয়েছিল। ক্রীড়া অনুষ্ঠানের উদ্বোধন, বেলুন, উড়ানো, মশাল প্রজ্জ্বলন, স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থীদের কুচকাওয়াজ ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়। চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীরা ডিসপে-পরিবেশন করে। প্রধান অতিথি একাদশ শ্রেণির (বালক) ৮০০ মি. দৌড় প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করে অনুষ্ঠান স্থান ত্যাগ করেন।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিমকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম থেকে) বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব ইঞ্জিনিয়ার মসিহ্-উর রহমান, জনাব, জাহাঙ্গীর কবির নানক এম.পি, স্বাস্থ্য মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব এম. এ গোলাম দস্গীর, ওয়ার্ড কমিশনার মিজানুর রহমান ও অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন।

২৪ মার্চ, ২০১৫ তারিখে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা-২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গণপজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ নাসিম, এমপি। এছাড়া অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি। অনষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রয়াত চেয়ারম্যান জনাব আতাউদ্দিন খান। আরও উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সম্মানিত সদস্য জনাব ইঞ্জিনিয়ার মসিহ-উর-রহমান, জবান এম. এ গোলাম দস্গীর ও জনাব প্রফেসর ড.ম. তামিম।

বেলা ১০:০৫ টায় প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, চেয়ারম্যান, ট্রাস্টিবৃন্দ ও অধ্যক্ষ মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, ট্রাষ্টিবৃন্দসহ অধ্যক্ষ মঞ্চে আরোহণ করেন। এসময় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, তরজমা, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও সমবেতভাবে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর মাননীয় সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম.এ গোলাম দস্গীর। তিনি প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথিকে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন। তিনি বিদ্যালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও সাফল্যগাথা তুলে ধরেন এবং বার্ষিক ক্রীড়ায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানান।

এরপর বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি এ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক, এমপি। তিনি সবাইকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়ে শিক্ষা ও খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরেন। এ ছাড়া তিনি মোহাম্মদপুর এলাকায় শিক্ষা বিস্তারে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজের ভূমিকার কথা তুলে ধরেন এবং এ লক্ষ্য শতভাগ অর্জনে তিনি সবসময় মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজের পাশে থাকবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাননীয় মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম, এমপি, বিদ্যালয়ের গভর্নিং বডির সদস্য, শিক্ষক, সাংবাদিক, অভিভাবক সবাইকে সালাম জানান। তিনি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত করা এবং শিক্ষার গুরুত্ব তুলে ধরেন। বিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে আসতে পেরে তিনি খুব আনন্দিত ও গর্বিত বলে জানান এবং এ বিদ্যালয়ে বারবার আসার আশাবাদ প্রকাশ করেন। এরপর সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রধান অতিথিকে ক্রেস্ট ও উপহার প্রদান করেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব ইঞ্জিনিয়ার এম.এ গোলাম দস্তগীর।

অনুষ্ঠানের দিনে সব খেলা সম্পন্ন করা সম্ভব নয় বলে বেশিরভাগ খেলাই পূর্বে অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং সেসব খেলার পুরস্কার এদিন প্রদান করা হয়। মাঠে অনুষ্ঠিত খেলাগুলো হল বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ এর খেলা, বিভিন্ন শাখার ছাত্র-ছাত্রীদের ডিসপে, ১০০ মি. দৌড় দশম (বালিকা), যোগাযোগ দৌড় (বালক ও বালিকা), অফিস স্টাফ (মহিলা ও পুরুষ) মার্বেল চামচ খেলা, অভিভাবকদের ১০০ মি. দৌড়, অভিভাবিকাদের সুঁইসুতা দৌড়, পুরাতন ছাত্র ও ছাত্রীদের ১০০ মি. দৌড়, শিক্ষকদের সুঁইসুতা দৌড়, যেমন খুশি তেমন সাজ। খেলাগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে বিজয়ীদের মাঝে আকর্ষণীয় পুরস্কার বিতরণ করেন বোর্ড অব ট্রাষ্টিজ এর সদস্যবৃন্দ, অধ্যক্ষ ও শাখা প্রধানগণ। সবশেষে সমাপনী বক্তব্য প্রদান করেন অধ্যক্ষ জনাব মোঃ বেলায়েত হুসেন।

ছোটখাট ত্রুটি ছাড়া পুরো অনুষ্ঠানটি ছিল অত্যন্ত গোছানো। মাঠের শৃঙ্খলায় নিয়োজিত শিক্ষক শিক্ষিকামন্ডলী ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ সকলেই আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন। প্রধান অতিথি এবং বিশেষ অতিথি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে যে বক্তব্য রেখেছেন তা অবশ্যই তাদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাবে।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বর্ণিল রঙে সজ্জিত ছাত্রীরা ডিসপে-প্রদর্শন করছে।

রিলে রেস প্রতিযোগিতার এক পর্যায়ে বালক শাখার ছাত্ররা।

'যেমন খুশি তেমন সাজো'তে অংশগ্রহণকারী ছাত্ররা।

বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বর্ণিল রঙে সজ্জিত ছাত্রীরা ডিসপে-প্রদর্শন করছে।

এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা ঃ ২০১৪-২০১৫

মঞ্চে উপবিষ্ট প্রয়াত চেয়ারম্যান জনাব আতাউদ্দিন খান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব এম. এ গোলাম দস্তগীর, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন, শাখা প্রধানগণ ও শ্রেণিশিক্ষকবৃন্দ।

প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় এসএসসি পরীক্ষার্থী-২০১৪ এর বিদায় সংবর্ধনা বালিকা শাখাতে অনুষ্ঠিত হয় ৩০ জানুয়ারি, ২০১৪। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর প্রয়াত চেয়ারম্যান জনাব আতাউদ্দিন খান। বিশেষ অতিথির পদ অলংকৃত করেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব এম.এ গোলাম দস্তগীর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ বেলায়েত হুসেন। এ ছাড়াও মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন এসএসসি পরীক্ষার্থীদের শ্রেণি শিক্ষকগণ।

২০১৪ সালে অনুষ্ঠিত এ,এস,সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করছে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী।

এ,এস,সি পরীক্ষার্থীদের বিদায় অনুষ্ঠান-২০১৫-তে প্রয়াত চেয়ারম্যান জনাব আতাউদ্দিন খানকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে

২০১৫ সালের ২৪ জানুয়ারি তারিখে বালিকা শাখাতে এসএসসি পরীক্ষা-২০১৫ এর বিদায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব এম.এ গোলাম দস্তগীর, সভাপতিত্ব করেন প্রয়াত চেয়ারম্যান জনাব আতাউদ্দিন খান। এ ছাড়াও মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন এসএসসি পরীক্ষার্থীদের শ্রেণি শিক্ষকগণ। তারা সবাই শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় ভালো করার কৌশলগুলো নিয়ে অলোচনা করেন।

২৪ জানুয়ারি ২০১৫ তারিখে বাংলা মাধ্যম ও ইংলিশ ভার্সন বালক শাখায় অধ্যয়নরত এসএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা প্রতিষ্ঠান ভবনের ৭ম তলায় অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান পবিত্র কোরআন

তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বেলা ১১:০০ ঘটিকায় এবং শেষ হয় বিকেল ৪:০০ ঘটিকায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য ও চেয়ারম্যান একাডেমিক এ্যাফেয়ার্স জনাব ইঞ্জিনিয়ার গোলাম দস্তগীর। সভাপতিত্ব করেন বালক শাখার উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বালক শাখা ইংলিশ ভার্সন-এর উপাধ্যক্ষ আলেয়া ফেরদৌসী। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন শিক্ষক-শিক্ষিকামন্ডলী। অতিথিবৃন্দের বক্তব্যের শেষে বিদায়ী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে মানপত্র পাঠ করা হয়। শ্রেণিশিক্ষক মোঃ মজির উদ্দিন, সানজিদা চৌধুরী, মোঃ নূর আলম সিদ্দিক বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ ও নবম-দশম শ্রেণির ছাত্ররাও উপস্থিত ছিল। সবশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

মঞ্চে উপবিষ্ট (বাম থেকে) জনাব মোয়াজ্জেম হোসেন, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব এম. এ গোলাম দস্তগীর, ইংলিশ ভার্সন বালিকা শাখার উপাধ্যক্ষ মিসেস জিনাতুন নেসা, জনাব ড. আহসান হাবিব, জনাব মোঃ সাজ্জাদুর

গত ২৪ মার্চ, ২০১৫ তারিখে প্রতিষ্ঠানের বালক শাখায় অধ্যয়নরত এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা প্রতিষ্ঠান ভবনের ৭ম তলায় অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় বেলা ১১:০০ ঘটিকায় এবং শেষ হয় বিকেল ৪:০০ ঘটিকায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য ও চেয়ারম্যান একাডেমিক এ্যাফেয়ার্স জনাব ইঞ্জিনিয়ার গোলাম দস্তগীর। সভাপতিত্ব করেন বালক শাখার উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের সম্মানিত অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেনসহ অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকামন্ডলী। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় ছাত্রদেরকে ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এ ব্যাপারে তিনি ছাত্রদের বেশি বেশি বই পড়ার উপর গুরুত্ব দেন। শ্রেণিশিক্ষকদের পক্ষ থেকে জনাব শহীদ আলী ও অতীন্দ্র কুমার দাস ছাত্রদের উদ্দেশ্যে পরীক্ষার হলে যাওয়ার পূর্বেই যা যা করণীয় তা স্মরণ করিয়ে দেন। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, অভিভাবকবৃন্দ ও একাদশ শ্রেণির ছাত্ররাও উপস্থিত ছিল। সবশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

২৪ মার্চ, ২০১৫ তারিখে বালিকা শাখার অধ্যয়নরত এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের বিদায় সংবর্ধনা প্রতিষ্ঠানের ওয়ালিউর রহমান গাজী হলে অনুষ্ঠিত হয়। অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশে আয়োজিত এ অনুষ্ঠান পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় সকাল ১০:০০ ঘটিকায় এবং শেষ হয় বিকেল ২:০০ ঘটিকায়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য ও চেয়ারম্যান একাডেমিক এ্যাফেয়ার্স জনাব ইঞ্জিনিয়ার গোলাম দস্তগীর। সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকামন্ডলী। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তৃতায় ছাত্রদেরকে ভবিষ্যতের সুনাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। শ্রেণি শিক্ষকদের পক্ষ থেকে ড. আনোয়ারুল ইসলাম ও মোঃ সাজ্জাদুর রহমান বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ, একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীরা উপস্থিত ছিল। সবশেষে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটির পরিসমাপ্তি ঘটে।

যথাযোগ্য মর্যাদায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম বার্ষিকী ও জাতীয় শিশুদিবস উদ্‌যাপন

জাতীয় শিশুদিবস উদ্‌যাপন-২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করছেন অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য মসিহ্-উর রহমান ও বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য আবু মোহাম্মদ ইউসুফ।

জাতীয় শিশুদিবস উদ্‌যাপন-২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করছেন অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য মসিহ্-উর রহমান ও বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য আবু মোহাম্মদ ইউসুফ।

হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের পুরোধা ব্যক্তিত্ব। তিনি জাতির জনক। তাঁর জন্ম ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে। তাঁর পিতার নাম শেখ লুৎফর রহমান ও মাতার নাম সায়েরা খাতুন। বাঙালি জাতির জনকের এই জন্ম দিনটিকে বাংলাদেশের জাতীয় শিশুদিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে।

এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অত্র প্রতিষ্ঠান একটি বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অত্র প্রতিষ্ঠানের ওয়ালিউর রহমান গাজী হল মিলনায়তনে অনুষ্ঠান শুর" হয় ২০১৪ সালের ১৭ মার্চ সকাল ৯ টা ৩০ মিনিটে। অনুষ্ঠানটি দুটি পর্বে বিভক্ত ছিল। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব ছিল আলোচনা অনুষ্ঠান। প্রধান অতিথির আগমনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সম্মানিত সদস্য জনাব ইঞ্জিনিয়ার মসিহ-উর রহমান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব গভর্নরস্ এর সদস্য জনাব আবু মোহাম্মদ ইউসুফ, অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের মাননীয় অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন। বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সম্মানিত সদস্য প্রধান অতিথি জনাব ইঞ্জিনিয়ার মসিহ-উর রহমান, বিশেষ অতিথি বোর্ড অব গভর্নরস্ এর সদস্য জনাব আবু মোহাম্মদ ইউসুফ শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে উৎসাহমূলক বক্তব্য রাখেন এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে অনুসরণের মাধ্যমে দেশ সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

জাতীয় শিশুদিবস উদ্‌যাপন-২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় সংগীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করছেন উপাধ্যক্ষ বিলকিস বানু, অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য এম.এ গোলাম দস্গীর, একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর মিসেস জিনাতুন নেসা, মরিয়ম খাতুন, উপাধ্যক্ষ রাবেয়া হাবীব ও উপাধ্যক্ষ রওশন আরা।

জাতীয় শিশুদিবস উদ্‌যাপন-২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করছে শিক্ষার্থীরা।

২০১৫ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশুদিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির পদ অলংকৃত করেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সম্মানিত সদস্য জনাব এম এ গোলাম দস্গীর ও সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ জনাব মোঃ বেলায়েত হুসেন। অনুষ্ঠানের শেষ আকর্ষণ ছিল একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধুর জীবনীভিত্তিক ও দেশাত্ববোধক গান পরিবেশিত হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবস ঃ ২০১৪-২০১৫

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ একটি স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। সুশিক্ষার পাশাপাশি ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এই প্রতিষ্ঠানে প্রতিবছরই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। এ ছাড়াও উদ্‌যাপিত হয় বাঙালি জাতির ঐতিহ্যপূর্ণ দিবসসমূহ। ২০১৪ সালের ২৬ মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয় মহান স্বাধীনতা দিবস। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রিপারেটরি শাখায় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ৩টি গ্রুপে, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শাখায় ৩টি গ্রুপে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের উৎসাহ প্রদানের জন্য পুরস্কৃত করা হয়। নির্বাচিত চিত্রগুলো হলর"মে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়। স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠান ৩টি পর্বে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রয়াত চেয়ারম্যান জনাব আতাউদ্দিন খান। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শাহজাহান মিয়া। অনুষ্ঠানের প্রথম অংশ ছিল আলোচনা সভা। আলোচনা সভায় অংশ নেন প্রধান অতিথিসহ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখার শাখা প্রধানগণ। আলোচনা সভায় বিভিন্ন বক্তার আলোচনায় উঠে আসে স্বাধীনতার স্বরূপ, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট, মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফসল স্বাধীনতা, স্বাধীনতার গুর"ত্ব, দেশের প্রতি ও স্বাধীনতা রক্ষায় নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব ইত্যাদি। অনুষ্ঠানে দ্বিতীয় অংশে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন প্রধান অতিথি অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ শাহজাহান মিয়া। দেশাত্ববোধক গানের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানের তৃতীয় ও শেষ অংশ। এই অংশে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

মহান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর চেয়ারম্যান আতাউদ্দিন খান, সদস্য মসিহ্-উর রহমান, প্রধান অতিথি ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া ও অন্যান্যরা।

মহান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা।

২০১৫ সালের স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অংলকৃত করেন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) এ.টি.এম হামিদুল ইসলাম তারিক (বীরবিক্রম)। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ জনাব মোঃ বেলায়েত হুসেন। আলোচনা সভায় বিভিন্ন বক্তার আলোচনায় উঠে আসে স্বাধীনতার স্বরূপ, বঙ্গবন্ধুর সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফসল স্বাধীনতা, স্বাধীনতার গুর"ত্ব, দেশের প্রতি নতুন প্রজন্মের দায়িত্ব ইত্যাদি। প্রধান অতিথি বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা মেজর (অব.) এ.টি.এম হামিদুল ইসলাম তারিক (বীরবিক্রম) নিজে প্রজেক্টরের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটসহ সার্বিক প্রস্তুতি ও মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন ব্যক্তির অবদানের কথা উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানের শেষদিকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে।

মহান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এ.টি.এম হামিদুল ইসলাম তারিক (বীরবিক্রম) কে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন।

মহান স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করছেন অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন।

বরাবরের মতো প্রতিষ্ঠানের বালক শাখাতেও ২০১৪ ও ২০১৫ সালে ২৬শে মার্চ মহান স্বাধীনতা দিবস বেশ বর্ণাঢ্যভাবে আয়োজন কর হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন। এই দিনটিকে স্মরণ করে প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা নানাধরনের কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিল। এ উপলক্ষে ছাত্ররা চিত্রাঙ্কন, কবিতা আবৃত্তিসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। সপ্তাহব্যাপী পূর্ব পরিকল্পনা ও প্রস্তুতি গ্রহণ করে তারা মঞ্চ তৈরিসহ সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সফলতার পরিচয় দেয়।

জাতীয় শোক দিবস ২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন ও শিক্ষক শিক্ষিকামন্ডলী।

জাতীয় শোক দিবস ২০১৪ উপলক্ষে আয়োজিত মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক শিক্ষিকামন্ডলী।

স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের স্থপতি ও বাঙালি জাতিসত্তা বিকাশের পুরোধা ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫)। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট সামরিক বাহিনীর কতিপয় বিপথগামী সদস্যের হাতে সপরিবারে নিহত হন। ১৫ই আগষ্ট আমাদের জাতীয় শোকদিবস।

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিবছরের মতো ২০১৪ সালেও এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করে। বিদ্যালয়ের ওয়ালিউর রহমান গাজী হল মিলনায়তনে ১৫ আগষ্ট ২০১৪, জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ৩৯ তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন শাখার, প্রাধানগণ এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব জনাব মোঃ বেলায়েত হুসেন।

জাতীয় শোক দিবস ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য এম. এ গেলাম দস্গীর, তৌফিকুল ইসলাম, অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন ও শিক্ষক শিক্ষিকামন্ডলী।

জাতীয় শোক দিবস ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠানে উপস্থিত শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক শিক্ষিকামন্ডলী।

২০১৫ সালেও এই দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে পালন করা হয়। এ উপলক্ষে বিদ্যালয়ের ওয়ালিউর রহমান গাজী হল মিলনায়তনে ১৫ আগষ্ট ২০১৫ তারিখে মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। বঙ্গবন্ধুর ৪০তম শাহাদাৎ বার্ষিকী পালন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব ইঞ্জিনিয়ার এম.এ গোলাম দস্গীর, অধ্যক্ষ জনাব মোঃ বেলায়েত হুসেন, বিভিন্ন শাখার, প্রাধানগণ এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব ইঞ্জিনিয়ার এম.এ গোলাম দস্গীর, সভাপতিত্ব করেন অধ্যক্ষ ও সদস্য সচিব জনাব মোঃ বেলায়েত হুসেন।

বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৪-এ জাতীয় সংগীত পরিবেশন করছেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য এম. এ গোলাম দস্তগীর, অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন ও শাখা প্রধানগণ।

বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৪-এ পুরস্কার বিতরণ করছেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য এম. এ গোলাম দস্তগীর।

যেকোন দেশের মানুষের চিন্তা-চেতনাকে নিয়ন্ত্রিত করে সে দেশের সংস্কৃতি। তাই সংস্কৃতিচর্চা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়া অসম্ভব। মানুষের গতানুগতিক জীবনের অবসাদ দূরীকরণে বিনোদন কখনও কখনও অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সুস্থ ও রুচিশীল বিনোদন মানুষের চিন্তা-চেতনাকে যেমন পরিশীলিত ও পরিমার্জিত করে তেমনি ছাত্র-ছাত্রীদের মেধার উন্নয়ন ও মনের সুকুমার বৃত্তিগুলোর বিকাশে সংস্কৃতি-চর্চা অন্যতম ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়ে জ্ঞান বিতরণের পাশাপাশি সংস্কৃতি-চর্চার সুষ্ঠু পরিবেশ প্রদান করা শিক্ষা-উন্নয়নেরই একটি উপায়। মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিবারের মতো ২০১৪ সালেও ছাত্র-ছাত্রীদের মনোবিকাশ এবং সৃষ্টিশীল প্রতিভা অন্বেষণের লক্ষ্যে ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 'সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০১৪' পালনের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

'সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০১৪' পালন উপলক্ষে ক্রীড়া ও গানের শিক্ষকদের সাথে নিয়ে অভিজ্ঞ ও সিনিয়র শিক্ষিকাদের সমন্বয়ে গঠন করা হয় একটি পরিচালনা কমিটি। বিষয় নির্বাচন, বিচারমন্ডলী নিয়োগ, কর্মসূচি প্রণয়ন, পুরস্কার ক্রয়, উদ্বোধনী ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় উপ-কমিটি গঠিত হয়। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠিত আয়োজন ত্রুটিমুক্ত করার জন্য সকলে সচেতন ও আন্তরিক ছিলেন।

'সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০১৪' সুষ্ঠু, সুনিপুণ, আকর্ষণীয় ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ করার লক্ষ্যে প্রতিযোগীদের তিনটি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছিল এবং শাখাভিত্তিক বিষয় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল। নিম্নে শাখা ও বিষয় সারণিতে তুলে ধরা হল ঃ

ক্রমিক	শাখা	নির্ধারিত বিষয়
১	পিজি-কেজি শাখা	ছড়াগান, নৃত্য, বাংলা কবিতা, ইংরেজি কবিতা।
২	প্রিপারেটরি শাখা (১ম-৫ম শ্রেণি)	ছড়াগান, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি, দেশের গান, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত।
৩	মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শাখা (৬ষ্ঠ-১২শ শ্রেণী)	রবীন্দ্র সংগীত, দেশের গান, নৃত্য, কবিতা আবৃত্তি, সাধারণ জ্ঞান, লোক সংগীত, উপস্থিত বক্তৃতা, নজরুল সংগীত, আধুনিক গান, বিতর্ক।

উপরিউক্ত বিষয়গুলোকে নিয়ে 'সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০১৪' দুটি পর্বে সমাপ্ত করা হয়েছিল। প্রথম পর্বে প্রতিযোগী বাছাই ও নির্বাচন করা হয়েছিল এবং দ্বিতীয় পর্বে হয়েছিল পুরস্কার বিতরণী ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

ছাত্র-ছাত্রীরা বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে সাংস্কৃতিক নির্ধারিত বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। ৮, ৯ ও ১০ সেপ্টেম্বর প্রাথমিক বাছাই শেষে মনোনীত প্রতিযোগিদের নিয়ে ১১, ১২ ও ১৩ সেপ্টেম্বর চূড়ান্ত প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে শত শত ছাত্র-ছাত্রীর স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে এই পর্বটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। উলেখযোগ্য সংখ্যক প্রতিযোগীর প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ পরিবেশনা দর্শক-শ্রোতাকে বিমুগ্ধ করে তুলেছিল।

অভিজ্ঞ বিচারকম"লী দ্বারা যোগ্যতম প্রার্থীকে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইত্যাদি স্রে চূড়ান্ভাবে বিজয়ী ঘোষণা করার মধ্যে দিয়ে এই পর্বটি শেষ হয়েছিল।

প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের জন্য ১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখ বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজন করা হয় 'পুরস্কার বিতরণী ও সাংস্কৃতিক' অনুষ্ঠান। অধ্যক্ষ মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব এম. এ গোলাম দস্গীর। তিনি প্রতিযোগীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৫-এ পুরস্কার বিতরণ করছেন জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ হারন-অর-রশিদ, অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন ও শাখা

বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৫-এ উপস্থিত বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. ম তামিম, প্রধান অতিথি অধ্যাপক জিয়াউল হাসান ও শাখা প্রধানগণ।

৬ সেপ্টেম্বর থেকে ১০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ অনুষ্ঠিত হয় 'সাংস্কৃতিক সপ্তাহ-২০১৫'। প্রতিবছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২০১৪ সালের মতো বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে ছাত্র-ছাত্রীদের সাংস্কৃতিক প্রতিভার পরীক্ষা নেওয়া হয়। প্রতিযোগিতা শেষে বিভিন্ন বিভাগে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের পুরস্কার প্রদান করে উৎসাহিত করা হয়। সকাল ১০ঃ০০ টায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের মূল কার্যক্রম শুরু হয়। অতঃপর ফুলের তোড়া দিয়ে প্রধান অতিথিকে বরণ করে নেওয়া হয়। এরপরেই বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শাখার শাখা প্রধানগণ স্বাগত বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্যের পর প্রধান অতিথি ঢাকা জেলার শিক্ষা অফিসার জনাব মোঃ হারন-অর-রশিদ তাঁর মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। এরপর বক্তব্য রাখেন বিশেষ অতিথি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর তৎকালীন সদস্য বর্তমান চেয়ারম্যান প্রফেসর ড.ম. তামিম। তিনি সংস্কৃতি চর্চার প্রধান প্রধান ইতিবাচক দিকগুলো তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যের পর শুর" হয় পুরস্কার প্রদান। প্রধান অতিথি নিজহাতে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কারস্বরূপ মূল্যবান বই তুলে দেন। মুহুর্মুহু করতালি ও বিপুল উচ্ছ্বাস-উলাসের মধ্য দিয়ে পুরস্কার বিতরণী পর্ব শেষ হয়।

বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৫-এ নৃত্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থী।

বার্ষিক সাংস্কৃতিক সপ্তাহ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০১৫-এর বিশেষ অতিথি প্রফেসর ড. ম তামিমকে ফুল দিয়ে বরণ করে নিচ্ছে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী।

পুরস্কার প্রদান শেষ হলে শুর" হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা মনোমুগ্ধ পরিবেশনের মাধ্যমে প্রাঙ্গণ ভর্তি দর্শক-শ্রোতাকে মাতিয়ে তোলে যার মধ্যে উলেখযোগ্য কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য, দেশের গান, আধুনিক গান, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল সংগীত ইত্যাদি।

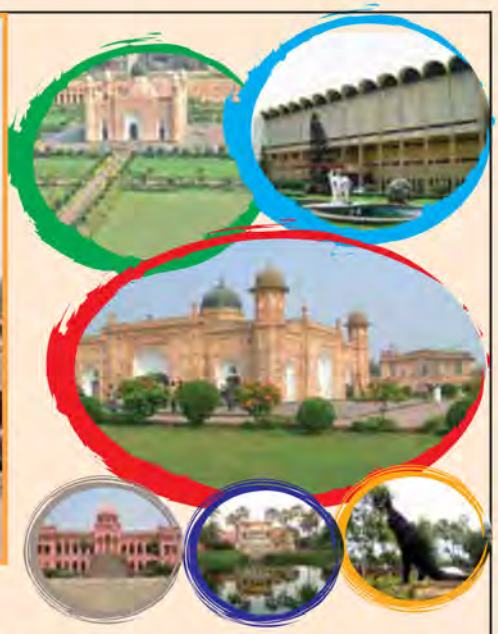

বার্ষিক শিক্ষাসফর ঃ ২০১৪-২০১৫

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি সহপাঠ্যক্রমিক ও বিনোদনমূলক কর্মকাণ্ডও অত্যন্ত সুচারুভাবে সম্পন্ন করে আসছে। এমনি একটি কার্যক্রম হলো বার্ষিক শিক্ষাসফর। প্রতিষ্ঠানের তৃতীয় শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত রয়েছে শিক্ষাসফরের ব্যবস্থা। ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন জিনিস ও স্থান নিজের চোখে দেখে তাদের অর্জিত জ্ঞানকে আরো পাকাপোক্ত করছে।

২০১৪ সালে বালিকা শাখা বাংলা মাধ্যমের প্রিপারেটরি শাখার তৃতীয় শ্রেণির মেয়েরা শিক্ষাসফরে যায় ঢাকার ঐতিহ্যবাহী লালবাগ কেলা। চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীরা যায় চিড়িয়াখানায়।

বালিকা শাখার মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্রীদের শিক্ষা সফরের স্থান ছিল ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির জন্য সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধ এবং অষ্টম শ্রেণি শিক্ষাসফর অনুষ্ঠিত হয় সোনারগাঁ লোকশিল্প জাদুঘর ও ঐতিহ্যবাহী পানাম নগরী।

বালিকা শাখা ইংলিশ ভার্সন-এর তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রীরা শিক্ষাসফরের অংশ হিসেবে জাতীয় জাদুঘর ভ্রমণ করে এবং চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীরা যায় জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীরা চিড়িয়াখানাতে শিক্ষাসফরে যায় এবং সপ্তম ও নবম শ্রেণির ছাত্রীরা জাতীয় স্মৃতিসৌধ ভ্রমণ করে।

২০১৫ সালে বালিকা শাখা বাংলা মাধ্যমের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রীরা শিক্ষাসফরে যায় সাভারের জাতীয় স্মৃতিসৌধতে। পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রীরা ভ্রমণ করে ঢাকাস্থ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীরা শিক্ষাসফরে যায় ঢাকাস্থ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর, সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীরা আহসান মঞ্জিল ও নবম শ্রেণির ছাত্রীরা যায় বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সাভার।

বালিকা শাখা ইংলিশ ভার্সন-এর তৃতীয়, চতুর্থ ও ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রীরা শিক্ষা সফরে যায় জাতীয় জাদুঘর, সাভার এবং পঞ্চম, সপ্তম ও নবম শ্রেণির ছাত্রীরা ঢাকাস্থ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে শিক্ষামূলক সফর করে।

২০১৫ সালে বালক শাখা বাংলা মাধ্যমের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির ছাত্ররা শিক্ষা সফরে যায় ঢাকাস্থ জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণির ছাত্ররা ভ্রমণ করে বিকেএসপি, নবম শ্রেণির ছাত্ররা যায় ঐতিহাসিক সোনারগাঁ ও পানাম নগরী।

২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষের একাদশ শ্রেণির ছাত্রীরা শিক্ষাসফরে যায় ঢাকার অদূরে গাজীপুরের মোহাম্মদী গার্ডেন স্পটে। গাড়ি মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ ক্যাম্পাস থেকে যাত্রা করে সকাল ৭:৩০ টায়। সবুজ শ্যামল ছায়ায় ঘেরা প্রকৃতি দেখতে দেখতে দুপুর বারোটায় তারা পৌছে যায়। শিক্ষাসফর শেষে রাত ৮:০০ টায় ছাত্রী-শিক্ষকগণ ক্যাম্পাসে ফেরেন।

একাদশ শ্রেণির নবীন বরণ-২০১৪ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি বিশিষ্ট কবি জনাব আলম তালুকদারকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর তৎকালীন চেয়ারম্যান জনাব আতাউদ্দিন খান।

গত ২/০৯/২০১৪ অত্র প্রতিষ্ঠানের বালিকা শাখার একাদশ শ্রেণি (২২তম ব্যাচ) এর ছাত্রীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন বিশিষ্ট কবি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব জনাব আলম তালুকদার। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত চেয়ারম্যান জনাব আতাউদ্দিন খান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের মাননীয় অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকামন্ডলী। সকাল ১০:০০ টায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীরা ফুল দিয়ে নবাগত ছাত্রীদের বরণ করে নেয়। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব ড. মুস্তাফিজুর রহমান। তিনি শিক্ষার্থীদের নিয়ম-শৃঙ্খলা মেনে চলার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরও বলেন, নিয়মিত পড়াশোনার মাধ্যমেই একজন ছাত্রী তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছতে পারে। একাদশ শ্রেণির পক্ষ থেকে তিনজন ছাত্রী তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে। তারাও তাদের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করে। প্রধান অতিথি বিশিষ্ট কবি পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ও অতিরিক্ত সচিব জনাব আলম তালুকদার সুশিক্ষার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, লেখাপড়ার প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত দেশসেবা। তিনি নিজ দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে লালন করে সামনে এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন। সভাপতির ভাষণে জনাব আতাউদ্দিন খান নবাগত শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানান এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বক্তব্য শেষ করেন। অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে দ্বাদশ ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

একাদশ শ্রেণির নবীন বরণ-২০১৪ অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করছে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী।

একাদশ শ্রেণির নবীন বরণ-২০১৫ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ড. মুহাম্মদ আশফাকুস সালেহীনকে ক্রেস্ট প্রদান করছেন অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন।

২ সেপ্টেম্বর ২০১৪ ইং তারিখে কলেজ অডিটেরিয়াম (৭ম তলা)-এ বালক শাখার নবীনবরণ অনুষ্ঠিত হয়। নবীনবরণ উপলক্ষে অডিটোরিয়াম বর্ণিল সাজে সাজানো হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে ছাত্রদের সাথে অভিভাবকগণও যোগ দেন। প্রতিষ্ঠানের বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সম্মনিত সদস্য ও কলেজ একাডেমিক কমিটির সম্মানিত উপদেষ্টা ইঞ্জিনিয়ার এম. এ. গোলাম দস্গীর প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন শাখা প্রধানগণ। শ্রেণী শিক্ষকগণ নবীন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে কলেজের শৃঙ্খলার বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অনুষ্ঠানের সম্মানিত ভাইস প্রিন্সিপাল মুর্শেদা শাহীন ইসলামের সমাপনী বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব শেষ হয়। দ্বিতীয় পর্বে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ছাত্ররা কবিতা আবৃতি, গান এবং বিশেষ অনুষ্ঠান, মঞ্চনাটক উপস্থাপন করে।

১৩/০৯/২০১৫ প্রতিষ্ঠানের বালিকা শাখার একাদশ শ্রেণি (২৩তম ব্যাচ) এর ছাত্রীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ড. মুহাম্মদ আশফাকুস সালেহীন, কলেজ পরিদর্শক, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকৌশলী মোঃ মঞ্জুরুল কবীর, সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত চেয়ারম্যান জনাব আতাউদ্দিন খান। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানের মাননীয় অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন এবং শিক্ষক-শিক্ষিকামন্ডলী। সকাল ১০:০০ টায় পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীরা ফুল দিয়ে নবাগত ছাত্রীদের বরণ করে নেয়। স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন অত্র প্রতিষ্ঠানের রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব ড. আনোয়ারুল ইসলাম। একাদশ শ্রেণির পক্ষ থেকে তিনজন ছাত্রী তাদের বক্তব্য উপস্থাপন করে। তারাও তাদের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করে। অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে দ্বাদশ ও একাদশ শ্রেণির ছাত্রীদের অংশগ্রহণে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়।

একাদশ শ্রেণির নবীন বরণ-২০১৫ অনুষ্ঠানে নবীনদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করছে প্রতিষ্ঠানের দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থী।

বার্ষিক বিজ্ঞান মেলা ঃ ২০১৪-২০১৫

বিজ্ঞান মেলা-২০১৪ এর উদ্বোধন করছেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব এম. এ গোলাম দস্তগীর, জনাব কর্নেল (অব) গাজী কামাল উদ্দিন, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন ও শাখা প্রধানগণ।

বিজ্ঞান মেলা-২০১৪ এর পুরস্কার বিতরণ করছেন প্রধান অতিথি জনাব অধ্যাপক মাকসুদুর রহমান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব এম. এ গোলাম দস্তগীর ও অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন।

আধুনিক যুগ বিজ্ঞানের যুগ। যারা বিজ্ঞানের জ্ঞানে যত এগিয়ে তারা জাতি হিসেবে তত উন্নত। তাই বিজ্ঞানের প্রায়োগিক দিককে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আরো আকর্ষণীয় করে তুলতে প্রতিবছর আয়োজন করা হয় বার্ষিক বিজ্ঞান মেলা। প্রতিবছরের ধারাকে অক্ষুণ্ন রেখে ২০১৪ সালেও বার্ষিক বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়। ২০ মে থেকে ২২ মে, ২০১৪ তারিখ পর্যন্ত এ মেলা চলে। মেলার আহ্বায়ক ছিলেন রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব ড. আনোয়ার'ল ইসলাম। প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন। চতুর্থ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা এ মেলায় তাদের প্রজেক্টগুলো উপস্থাপন করে। বিজ্ঞান বিষয়ের শিক্ষকগণ তাদের এ আয়োজনে সহায়তা করেন। মেলার উদ্বোধন করেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব এম.এ গোলাম দস্তগীর। মেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন বোর্ড অব ট্রাস্টজ-এর সদস্য জনাব এম.এ গোলাম দস্তগীর ও বোর্ড অব ট্রাস্টজ-এর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার কর্নেল (অব.) গাজী কামাল উদ্দিন।

বিজ্ঞান মেলা-২০১৫ এ পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সাথে প্রধান অতিথি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব এম. এ গোলাম দস্তগীর, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন ও শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ।

বিজ্ঞান মেলা-২০১৫ এর প্রজেক্ট পরিদর্শন করছেন প্রধান অতিথি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব এম. এ গোলাম দস্তগীর ও উপাধ্যক্ষ রাবেয়া হাবীব।

প্রতি বছরের ধারাবাহিকতায় ২০১৫ সালে বিজ্ঞান মেলার আয়োজন করা হয়। ২৮ অক্টোবর থেকে ২৯ অক্টোবর, ২০১৫ তারিখ পর্যন্ত এ মেলা চলে। মেলার আহবায়ক ছিলেন রসায়ন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক জনাব ড. আনোয়ার'ল ইসলাম। প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেন। চতুর্থ শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা এ মেলায় তাদের বিচিত্র ধরনের প্রজেক্টগুলো উপস্থাপন করে। শিক্ষকগণ তাদের এ আয়োজনে সহায়তা করেন। মেলার উদ্বোধন করেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব এম.এ গোলাম দস্তগীর। মেলা শেষে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি।

মহান বিজয় দিবস-২০১৪ অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব এম. এ গোলাম দস্গীর, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন ও শাখা প্রধানগণ।

মহান বিজয় দিবস-২০১৪ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করছেন প্রধান অতিথি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব এম. এ গোলাম দস্গীর, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন ও শাখা প্রধানগণ।

আমাদের জাতীয় জীবনের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম দিন ১৬ ডিসেম্বর। ১৯৭১ সালের এ দিনে দখলদার পাকিস্নি বাহিনীকে লজ্জাজনক পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বের মানচিত্রে জন্ম নেয় একটি নতুন রাষ্ট্র – গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। তাই এই দিনটি আমাদের সবচেয়ে গৌরবের দিন। দিনটিকে যথাযথ মর্যাদায় উদ্যাপন করতে প্রতিবছরের ধারাবাহিকতায় মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ ২০১৪ সালেও বিস্তারিত কর্মসূচি পালন করে। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য ও একাডেমিক এ্যাফেয়ার্স-এর চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার এম এ গোলাম দস্গীর। এতে বক্তব্য রাখেন শাখা প্রধানগণ, শিক্ষক-শিক্ষিকামন্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। কবিতা আবৃত্তি, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে তাদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেনের সমাপনী বক্তব্যে মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মহান বিজয় দিবস-২০১৫ অনুষ্ঠানে উপস্থিত প্রধান অতিথি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব এম. এ গোলাম দস্গীর, বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য জনাব মোঃ আবু ইউসুফ, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন ও শাখা প্রধানগণ।

মহান বিজয় দিবস-২০১৫ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করছেন প্রধান অতিথি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব এম. এ গোলাম দস্গীর, বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য জনাব মোঃ আবু ইউসুফ, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব তৌফিকুল ইসলাম।

২০১৫ সালেও বিজয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করা হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য ও একাডেমিক এ্যাফেয়ার্স-এর চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার এম এ গোলাম দস্গীর। এতে বক্তব্য রাখেন শাখা প্রধানগণ, শিক্ষক-শিক্ষিকামন্ডলী ও ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। বাংলা বিষয়ের প্রভাষক জনাব সাজ্জাদুর রহমান বক্তব্যে বলেন, মুক্তিযুদ্ধের

মাধ্যমে অর্জিত দেশটি অচিরেই একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হবে। বাংলা বিষয়ের সহকারী অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান একজন নারী মুক্তিযোদ্ধার স্মৃতিচারণ করেন। একাডেমিক কো-অর্ডিনেটর জিনাতুন নেসা তাঁর বক্তৃতায় বলেন, বিজয়ের মাত্র দুদিন আগে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী পরিকল্পিতভাবে দেশের সোনার সন্তান বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে দেশের জন্য সবচেয়ে ক্ষতিকর কাজটি করে গেছে। বোর্ড অব ট্রাস্টিজ-এর সদস্য জনাব তৌফিকুল ইসলাম বলেন, মুক্তিযুদ্ধে শহিদ ও সম্ভ্রমহারা মা-বোনদের শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ রাখতে হবে। উপাধ্যক্ষ মুর্শেদা শাহীন ইসলাম বলেন, এখন দেশে সাম্প্রদায়িকতার উত্থান ঘটছে যা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শের পরিপন্থী। তারপরও দেশ এগিয়ে যাচ্ছে, এগিয়ে যাবে। বোর্ড গভর্নরস্ এর সদস্য জনাব আবু মোহাম্মদ ইউসুফ তাঁর বক্তব্যের শুরুতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্মরণ করেন। প্রধান অতিথি বোর্ড ট্রাস্টিজ-এর সদস্য ইঞ্জিনিয়ার এম এ গোলাম দস্তগীর তাঁর বক্তব্যে দেশের স্বাধীনতা অর্জনের ক্ষেত্রে জাতিরজনক, জাতীয় নেতৃবৃন্দ, দেশের সাধারণ মানুষের অবদানসহ ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে কবিতা আবৃত্তি, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদিতে যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে তাদের পুরস্কৃত করা হয়। অনুষ্ঠানের সভাপতি অধ্যক্ষ মোঃ বেলায়েত হুসেনের সমাপনী বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

মহান বিজয় দিবস-২০১৫ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করছেন প্রধান অতিথি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব এম. এ গোলাম দস্তগীর, বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য জনাব মোঃ আবু ইউসুফ, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব তৌফিকুল ইসলাম।

মহান বিজয় দিবস-২০১৫ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীকে পুরস্কৃত করছেন প্রধান অতিথি বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব এম. এ গোলাম দস্তগীর, বোর্ড অব গভর্নরস এর সদস্য জনাব মোঃ আবু ইউসুফ, অধ্যক্ষ জনাব বেলায়েত হুসেন ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজ এর সদস্য জনাব তৌফিকুল ইসলাম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

প্রতিবেদন প্রস্তুত করতে যাঁরা সহযোগিতা করেছেন সম্পাদনা পরিষদ তাঁদের কাছে ঋণী। তারা হলেন – জনাব খালেদ মোশাররফ, ড. আনোয়ারুল ইসলাম, প্রকাশ কুমার দাস, জনাব কবির আহমেদ, মিসেস রেহানা হোসনে আক্তার, মিসেস মরিয়ম বেগম, মিসেস শারমিন আক্তার বানু, মিসেস উম্মে সালমা হক, মিসেস তাহমিনা রহমান, মিসেস নাজ সুলতানা, জনাব আমিনুল ইসলাম, মিসেস মোনালিসা, মিসেস আফরোজা খানম, জনাব আজিজুর রহমান ও জনাব ইকবাল আহমেদ।

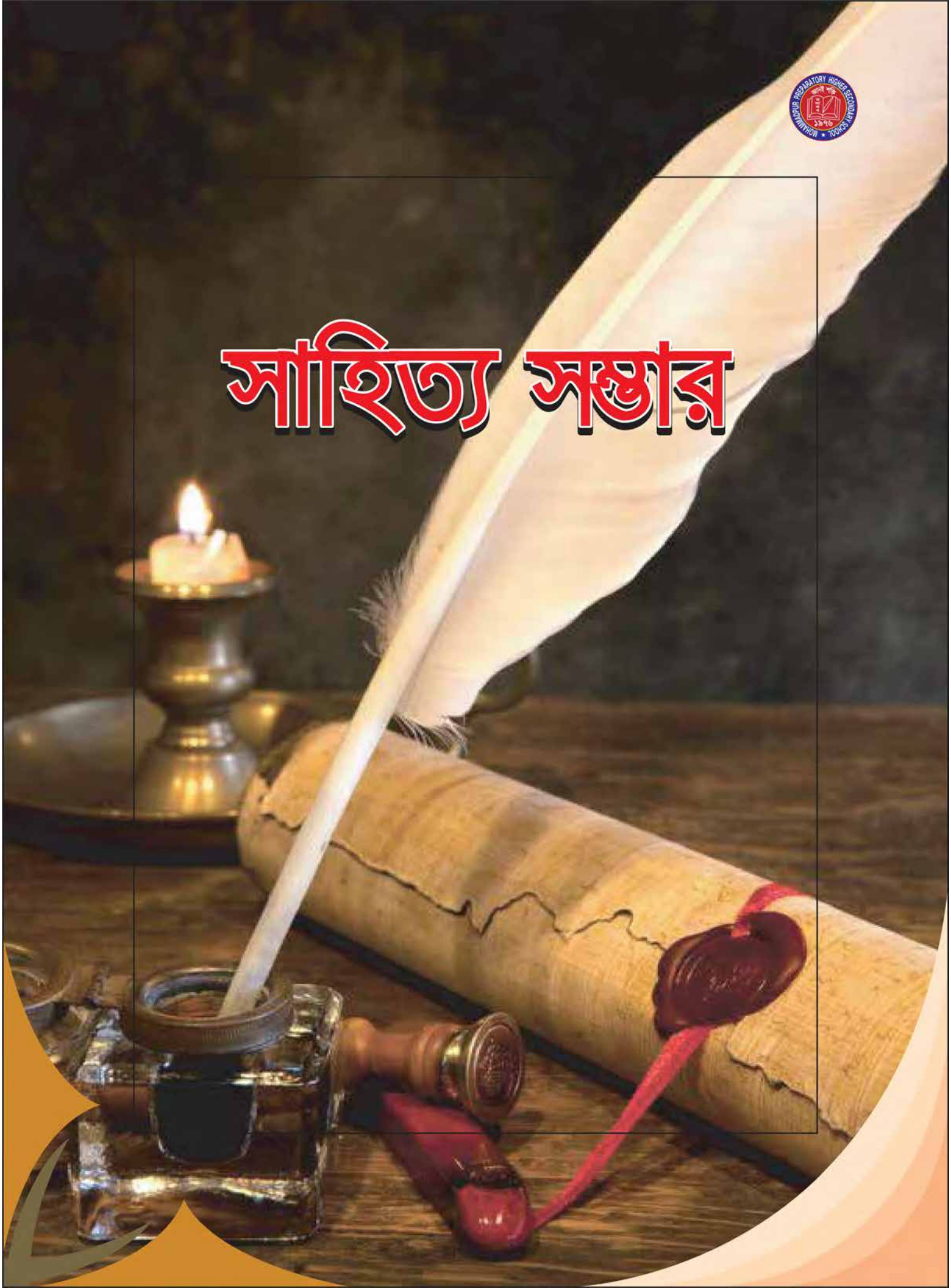
সাহিত্য সম্ভার

"Our aim in life is to live and live in means to live with love, affection and achievement."

– Nepolean Hill

আজ দোসরা ফাল্গুন, বিশ্ব ভালোবাসা দিবস। আমরা সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসায় সিক্ত সৃষ্টি যাকে স্বয়ং আলাহই আশরাফুল মাকলুকাত অর্থাৎ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। আমরা পরম করুণাময় আলাহ তায়ালার ভালোবাসাতেই শুধু পৃথিবীতে আসিনি বরং আমৃত্যু তাঁর ভালোবাসা আমাদের মাঝে রয়েছে। হযরত আদম (আঃ) এবং মা হাওয়া (রাঃ) আমাদের আদি পিতা এবং মাতা। আমরা তাদের ভালোবাসার ফসল। এই পৃথিবীতে আমাদের আগমন হয়েছে আমাদের পিতা-মাতার ভালোবাসার পক্ষ থেকে এবং আমরা তাদের ভালোবাসায় সিক্ত। তাঁদের ভালোবাসার মাঝে প্রকট হিসেবে যে কথা প্রতিধ্বনিত হয় সেটা হচ্ছে–আমরা প্রতিটি ভালো জিনিসকেই যেন ভালোবাসি, উন্নত জীবন অর্জনে আমাদের মন উজ্জীবিত হোক। আমরা যেন আমাদের জীবনকে সত্যিকার অর্থেই ভালোবাসি। তাই লেখার প্রথমেই আমার সমস্ত পাঠক সমাজকে বিশেষভাবে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে আমার অন্তরের ভালোবাসা জানাচ্ছি।

ইংরেজিতে একটি কথা আছে–What we are now and what we will be in future by loving our life with positive effort is the end of our life.

যারা জীবনকে ভালোবাসে তারা অবশ্যই চায় অন্যরাও তাদের ভালোবাসুক, সম্মান করুক এবং আলাহ রাব্বুল আলামিন তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলে সহায় হোন যাতে তাদের জীবনের সম্পূর্ণ আন্তরিক ইচ্ছাগুলো ভালোবাসার জোয়ারে বেগবান হয়ে অর্জিত হয়।

আমরা ভালো হলে বলি বিধাতা আমাদের সফল করেছেন, এটা ভাগ্য অথবা luck. কিন্তু কথাটি সঠিক নয়।

All of our success or achievements of our life are directly proportional to our works and willingness which we stimulate with our love.

তাই সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীকে ভালোবাসা দিবসে আমার সুচিন্তিত উপহার–জীবনকে ভালোবাসো, জীবনে উন্নতির ইচ্ছাকে ভালোবাসো, ভালোবাসো কাজকে যা তোমাকে অগ্রসর মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে এবং পৃথিবীও তোমাকে ভালোবাসবে। If we have a goal at a distance, more with power, courage and consistency, distance will be nearer and achievement will come.

স্বপ্ন-সত্য-কল্পনা যেমন জীবনে স্বাভাবিকভাবে আসে তেমনি এর বাস্তবায়ন কিন্তু সম্পূর্ণ ভালোবাসার সাথে সম্পর্কিত। একমাত্র আন্তরিকতার সাথে সম্পূর্ণ মানসিক ও শারীরিক ভালোবাসার দ্বারা অভীষ্ট লক্ষ্যের উত্তরোত্তর উপলব্ধি এবং প্রয়োজনীয় কাজই স্বপ্নকে সত্য করতে পারে। মানুষের স্বপ্ন সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে অন্য আরেকটি লক্ষ্য এসে দাঁড়ায়। তাই অভিষ্ট লক্ষ্য পরিবর্তিত হলে কাজকে ভালোবাসার কোনোই বিকল্প নেই। Thought বা চিন্তা মানুষের বিশাল, ব্যাপক এবং মহৎ হবার অন্যতম উপাদান যা মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলের ভালোবাসা থেকে সৃষ্টি।

What a man does something repeatedly with love is called habit. Excellent is nothing but a byproduct of loving habit with firmness. No achievement can be earned without the proper power of love. We are born from love, live for love and love is our destiny.

কবির ভাষায় –

করোনা মানবগণ বৃথা ক্ষয় এ জীবন
সংসার সমরাঙ্গন মাঝে।
সংকল্প করেছো যাহা সাধন করহ তাহা
রত হয়ে নিজ নিজ কাজে।

আমেরিকার মহান প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকনের ভাষায় –

I don't know what luck is, nor I ever bank on it, I only believe that the harder I will work the luckier I will be. Please love work, make lovliness with work.

বাংলা সাহিত্যের প্রতিভাবান সাহিত্যিক প্রমথ চৌধুরী বইপড়াকে পৃথিবীর সর্বকালের শ্রেষ্ঠ শখ হিসেবে উলেখ করেছেন। আমি মহাত্মা গান্ধীর উক্তিকে এ ক্ষেত্রে প্রতিভাত করতে চাই –

Ignorance has no excuse in the eye of law and it is shameful. But more shameful is unwillingness in reading for knowing.

ছাত্র-ছাত্রীরা পড়াশোনাকে নিজেদের মতো করে ভালোবাসে, সেখানে দেখা যায় বহুক্ষেত্রেই পড়াশোনার ক্ষেত্রে আন্তরিকতার বিশেষ অভাব। ফলে তারা Success বা কৃতকার্যের কাছাকাছি গিয়েই থেমে যায়। কারণ তারা পড়াশোনাকে প্রয়োজনীয় ভালোবাসার মতো ভালোবাসে না।

তারা জানে No pian, no gain. কিন্তু তারা যা জানে না তা হচ্ছে We want that pain should be less gain should be more. কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে Pain should be more, gain should be less.

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার বলেছেন –

Coward people die many times in their life, but the bravers touch it only one time in a life.

ছাত্রসমাজের উচিত আন্তরিকতাযুক্ত প্রগাঢ় ভালোবাসাসহ পড়াশোনা করা যার একমাত্র পুরস্কার সার্থকতা। আমি সবাইকে এই ভালোবাসা দিবসে পড়াশোনাকে বিশেষভাবে ভালোবাসার বিশেষভাবে আহ্বান জানাচ্ছি। রবি কবির ভাষায় –

সত্য যে কঠিন
কঠিনেরে ভালোবাসিলাম
সে তো কভু করে না বঞ্চনা।

আজ আমি আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সুসজ্জিত হয়ে আসতে দেখেছি। দেখতেও ভালোলেগেছে। তাদের উদ্দেশ্যে আমার কামনা –

ফুলকে ভালোবাসো/তব হৃদয়ে ফুলের বাগান কর।
সেই সৌরভে অন্তর তব/হোক সুন্দরতর।

এ মাস ভাষার মাস। এ মাসে মাতৃভাষাকে ভালোবেসে, মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য জীবন দিয়েছে সালাম, রফিক, শফিক, জব্বার, বরকত ও নাম না জানা আরো অনেকে। মাতৃভাষার প্রতি তাঁদের এ ভালোবাসা সার্থক হয়েছে। আমরা যেমন আমাদের মাতৃভাষার অধিকার পেয়েছি তেমনি একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভের ভেতর দিয়ে সারা পৃথিবীর মাতৃভাষা-প্রিয় মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার প্রতি উদ্যোগ, উদ্দম এবং ত্যাগ ও ভালোবাসার ফসল আজকের এই বাংলাদেশ। সবশেষে তোমাদের জীবন সুন্দর হোক, সম্মানিত হোক, সবার ভালোবাসায় তোমরা উজ্জ্বল হও–এই আমার কামনা। ভালোবাসার মানে ভালো থাকা, ভালোভাবে জীবন যাপন করা। তাই জীবনটাকে ভালোবাসো।

ইঞ্জিনিয়ার এম. এ গোলাম দস্তগীর
চেয়ারম্যান, একাডেমিক এ্যাফেয়ার্স ও সদস্য BOT

একজন মহান ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বোঝা যায় ছোট ব্যক্তিদের সঙ্গে তার সার্বক্ষণিক ব্যবহার দেখে।
-ডেল কার্নেগি

A Credit of a Graduate of Ahsanullah Engineering College (BUET)

Col. Ghazi Kamal Uddin psc (retd)

I was visiting the USA to see my daughter and grand children in May-July, 2015. During the visit, we made a visit to SEAR Tower, now WILLIS Tower in Chicago, Illinois, USA. I saw an Engineer's photograph and his creation, i.e. WILLIS TOWER. I was amazed to see his work and was very proud to find that he was a BUET graduate, from the same place from where I got my Engineering degree. He was a Bangladeshi origin Engineer, Dr. Fazlur Rahman Khan, in short (F R Khan). I am also very proud to see a Bangladeshi person is the creator of tubular structure design which was the basis of high rise structures. He was known as Bangladeshi Einstein.

Dr. F R Khan had designed and builds the tallest tower of the world (1971-1973). The story goes like this One day he was bringing out cigarette to smoke from a round cigarette box containing cigarettes. While toppling to bring out one stick, he notice that 3-4 sticks also came out to support the first one. He got the idea from this small incident. He started designing and the next few years; he designed and built the tallest structure in the world.

Here is summery of details :

Wills Tower contains approximately 4.56 million gross square feet and has a rentable area of 3.8 million square feet.

4.56 million Gross square feet would cover 105 acres if spread across one level, or the equivalent of 16 city block in Chicago.

Within the building, there are

25 miles of plumbing,
1,500 miles of electric wiring,
40 miles of elevator cable, and
145,000 light fixtures.

The building weights more than 222,500 tons, and it cost more than $175 million to build.

Each floor of the building is divided into 75-foot, column-free squares, or "mega-modules," which provide maximum planning, flexibility and efficiency.

Large windows provide maximum light and views, further enhanced by the corridors created by the tower's set back on all sides.

Only the finest materials are used throughout the buildings common areas to highlight the property's prestige, such as the lobby's walls of travertine highlighted with stainless steel trim, polished granite flooring, and decorative ceiling lighting.

Year when build 1971-1973.

Main Architect : Bruce Graham.

Main Engineer : Fazlur Rahman Khan.

Dr. F R Khan - The father of tubular structure was born in Aga Mosey Lane, Dhaka on April 3, 1929 to Khan Bahadur Abdur Rahman Khan and Khadiza Khatun, The father was a mathematics teacher. He was brought up in the village of Bhandarikandi, under Shibchar Police Station of Faridpur.

Dr. Khan attended Armanitola Government High School, in Dhaka. After completing undergraduate coursework at the Bengal Engineering College, now Indian Institute of Engineering Science and Technology, Shibpur, University of Calcutta, he received his Bachelor of Civil Engineering degree from Ahsanulla Engineering College, University of Dhaka (now BUET). He received a Fulbright Scholarship and a Pakistan government scholarship, which enabled him to travel to the United States in 1952. There he studied at the University of Illinois at Urbana-Champaign. In three years Khan earned two master's degrees - one in structural engineering and one in theoretical and applied mechanics - and a PhD in structural engineering, with thesis titled Analytical study of relations among various design criteria of rectangular prestressed concrete beams.

In 1971 the Bangladesh Liberation War broke out. Dr. Khan was heavily involved with creating public opinion and garnering emergency funding for Bengali people during the 1971 Bangladesh Liberation War. He created Chicago-based organization known as Bangladesh Emergency Welfare Appeal.

Dr. Khan died of hart attack on 27 March 1982 while on a trip to Jeddah, Saudi Arabia, at the age of 52. He was the general partner in SOM, the only engineer holding that high position at the time. His body was returned to the United States and was buried in Chicago.

Dr. F R Khan was married to an Austrian Lady. Leselotte Khan (1930-1995) and had a wonderful married life for 23 years till he died. They had one daughter, Dr. Yasmin Sabina Khan (born 1960), also a structural engineer.

One of the most favorite songs of Dr. F R Khan was a Tagore song 'Tomar Holo Shure, Amar Holo Shara'.

You can see a full documentary on you tube the following link (made by GTv) :

https://www.youtube.com/wathc?v=OtyC9iGt-3c

What did we learn from Dr. F R Khan :

There is no shortcut to success.

While there is a will, there is a way.

Select your goal and do not re-course.

Stick to your goal, and you will succeed.

Working hard and that is the only way for success.

Knowledge is the power for success.

Open your eyes and ears for knowledge.

ইখলাস

মোঃ বেলায়েত হুসেন
অধ্যক্ষ

প্রকাশ্য ও গোপনীয় আমল, কথা ও অবস্থায় আন্তরিকতা ও বিশুদ্ধ নিয়ত জরুরী।

এ প্রসঙ্গে মহান আলাহ তা'আলা কোরআনে ইরশাদ করেছেন ঃ

তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল "আলাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধ চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁর ইবাদত করতে এবং নামাজ কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে" আর এটাই সঠিক ধর্ম [সুরা বাইয়্যিনাহ ৫নং আয়াত]।

আলাহর কাছে কখনো ওগুলির মাংস পৌঁছেনা এবং রক্তও না; বরং তাঁর কাছে পৌঁছে তোমাদের তাক্বওয়া (সংযমশীলতা) [সূরা হাজ্জ ৩৭ নং আয়াত]।

বল, তোমাদের মনে যা আছে তা যদি তোমরা গোপন রাখ কিংবা প্রকাশ কর, আলাহ তা অবগত আছেন [ইমরান ২৩ নং আয়াত]।

এ প্রসঙ্গে কতিপয় হাদিস বর্ণনা করা হল ঃ

আমিরুল মুমিনীন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাঃ) থেকে বর্ণিত - তিনি বলেন, আমি রসূল (সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম) কে বলতে শুনেছি যে, যাবতীয় কার্য নিয়ত বা সংকল্পের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষের জন্য তাই প্রাপ্য হবে, যার সে নিয়ত করবে। অতএব, যে ব্যক্তির হিজরত আলাহর (সন্তোষ লাভের) উদ্দেশ্যে ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে; তার হিজরত আলাহ ও তাঁর রসূলের জন্যই হবে। আর যে ব্যক্তির হিজরত পার্থিব সম্পদ অর্জন কিংবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যেই হবে, তার হিজরত যে সংকল্প নিয়ে করবে তাই তার জন্য হবে। (বুখারি, মুসলিম তিরমিযি, নামায়ী, আবু দাউদ, ইবনু মাজা) এটিকে ইমাম বুখারী (রঃ) তাঁর গ্রন্থ সহীহ বুখারীতে সাত জায়গায় বর্ণনা করেছেন। প্রত্যেক স্থানে এই হাদিসটি উলেখ করার উদ্দেশ্য হল কর্মের বিশুদ্ধতা ও কর্মের প্রতিদান নিয়তের সাথে সম্পৃক্ত-সে কথা প্রমাণ করা।

আবু আব্দুলাহ জাবের ইবনে আব্দুলাহ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত-তিনি বলেন, আমরা নবী (সালালাহু আলাইহি ওয়া সালাম) এর সাথে এক অভিযানে বা যুদ্ধে ছিলাম। তিনি (সঃ) বললেন, "মদীনাতে কিছু লোক এমন আছে যে, তোমরা যেসব স্থান সফর করছ এবং যেকোন উপত্যকা অতিক্রম করছ, তারা তোমাদের সঙ্গে রয়েছে। অসুস্থতা তাদেরকে মদীনায় থাকতে বাধ্য করেছে। আর একটি বর্ণনায় আছে যে, তারা নেকীতে তোমাদের অংশীদার (বুখারী ও ইবনে মাজা)"।

আবু হুরাইরাহ আব্দুর রহমান বিন সাখর (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলাহ (সঃ) ইরশাদ করেছেন "নিশ্চয় আলাহ তাআলা তোমাদের দেহ এবং তোমাদের আকৃতি দেখেন না, বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও আমল দেখেন (বুখারী মুসলিম, তিরমিযি)।

আবু বাকরাহ নুফাই বিন হারেস সাক্বাফী (রাঃ) হতে বর্ণিত রসূল (সঃ) বলেন, "যখন দু'জন মুসলমান তরবারি নিয়ে আপোষে লড়াই করে, তখন হত্যাকারী ও নিহত দু'জনই দোযখে যাবে"। আমি বললাম হে আলাহর রসুল (সঃ) হত্যাকারী দোযখে যাওয়া তো স্পষ্ট, কিন্তু নিহত ব্যক্তির ব্যাপার কি? তিনি বললেন, "সেও তার সঙ্গীকে হত্যা করার জন্য লালায়িত ছিল (বুখারী ও মুযলিস)।

আবদুলাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রসূল (সঃ) তার বরকতময় মহান প্রভু থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন যে, "নিশ্চয় আলাহ পুন্যসমূহ ও পাপসমূহ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি তাঁর ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। যে ব্যক্তি কোন নেকী করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়ন করতে পারেনা, আলাহ তাবারাকা ওয়াতাআলা তার জন্য একটি পুন্য (নেকী) লিখে দেন (নিয়ত করার বিনিময়ে)"। আর যদি সে নিয়ত করার পর কাজটি করে ফেলে, তাহলে আলাহ তার বিনিময়ে দশ থেকে সাতশ গুণ বরং তার চেয়েও অনেক গুণ নেকী লিখে দেন। পক্ষান্তরে যদি সে একটি পাপ করার সংকল্প করে; কিন্তু সে তা কর্মে বাস্তবায়িত না করে তা হলে আলাহ তাআলা তাঁর নিকট একটি নেকী হিসেবে লিখে দেন। আর যদি সে সংকল্প করার পর ঐ পাপ কাজ করে ফেলে, তাহলে আলাহ মাত্র একটি পাপ লিপিবদ্ধ করেন (মুত্তাফাকুন আলাইহি)। আলাহ আমাদের সহীহ নিয়ত ও নেক আমল করার তওফিক দান করুন (আমিন)।

গল্প সম্ভার

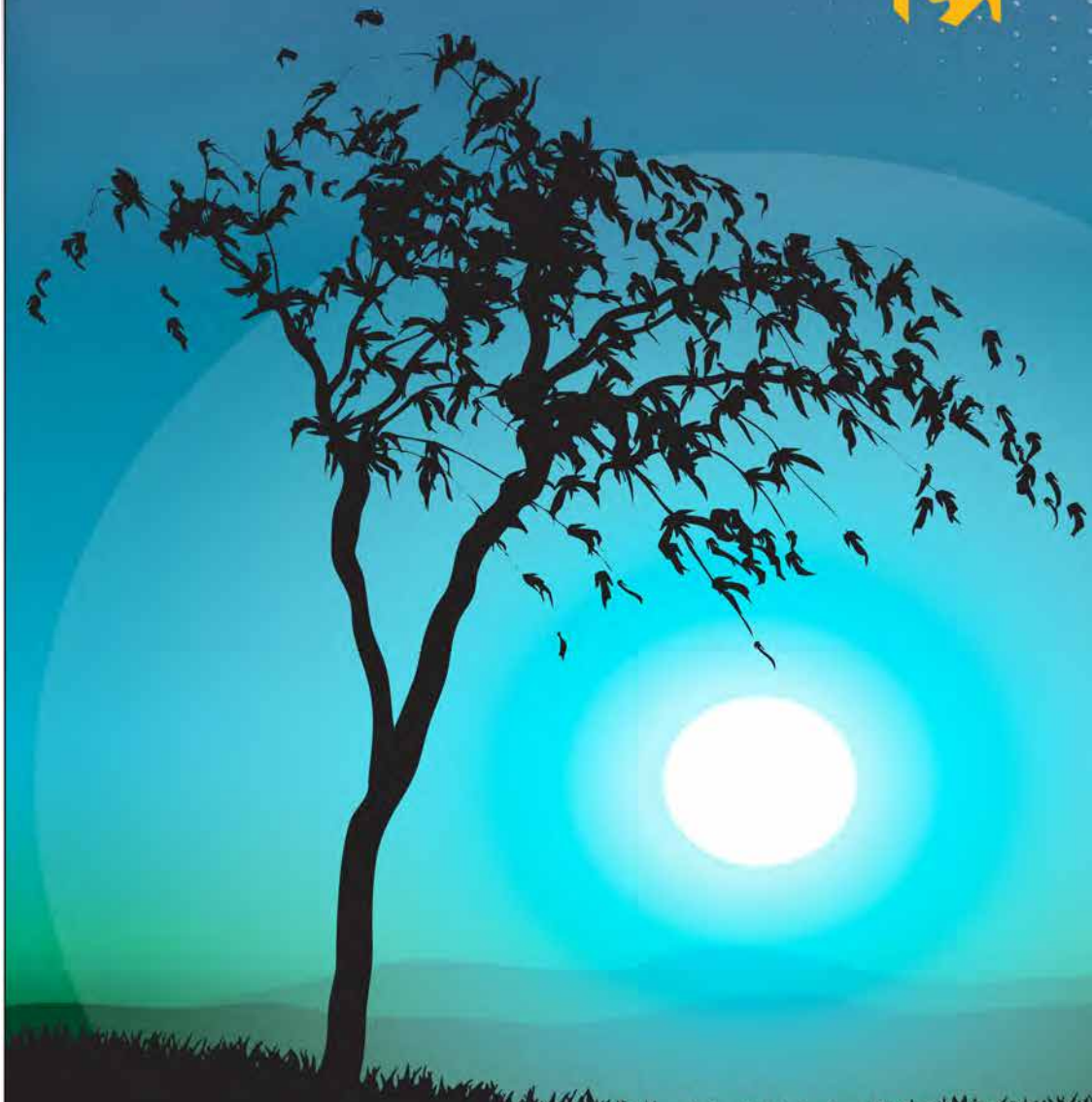

কাঁকড়ার উপদেশ

একদিন এক মা-কাঁকড়া পাহাড়ের গা বেয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। মাকে অনুসরণ করে হাঁটছিল বাচ্চা খোকাটি। চলতে চলতে মা-কাঁকড়া ছেলেকে ডেকে বলল, 'বাছা, পাহাড়ের ধার ঘেষে না হেঁটে মাঝখান দিয়ে হাঁট। নইলে ভিজে পাহাড়ের দেয়ালে গা ঘষে ব্যথা পাবে'। ছোট্ট কাঁকড়া বলল, মা আমি তো তোমার পথ ধরেই চলেছি। তুমি তাহলে মাঝ খান দিয়ে হাঁটো, তাই দেখে আমিও তোমার মতো চলব।

সাদমান সাদিক (আদিব)
শ্রেণি : কেজি, রোল : ১১
শাখা : শাপলা

দুষ্ট ছেলে

এক ছিল দুষ্ট ছেলে। সেই ছেলেটির নাম ছিল রবি। সে সবসময় অন্যকে ঠকিয়ে এবং চুরি করে টাকা রোজগার করতো। একদিন রবি ফন্দি করল কিভাবে অন্যকে ঠকিয়ে টাকা হাতিয়ে নেয়া যায়। সে অনেক রাত্রে একটা বাগানের বসে বসে কাঁদার ভান করল। বাগানটা ছিলো একজন মহিলার। এতো রাতে একটি বাচ্চা ছেলের কান্না শুনে তিনি খুবই অবাক হলেন এবং দেখতে গেলেন কে কাঁদছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, খোকা তুমি কাঁদছো কেন? এতো রাত্রে এখানে কী করছো?

রবি তখন মিথ্যে কথা বলল যে সে তার বাবার সাথে বেড়াতে এসে হারিয়ে গেছে। ভদ্র মহিলা তখন রবিকে ভেতরে তার বাড়িতে নিয়ে গেলেন। তিনি বলনে, 'বাবা, একটু বসো আমি তোমার জন্য দুধ নিয়ে আসছি। তুমি আজ রাতটা আমার বাড়িতেই থাকো'। কাল সকালে তোমার বাসায় তোমাকে নিয়ে যাব।

ভদ্র মহিলা দুধ আনার জন্য চলে গেলে রবি ভাবল এই সুযোগ, এখনি কাজ সেরে ফেলতে হবে। রবি দেখল বাড়িতে অনেক দামি দামি জিনিস। রবি তাড়াতাড়ি করে কিছু ছোট জিনিস পকেটে নিল। তারপর কাউকে কিছু না বলে পালিয়ে গেল।

রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে রবি ভাবল, আজকে অনেক টাকা পাব। কিন্তু হঠাৎ করেই কি যেন হলো। ওর খুব কষ্ট হতে লাগলো। মার কথা খুব মনে পড়ল তার। ওই ভদ্রমহিলার কত মায়া। আমাকে না চিনেও কত আদর করল। ঠিক মায়ের মতো। রবি তার ভুল বুঝতে পারল। তারপর সে আবার সেই বাসায় চলে গেল।

রবি ভদ্রমহিলার সব জিনিস ফিরিয়ে দিলো এবং ক্ষমা চাইলো। ভদ্র মহিলা সব শুনে বললেন, ''তোমার তো মা বাবা নেই। আজ থেকে তুমি আমার কছেই থাকবে''। তারপর থেকে রবি ভালো হয়ে গেল।

মেহরিন মতিন মনো
শ্রেণি : ১ম, রোল : ১৮
শাখা : এ
ইংরেজি ভার্সন

আমার কষ্ট

আমার পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর মা আমাকে নানু বাড়ি নিয়ে গেল। একদিন আমি একটা বাগানে গেলাম। দেখি একটি পাখি মাটিতে পড়ে আছে। আমি পাখিটির কাছে গিয়ে দেখি পাখিটি আঘাত পেয়েছে। আমি পাখিটাকে ঘরে নিয়ে এলাম। অনেকদিন আমি পাখিটাকে সেবা করলাম। একদিন পাখিটি সুস্থ হয়ে গেল। আমি পাখিটিকে উড়িয়ে দিয়েছি। মাঝে মাঝে পাখিটির জন্য খুব কষ্ট হয়।

আফিয়া মোবাশ্বিরা
শ্রেণি : ১ম, রোল : ০৬
শাখা : এ (বু)
ইংরেজী ভার্সন

কুদুর দাদা ঠকাস!

একদিন সন্ধ্যা হয়ে গেল। তবু দাদির পোষা ছাগলটি বাড়ি এলো না। দাদি চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তিনি চাচাদের বললেন, 'আজাদ ও মিজান, তোমরা ছাগলটি খুঁজে আনো'। এ কথা শুনে আজাদ ও মিজান দুই চাচা হাতে একটি লাঠি নিয়ে ছাগল খুঁজতে বের হলেন। কিন্তু কোথাও ছাগলটিকে পাওয়া গেলনা। হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে আসার সময় হাতের লাঠি দিয়ে রাস্তার পাশের ঝোঁপগুলোতে চাচারা আঘাত করতে করতে ফিরে আসছিলেন। হঠাৎ একবার আঘাত করার সাথে সাথেই ঠকাস করে একটা শব্দ হলো। চাচাদের হাতে ছিল একটি টর্চ লাইট। তা থেকে আলো ফেলতেই চোখে পড়ল একটা চকচকে মাথার টাক। চাচাদের বুঝতে বাকি থাকল না যে, লোকটি পাশের বাড়ির কুদ্দুসের (কুদু) দাদা। তার মাথায় একদম চুল ছিল না। সেই টাক মাথাতে আঘাত লেগেই শব্দ হয়েছে, ঠকাস! বাড়ির টয়লেট ব্যবহার না করে ঝোঁপের মাঝে প্রাকৃতিক কাজ সারার বদ অভ্যাস ছিল লোকটির।

সিফাতুল মুস্তাকিম (স্পর্শ)
শ্রেণি : ২য়, রোল : ১৮
শাখা : ইবনে সিনা

আমরা যতই অধ্যয়ন করি ততই অজ্ঞতাকে আবিষ্কার করি।
- শেলি

নানা ভাইয়ের ভূত দেখা

আমার বয়স যখন এক বছর তখন আমার নানা ভাই মারা গেছেন। এখন নানা ভাইকে নিয়ে যে গল্পটা লিখছি সেটা আমার মা-মনির কাছ থেকে শোনা গল্প।

একদিন সন্ধ্যা বেলা নানাভাই অফিস থেকে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ নানা ভাই দেখতে পেল বাড়ির পুকুর পাড়ে সাদা শাড়ি পরে কে যেন নাচছে। ভয়ে নানা ভাইয়ের গা থরথর করে কাঁপতে লাগল। নানা ভাই ভাবছে ওখানে তো ভূত দাঁড়িয়ে আছে, আমি কাছে গেলেই আমার ঘাড় মটকে খাবে। এখন কী হবে? ভাবতে ভাবতে নানা ভাই চোখ বন্ধ করে আলাহ্‌র নাম স্মরণ করতে করতে সামনের দিকে এগুতে থাকলো। তারপর ভূতের কাছাকাছি আসতেই ভূত বাতাসে মিলিয়ে গেল। নানা ভাই ভয়ে ভয়ে চোখ খুলে দেখতে পেলো সেখানে কিছু কলা গাছ দাঁড়িয়ে আছে। তখন নানা ভাই বুঝতে পারলো, আসলে কলা গাছ গুলোকেই দূর থেকে অন্ধকারে ভূত মনে হচ্ছিল।

শেখ মিফতাহুল জান্নাত
শ্রেণি : ১ম, রোল : ৪৬
শাখা : এ (বু)

দুই পাখি

এক বনে ছিলো এক বাবুই পাখি। আর ছিলো এক টিয়া পাখি। বাবুই পাখি সবসময় কাজ করে। আর টিয়া পাখি সবসময় বসে থাকে। একদিন দুপুর বেলা। বাবুই পাখি বললো সামনে বর্ষাকাল। চলো টিয়া, খড়কুটা এনে নতুন বাসা বানাই। টিয়া বললো, না ভাই আমার পুরানো বাসাই ভালো। বাবুই পাখি খড়কুটা আনলো। নুতন বাসা বানালো। শিমুল গাছ থেকে তুলা আনলো। তাই দিয়ে বিছানা বানালো।

টিয়া পাখি সারাদিন শুয়ে রইলো কোন কাজ করল না। কয়েক দিন পর। এক রাতে হঠাৎ খুব বৃষ্টি নামলো। টিয়া পাখির বাসা ভিজে গেলো। ওদিকে বাবুই পাখি আরাম করে ঘুমালো। একটুও ভিজলো না। পরদিন সকালে টিয়া পাখি গেলো বাবুই পাখির কাছে। বললো, আর আলসেমি করবো না। আজই খড়কুটা এনে নুতন বাসা বানাবো।

নিশাত মঞ্জুর ইশিতা
শ্রেণি : ৩য়, রোল : ১৬
শাখা : বি (গ্রীন)
ইংরেজি ভার্সন

সাধনা ও অধ্যবসায় দ্বারা মানুষ অসাধ্য সাধন করতে পারে।

- ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

শাস্তি

টুটুল ভারী দুষ্টু ছেলে। বাবা, মা ও ছোট বোন নিয়ে তাদের সুখী পরিবার। কোন কিছুর অভাব নাই তাদের। কিন্তু টুটুল পড়ালেখা করতে চায় না। পড়ালেখায় ভীষণ অনীহা তার। টুটুল এর বয়স তের বছর। ওর বোনের বয়স সাত। বোনটা ভীষণ ভাল। টুটুল সবখানেই দুষ্টুমি করে, স্কুল এবং বাসাতেও। তার দুষ্টুমিগুলো ভীষণ কষ্টদায়ক। এ কারণে তার বাবা মা সারাক্ষণ মানসিক কষ্টে থাকে। সবার কাছ থেকে টুটুল এর নালিশ আসে। শিক্ষক-শিক্ষিকা, আত্মীয়-স্বজন টুটুল এর বন্ধুরা সবাই। এতে টুটুলের বাবা, মা ভীষণ লজ্জা পায়। সারাদিন টুটুল এর মার যেমন তেমন কাটে কিন্তু রাত কাটে না। সারারাত সে গুমরে গুমরে কাঁদে। এভাবে দিন যায় রাত আসে। ছেলেকে অনেক বোঝানোর চেষ্টা করে। কিন্তু কিছুতেই সে ভাল হয় না।

একদিন হঠাৎ টুটুলের মা মারা যায়। বাবা অসুস্থ হয়ে পড়ে। কিন্তু টুটুলের কোন পরিবর্তন হয় না। সে ভাবে এবার ভালই হল বেশী করে দুষ্টুমি করতে পারব। কিন্তু টুটুলের আস্তে আস্তে আর ভাল লাগলো না। মা এর জন্য মন খারাপ হতে শুরু করল। দুষ্টুমি করতে তার আর ভাল লাগে না। মনে মনে বলে মা তুমি ফিরে আস। কিন্তু মা যে ফিরবে না সে বুঝতে পারে। অবশেষে সে ভাল হয়ে যায়। বাবা আর বোনকে নিয়ে ভাল থাকার চেষ্টা করে এবং মাকে হারিয়ে সে বুঝতে পারে এটা তার দুষ্টুমির শাস্তি।

সৈয়দা আনিকা ইসলাম
শ্রেণি : ৩য়, রোল : ০১
শাখা : আলবিরুনী

আমি কানা নই

এক বৃদ্ধ সাদা দাড়িওয়ালা মৌলবী সাহেব ধবধবে পোশাক পরে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন এক নিমন্ত্রণে। একটি বাড়ির দোতলার বারান্দায় বসে পান খাচ্ছিল বাড়ির মালিক। অন্যমনস্ক হয়ে পানের পিক ফেলল, পিক এসে পড়ল বৃদ্ধ লোকটির ঠিক সাদা দাড়িতে। তারপর তার সাদা দাড়ি পুরো লাল হয়ে গেল। বৃদ্ধ লোকটি ক্রুদ্ধ হয়ে ওপরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার চোখ নেই, তুমি কানা? কোনো ভদ্র লোকের গায়ে এভাবে পানের পিক ফেলতে হয়? দেখতে পাওনা? লোকটি নিজের দোষ ঢাকার জন্য একটু হেসে বলল, দেখতে পাব না কেন সাহেব? দেখেই তো ফেলেছি। নাহলে কি শুধু আপনার দাড়িতে গিয়ে পড়ে? আমি কানা নই'। বৃদ্ধ একটু অবাক হয়ে বললেন, মানে!

লোকটা বলল, 'আপনার উত্তম পোশাক দেখেই বুঝেছি, আপনি কোন খানদানী বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে যাচ্ছেন। তাই আপনার দাড়িতে লাল কলপ লাগিয়ে দিলাম, যাতে আপনাকে আরও সুন্দর দেখায়'। আর আপনি চেচামেচি করছেন। বৃদ্ধ সামান্য দ্বিধান্বিত হয়ে ভাবলেন, 'কী জানি, হতেও পারে!' এই মনে করে বৃদ্ধ চলে গেলেন।

তাহমিনা তাবাসসুম
শ্রেণি : ৪র্থ, রোল : ১৯
শাখা : আলবিরুনী

তোমরা গোলায় যাও

ছোট গোল কাঁচের অ্যাকুরিয়ামে থাকত একটা গোল্ডফিস। সারাদিন ঘুরপাক খেলত সেখানেই। ওটাই ছিল তার পৃথিবী। সে মনে করতো পুরো পৃথিবীটাই গোল।

এদিকে কাঁচের লম্বা একটা অ্যাকুরিয়ামে থাকত একটা গোল্ডফিস। সে মনে করতে পুরো পৃথিবীটাই চারকোনা।

কাঁচের জগে থাকত একটা গোল্ডফিস। সেও মনে করতো পুরো পৃথিবীটাই লম্বা কাঁচের জগের মতো।

বড় বালতির মধ্যে থাকতো একটা গোল্ডফিস। সেও মনে করতো পুরো পৃথিবীটাই বুঝি বড় বালতির মতো।

একদিন গোল্ডফিসগুলোর বাবা-মা ভাবল বাচ্চাদের অনেক বয়স। এবার তাদেরকে স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া দরকার। গোল্ডফিসগুলোকে স্কুলে ভর্তি করে দিল তারা।

দিন গেল, সপ্তাহ গেল। স্কুলে যা হয়, তারপর পরীক্ষা। একবার পরীক্ষায় এল, পুরো পৃথিবীর আকার কেমন?

একটা গোল্ডফিস লিখল গোল, একটা লিখল চারকোনা। একটা লিখলো কাঁচের জগের মতো, আর একটা লিখলো বালতির মতো।

দুদিন পর, পরীক্ষার ফলাফল বের হলো। একজন ছাড়া বাকি তিনজনই বড় বড় গোল্লা পেল। সেটা দেখে সবার মন খারাপ, একজন তো বাবা-মা এর বকার ভয়ে কেঁদেই দিল। এটা দেখে টিচার বলল, 'কী ব্যাপার তোমরা কাঁদছ কেন? সবার এত মন খারাপ কেন?

একজন মিনমিন করে বলল, 'আমরা সবাই গোল্লা পেয়েছি'। তাই আমার মন খারাপ, টিচার হেসে বলল 'ওরে বোকার দল! ওটা তো গোল্লা নয়!'।

'পৃথিবী গোল হয়, তোমরা সেটা ভুল লিখেছ। তাই তোমাদের খাতায় পৃথিবী যে গোল, সেটাই আমি এঁকে দিয়েছি।'

এটা শুনে সবাই হেসে উঠলো!

সামিহা বিনতে হালিম হেমন্তা
শ্রেণি : ৪র্থ, রোল : ১৮
শাখা : চ (বেগুনী)
ইংরেজি ভার্সন

মানুষের অনুকম্পা পাওয়ার চেয়ে ঈর্ষা পাওয়া শ্রেয়।

- হেরোডোটাস

এক মায়ের আত্মত্যাগ

গল্প নয় সত্যি। শেষটা শুরুর আগে শুরু না করে প্রথমটা দিয়েই শেষ করবো। এক মা সন্তান জন্ম দেওয়ার আগেই বিধবা হয়ে গেল। সন্তান ভূমিষ্ট হলো বাবার মৃত্যুর পর। সন্তানের বিদ্যালয়ে ভর্তির বয়স হলো। মা সন্তানকে নিয়ে বিদ্যালয়ে পড়ার জন্য নিয়ে যান কিন্তু সে মা ছিল অন্ধ। অন্ধ মা ছেলেকে নিয়ে বিদ্যালয়ে যেতে যেতে ছেলে দশ ক্লাশে কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হলো। কিন্তু ছেলের সহপাঠীরা মা অন্ধ বলে প্রায়ই ছেলেকে অবহেলা করতো। কখনো কখনো অন্ধ মায়ের ছেলে বলে পদ্মলোচল বলতো। এমনি করে ছেলে কৃতিত্বের সাথে বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করে স্কলারশিপ নিয়ে স্বপ্নের দেশ আমেরিকা পাড়ি জমালো। ছেলের অনেক নামডাক। আমেরিকা গিয়ে এক রাজকন্যাকে বিয়ে করে অন্ধ মাকে ভুলে গেল। মা'র কোন খবরই রাখলো না। খ্যাতনামা ছেলের ডাক পড়লো দেশে আসার। দেশবাসী তাকে বরণ করবে ফুলের মালা দিয়ে। ছেলে দেশে আসলে ফুলের মালায় ভূষিত হয়। দেশে এসে ছেলের মনে পড়লো অন্ধ মা'র বাড়ীর কথা। বাড়ীর দিকে রওনা হলো। এক সময় বাড়ীতে এসে পৌঁছালো। বাড়ীতে অনেক লোকের সমাগম। ছেলে লোকের ভীড় ঠেলে অগ্রসর হলো। দেখলো এক অন্ধ মায়ের মৃত্যু। এ যে তারই সেই অন্ধ মা। মৃত মার পার্শ্বে একটি ধূসর খাম। খামটি ছেলেটি খুললো।

খামটির ভেতর একটি চিরকুট পেল। চিরকুটে লেখা - বাবা আমি অন্ধ ছিলাম না, তুমি ছিলে জন্মান্ধ। তোমার অন্ধত্ব দূর করতে আমার চোখের কর্নিয়া দিয়ে আমি অন্ধ হয়ে গেলাম তুমি পেলে দৃষ্টি, এটাই ছিল আমার আত্মতুষ্টি। এ অজানা গল্প জানার পর ছেলের কি হওয়া উচিত? পাঠক, ছেলেটি পাগল হয়ে গেল। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে গেল।

সিনথিয়া বিনতে মতিন
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ০৭
শাখা : মাদামকুরী

যে গৃহে মা নেই, স্নেহের শীতল পরশ সে গৃহে নেই।

- জন অস্টিন

এক অটুট বন্ধুত্বের গল্প

প্রথম যখন 'মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ' নামক স্কুলটিতে পা দিলাম, তখন যে আনন্দে মনটা ভরে উঠল। ইস! কত বড় স্কুল! কত বড় খেলার মাঠ! ভাবতেই পারছি না। অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একটা মেয়ের সাথে ধাক্কা লাগল। মেয়েটার হাতে অনেকগুলো খাতা ছিল। সব নিচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। আমি সেগুলো তুলে দিতে দিতে বললাম, 'সরি আপু, আমি খেয়াল করিনি'। সে উত্তরে শুধু বলেছিল, 'না না ঠিক আছে'। বলে মেয়েটা চলে গলে। আমার ক্লাস নির্ধারণ করা হলো 'ওয়ান পে-ট্টা'। ক্লাসে গিয়ে খেয়াল করলাম, যে মেয়েটির সাথে আমার ধাক্কা লেগেছিল, সেই মেয়েটিও এই ক্লাসে পড়ে। আমি ভাবলাম ভালোই হলো। সুযোগ বুঝে মেয়েটির সাথে আলাপ করব। 'ফাস্ট টার্ম' এ সেই সুযোগ এলো না। 'সেকেন্ড টার্ম' পরীক্ষা নিজেই আমার কাছে সেই সুযোগ নিয়ে এলো। ওর সিট পড়ল আমার পাশে। ও আমাকে প্রথম বলেছিল, 'তোমার কাছে সার্পনার হবে? তখন ও আমার কাছ থেকে প্রতিদিন কম করে হলেও পাঁচবার করে সার্পনার নিত। কিন্তু পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর ও আমার সাথে আর কথাই বলত না। বরং আমার সাথে ওর ঝগড়া শুর" হয়ে গেল। আমার বন্ধুরা বলল ও নাকি এরকমই। একটু অহংকারী ধরনের। পেছনের রোলের মেয়েদের সাথে মিশতে চায় না। এটা আমার খুব খারাপ লেগেছিল। আমি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমি ওকে দেখিয়ে দেব পেছনের রোলের মেয়েরা কীভাবে ভালো রেজাল্ট করতে পারে। আলহামদুলিহ, আমি পেরেছিলাম। ওর আর আমার রোল প্রায় কাছাকাছি চলে আসলো। এরপর হয়তো ও নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল। আস্ে আস্ে আমাদের ঝগড়া কমে আসলো। দুজন দুজনের সাথে ভালো ব্যবহার করতে লাগলাম। ক্লাস টু এর ক্লাস পার্টির দিন সে আমাকে বলল 'আমরা কি বন্ধু হতে পারি'? কেন জানি না, সেদিন আমি না বলতে পারিনি। সম্ভব হয়ে উঠেনি আমার পক্ষে। দুজন ঝগড়াটে মেয়ের বন্ধুত্ব আস্ে আস্ে কখন যে 'বেস্ট ফ্রেন্ডশিপ' এ রূপ নিল, বুঝতেই পারলাম না।

আশা করি আমার সহপাঠীরা বুঝতে পেরেছ আমি কার কথা বলছি। এখন আমি ক্লাস ফাইভ এ পড়ি। আজ আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবতী মনে করেছি। কারণ তার মতো একজন মানুষকে নিজের বন্ধু হিসেবে পেয়েছি। 'ক্লাস টুর' সেই ঝুঁটি করা দুই মেয়ের বন্ধুত্ব আজও শেষ হয়ে যায়নি। আশা করি, কোনো দিন শেষও হবে না।

রাদিয়া ফাতেন
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ০৫
শাখা : ইবনেসিনা

জীবনটা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে বহু বন্ধুর সুমহান বন্ধুত্বে।
- সিডনি স্মিথ

ডিজিটাল যুগে জলপরি

এক লোক তার 'আনস্মার্ট' (Normal Mobile) ফোন হাতে নিয়ে সাঁকো পার হচ্ছিল। হঠাৎ তার হাত থেকে ঐ Unsmart Mobile Phone টা নদীর পানিতে পড়ে গেল। রীতিমতো সে সাঁকোর ঐ পাড়ে গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করল। তার কিছুক্ষণ পর নদীর পানি থেকে এক জলপরি উঠে এল।

ডিজিটাল যুগে হঠাৎ এই জলপরী দেখে সে অবাক হয়ে গেল। তখন জলপরি তাকে জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে? তুমি কাঁদছ কেন?

তখন লোকটা Normal ভাবেই Question এর Answer দিল। সব শুনে জলপরী বলল। 'থাক থাক! আর Cry করা লাগবে না। আমি দেখছি কী করা যায়! এই বলে জলপরী ডুব দিল।

জলপরীর কথা শুনে লোকটা তো হতভম্ব। জলপরী আবার English বলে! যাক! কিছুক্ষণ পর জলপরী একটা iPhone 6 Plus নিয়ে এসে বলল, এটা কি তোমার সেই হারিয়ে যাওয়া ফোন? লোকটা বলল, "না"। তারপর জলপরী আবার একটা ডুব দিয়ে Samsung Galaxy A8 নিয়ে হাজির হয়ে বলল, 'এটা কি তোমার ফোন?' লোকটা আবারও বলল, "না"। তারপর জলপরী তার Unsmart ফোন এনে বলল 'এটা তোমার?'। লোকটি খুশিতে বলল, "হ্যা, এটাই আমার ফোন"। তখন জলপরী খুশী হয়ে সততার পুরস্কার হিসেবে ৩টি মোবাইল-ই তাকে দিয়ে দিল।

কিছুদিন পর তার বন্ধু লোকটির কাছে ৩টি দামী ফোন দেখে জিজ্ঞেস করায় সে সব বলে দিল। তারপর তো লোকটাও একটা দামী ট্যাব নিয়ে সাঁকোর মাঝখানে ফেলে দিল। তারপর পাড়ে গিয়ে কান্নাকাটি শুরু করল। এবারও জলপরী উঠে এল এবং জিজ্ঞেস করল কী হয়েছে? তখন সে সবকিছু খুলে বলল। সব শুনে জলপরী একটা ডুব দিয়ে iPhone 6 Plus নিয়ে এল। লোকটি iPhone 6 Plus দেখে লোভ সামলাতে না পেরে বলল, 'হ্যা' এটাই আমার সেই হারিয়ে যাওয়া ফোন। এই কথা শুনে জলপরী এক ডুব তো দিল আর উঠেই এল না।

মাইশা আবেদীন
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ৩০, শাখা : সক্রেটিস

একটি হারানো বিজ্ঞপ্তি

বেশ কিছুদিন আগের কথা। আমি টিভির সামনে বসে ভাত খাচ্ছিলাম। হঠাৎ আম্মার ফোন বেজে উঠল। ফোনে কথা বলতে বলতে হঠাৎ আম্মু চিৎকার করে বললো, 'শাফিন হোস্টেল থেকে নিখোঁজ।' আমি একটু অবাক হই। শাফিন আমার খালাতো ভাই হয়। ভাবলাম মনে হয় কেউ আম্মুর সাথে দুষ্টামি করছে। ফোন রাখার পর আম্মু অনেক কান্না শুরু করল। তখন বুঝলাম ঘটনাটা সত্য। বাসায় সবাই অনেক চিন্তায় পড়ে গেল। শাফিন কিভাবে হোস্টেল থেকে নিখোঁজ হলো?

পুলিশ, থানা, ডিজি, র‍্যাব, সিআইডি সবার কাছে রিপোর্ট করা হলো। টাঙ্গাইলের একটি হোস্টেলে থাকতো শাফিন। আমার মামা খবর পাওয়ার সাথে সাথে ঢাকা থেকে রওনা দিল টাঙ্গাইলের উদ্দেশ্যে। ঢাকায় আর আমার মায়ের মন টিকে না। এ সময় আমার বড় বোনের টেস্ট পরীক্ষা হচ্ছিল। আম্মু যেতে চাচ্ছিল না কিন্তু মন যেতে চাচ্ছিল। তাই আমার বড় বোনকে শাসন করে করে পড়া শেষ করার পরের দিন রওনা দিলো। টাঙ্গাইলের রাস্তায়, গলিতে গলিতে মামা, আম্মু, খালামণি, খালু, আব্বু, সবাই খুঁজছিলেন, এদিকে শাফিনের চাচা সিরাজগঞ্জ থেকে শাফিনকে খুঁজতে টাঙ্গাইলে আসছিলেন ট্রেনে করে। স্টেশনে পৌঁছানোর পর তিনি হঠাৎ শাফিনকে দেখেন তার সমবয়সী একটি ছেলের সাথে। তিনি চিৎকার করে 'শাফিন!' বলে শাফিনের কাছে দৌড় দিলেন। কিন্তু তিনজন ছেলে তাকে বাঁধা দিলো, আর বলল, 'ব্যাটা, কি সমস্যা? ওদিকে কই যান? শাফিনের চাচা বললেন, 'সরেন আপনারদের কাছে কৈফিয়ত দেওয়াটা গুরত্ব মনে করি না। ছেলেগুলো শাফিনকে ট্রেনে দ্রুত ওঠিয়ে দিয়ে গেলো, ট্রেন ছেড়ে দেওয়ার পর শাফিনের চাচা চলন্ত ট্রেনের ভিতরে ঢুকে পড়লেন, তারপর ছেলেগুলো তাঁর সাথে খারাপ আচরণ শুরু করল, ট্রেনের উপস্থিত যাত্রীরা শাফিনের চাচার কাছে বিষয়টা সম্পর্কে জানতে চাইলেন। শাফিনের চাচা সব খুলে বললেন, তারপর সকল যাত্রী সাহায্য করলো তিনি শাফিনকে উদ্ধার করেন সবার আগে খালামণিকে ফোন দিয়ে জানালেন, খালামণি কেঁদে ফেললেন সবাই চিন্তামুক্ত হলেন আমি অনেক খুশি হলাম। কারণ শাফিন আমার বেশ ভালো বন্ধু। সবকিছু আবার ঠিক হয়ে গেল।

নাজিয়া ফিরদাউস হাসান
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ৪৪, শাখা : সক্রেটিস

আশা

- কিরে ছোকড়া, নাম কি?
- দীপ্ত।
- স্কুলে পড়িস?
- না।
- তাহলে কি করিস?
- লোকজনের কামে সাহায্য করি।
- তা তো ভালোই। এরাম ছেলে-পেলে এ গাঁয়ে থাকলে আমাগোতো খুব ভালোই অয়।

এরকম কথাবার্তাই শোনা যাচ্ছিল পুকুর পাড়া গ্রামের সবুজ হাওলাদারের চায়ের দোকান থেকে। দীপ্ত তখন সবুজ হাওলাদারকে কাজে সাহায্য করছিল। একবেলা কাজে সাহায্য করলে চা-বিস্কুট জোটে দীপ্তর পেটে। সবুজ হাওলাদারের কাজ শেষ হলে সে হাঁটা শুর করল। হাঁটতে হাঁটতে সে দেখতে পেল এক মহিলা তার কাজের ছেলেকে বেদম মারছে। পরে সে বুঝতে পারল যে ছেলেটি উঠোন ঝাড়েনি, তাই তার মালিক তাকে মারছে। এই দেখে সে সামনে এগিয়ে এল এবং বলল, 'খালাম্মা, আমি উঠোন ঝাড়ু দিয়া দেই?

- দাও তো বাবা। আমার এই কাজের পোলাটা তো উঠোনই ঝাড়তে পারে না। ওরে একটু বেশিই মারছি।
- দেন খালাম্মা, ঝাড়ু দেন।
- নাও বাবা।

দীপ্ত খুব সুন্দর করে উঠোন ঝাড়ু দেয়। ঝাড়ু দেয়া শেষ হলে সে ওই মহিলার কাছে যায়। তখন মহিলা বলল,

- বাহ্ খুব সুন্দর হয়েছে। বয়স কত?
- বারো।

তখন মহিলাটি তার টাকার থলে থেকে তাকে পাঁচ টাকার দুটো নোট দেন। বের হয়ে আসার সময় দীপ্ত দেখতে পায় একটি ছেলে রাস্তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দেখে মনে হয়, যেন অনেক দিন খায়নি। এই দেখে দীপ্তর মনে মায়া জন্মাল। সে তাকে পাঁচ টাকার একটি নোট দিল। এভাবেই দীপ্তর দিন চলতে থাকে। কখনো আধপেটা আর কখনো না খেয়েই দিনটা কাটিয়ে দেয়। দীপ্তর খুব ইচ্ছা সে মানুষকে সাহায্য করবে। কখনো কাঠমিস্ত্রির দোকানে, কখনো কৃষকের কাজে, কখনো ধান ভাঙার কাজে সে নিয়োজিত থাকে। সে কখনো কারোর কাছে টাকা চায় না। তবুও গ্রামবাসী তাকে আদর করে টাকা দেয়। এভাবেই দিন চলতে থাকে।

ইতোমধ্যেই গাঁয়ের প্রায় সব লোকের প্রিয় পাত্র হয়ে উঠল দীপ্ত। এই দেখে পাড়ার দুষ্টু ছেলেদের মনে হিংসা জন্মাল। এতে দীপ্তর কিছু যায় আসে না। দীপ্ত আজ আলিম চাচার মুদি দোকানে বেচাকেনায় সাহায্য করছে। কাজ শেষে চলে যাওয়ার সময় আলিম চাচা দীপ্তকে বললেন,

- এই দীপ্ত, শুনে যা।
- কিছু বলছেন, চাচা?
- হ্যাঁ, এদিকে আয়।

দীপ্ত কাছে গেলে আলিম চাচা বলেন,

- এই নে, দুমুঠো চাল নিয়ে যা। খড়কুটো জোগাড় করে কারো বাসা থেকে হাঁড়ি ধার নিয়ে রেঁধে খেয়ে নিস।
- আমি তো চাইনি।
- আমিও তো জানি তুই চাসনি। আমি আদর করেই তোরে দিলাম, নে বাবা।
- দেন তাহলে।

এভাবেই দীপ্ত প্রতিনিয়ত মানুষকে সাহায্য করতে থাকে। তারপর দুমাস পেরিয়ে গেছে। হঠাৎ করে দীপ্তর খুব জ্বর উঠল। সাথে মাথাব্যথা ও পেটব্যথা। দীপ্তকে দেখার মতো কেউ নেই। সে শুয়েই রইল।

সকাল গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল পার হয়ে গেল। ক্রমে ক্রমে অবস্থা আরো খারাপ হচ্ছে। তার উপর সেই সকাল থেকে কিছু খায়নি। খুব কষ্ট হচ্ছে তার। মনে হয় যেন নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। সারা শরীর প্রচ ব্যথা করছে। পরে সকালবেলা সে মৃত্যুবরণ করে।

সেই দিনের পর থেকে দীপ্তকে আর মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসতে দেখা যায় নি। সে চিরতরে সবার কাছ থেকে বিদায় নেয়। আমার মনে হয়, দীপ্তর আশাটি পূর্ণ হয়েছে।

তাহমিদুল হাসান রাফিদ
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ০২, শাখা : ইবনে খালদুন

মুক্তিযুদ্ধের স্মরণে

১৭ই নভেম্বর, ১৯৭১ সাল। দিনটি ছিল বৃহস্পতিবার। সেদিন হাল্কা ঠাণ্ডা পড়ছে। নান্টু মিয়া ও আলি মাতিন আরও কয়েকজনকে নিয়ে ছোট একটি মুক্তিবাহিনী গড়ে তুলেছে। সকালে আরও ১৮ জন বাড়তি সেনা আসার কথা ছিল। কিন্তু তারা আসেননি। হঠাৎ আকাশ কালো হয়ে আসে। কানায় কানায় মেঘ জমা হয়। সে সময় হঠাৎ পাক-বাহিনীদের গোলাবর্ষণ শুরু। নান্টু মিয়া তার রাইফেলটি হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। সে যখন যুদ্ধ করছে তখন হঠাৎ একটি বুলেট এসে লাগে আলি মাতিনের ডান কাঁধে, তিনি আহত হন। এরকম আরও দুইজন নিহত হলেন। তারা কিছুক্ষণের মধ্যে জায়গাটি দখলে নিলেন এবং সেখানে তাবু গাড়লেন। ঠিক বিকাল ৫:১৫। হালকা অন্ধকার ছিল সময়টা। সেসময় বরকম রেহমান বলল, আগের জায়গাটি পাক-বাহিনীদের হাতে। অনেকেই সেখানে যুদ্ধরত আছে। একথা শুনে নান্টু মিয়া রাইফেল নিয়ে দৌড়াতে গেলেন। ৭টি বুলেট পুরে নিলেন ও যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে যুদ্ধ শুরু করলেন। আহত আলি মাতিন তার পাশে শুয়ে শুয়ে মেশিন গান চালাচ্ছিলেন। হঠাৎ সেখানে একটি বোমা পড়ায় তিনি শহীদ হলেন। নান্টু মিয়া অবস্থা খারাপ বুঝে সবাইকে সরে যেতে বললেন, কারণ চারপাশে তাদের ঘেরাও করেছিলো অনেক পাক-বাহিনী। সবাই সরে গেলেন। নান্টু মিয়া একাই মেশিন গানটি চালিয়ে গেলেন। চালাতে চালাতে তার মাথায় একটি বুলেট লাগলো, তিনিও শহীদ হলেন। বালি মাটি রক্তে লাল হয়ে গেল।

এরকম আরও অনেক বীর যোদ্ধা এখন হাত পা হারিয়ে হয়ত পঙ্গুত্ব বহন করছেন। তাঁদের শ্রদ্ধা করেছে লাখো মানুষ। তাদের এই আত্মত্যাগের জন্যই হয়ত আমরা স্বাধীন হয়েছি। অর্জন করেছি একটি জাতীয় পতাকা, একটি স্বাধীন মানচিত্র। এর ফলে আমরা বলতে পারি, আমারা পরাধীন নই, আমরাও স্বাধীন। একসময় এই স্বাধীনতার চিন্তা মুক্তিযোদ্ধাদের মাথায় বেগবান হয়েছিল। তাদের জন্য আমরা গর্ববোধ করি।

জেসন সরকার (জয়)
শ্রেণি : ৭ম , রোল : ৪৮
শাখা : ইবনেসিনা

মা

ক্যান্টিনে বসে ICT ল্যাবের খাতা প্রস্তুত করছিলাম। এমন সময় জয়া এসে পাশে বসল। বললাম, 'কিরে, কি খবর? কোথাও যাবি নাকি?'

- আর বলিস না দোস্, পড়তে যাবো। এই তোর ফোনটা একটু দে তো, games খেলবো।
- মাল্টিমিডিয়া নাই, simple সেট আছে, চলবে?
- আরে দে দে, snake গেমস খেলার মজাই আলাদা।

গেমস খেলতে খেলতে হঠাৎ ফোনে রিং টোন বেজে উঠল। জয়া উলসিত হয়ে বলল, 'দোস্, তোর মা ফোন দিয়েছে, মা'।

আমি অবাক হলাম আর মনে মনে বললাম, মা ফোন দিয়েছে এতে এতো উলসিত হওয়ার কী আছে? ফোনটা ধরে কিছুক্ষণ কথা বললাম। তারপর কথা শেষ করে জয়ার দিকে ঘুরে জিজ্ঞেস করলাম, ''আমার মা ফোন দিয়েছে তো তুই এতো আনন্দিত হলি কেন''? উত্তরে জয়া যা বলল, তা শুনে আমার চোখ দুটো ছলছল করে উঠল। ওর উত্তরটা ছিল এরকম,''জানিস দোস্, সবার ফোনে 'মা' নামে সেভ করা নাম্বার থেকে ফোন আসে। আর আমার এগুলো দেখতে খুবই ভালো লাগে। কিন্তু আমি এমনই হতভাগা, আমার ফোনে এই মা লেখা নাম্বার থেকে কোন দিনই ফোন আসল না'।

পরে জানতে পারলাম, জয়া যখন খুবই ছোট তখনই তার মা মারা যায়। যার মা নেই শুধু সেই বুঝতে পারে বিষয়টা কতটা কষ্টের। আর এই মায়ের সাথে আমরা কতইনা খারাপ ব্যবহার করি।

সাদিয়া আফরিন
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ০১, শাখা : ধ্রুবতারা

ভূতের ভয়

মাঝরাত, আকাশে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ। চারিদিকে সুনসান নীরবতা। আশেপাশে একজন মানুষও নেই। দু'পাশে বিস্তীর্ণ মাঠ নিয়ে পাকা রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে নুশাইদা। পরদিন তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী তানহার জন্মদিন। যাচ্ছে তারই বাসায়। উদ্দেশ্য পরদিন সকালে তাকে চমকে দেওয়া। তানহার আম্মুকে বলে সব ঠিকঠাক করে নিয়েছে আগেই। তাদের আরও দুই বান্ধবী আসবে আগামীকাল জোনাকি ও নাজিয়া।

আকাশে মেঘ নেই। ম্লান চাঁদের আলো গলে পড়ছে রাস্তার উপর। তারপরও মোবাইলের টর্চ জ্বেলে পথ দেখে নিচ্ছে নুশাইদা। গুগল ম্যাপ অনুযায়ী তাকে আরও প্রায় দেড় মাইল হাঁটতে হবে। ভালই লাগছে তার। ঠান্ডা হওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যাচ্ছে। ও শুনেছে এই এলাকাটা নাকি ভাল না। নানা রকম অশরীরীর আড্ডা এখানে। নুশাইদা অবশ্য বিশ্বাস করেনি। যখন কোনো গাড়ি এদিকে আসতে রাজি হলো না, তখন তার মেজাজটা একেবারে বিগড়ে গেল।

পেছন থেকে একটা খসখস শব্দ আসতেই ভাবনায় ছেদ পড়ল নুশাইদার। ঝট করে পেছন ফিরল সে। কেউ নেই। রাস্তার একধারে একটা ছোট্ট কুটির। দরজায় তালা দেওয়া। কেউ নেই সেখানে। তাহলে কে করল শব্দটা?

ব্যাপারটাকে মনের ভুল ভেবে আবার পথ চলতে লাগল নুশাইদা। কিছুদূর যাওয়ার পর মনে হলো যেন কেউ তাকে অনুসরণ করছে। ঠিক তখনই ভূতের ভয় তার মনে বাসা বাঁধতে শুরু করল। পেছন ফিরল না সে। ফিরলে আবার কী না কী দেখতে পায়! রাস্তার মাঝখানে অজ্ঞান হবার কোনো ইচ্ছা নেই তার। মনে মনে দোয়া দরূদ পড়তে শুরু করবে, ঠিক সে সময়.....

একটা হাত নুশাইদার কাঁধ খামচে ধরল! হাতটার বড় বড় তীক্ষ্ণ নখ তার কাঁধ ফুটো করে দিতে চাইছে যেন! চিৎকার দিয়ে পেছন ফিরল সে। মনে হলো যেন চোখের ডান কোণ দিয়ে কিছু একটাকে সরে যেতে দেখল। সাহস সঞ্চার করে পেছনে ফিরতেই যা দেখল তার জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিল না সে।

সাদা আলখাল্লা পরা একজন মহিলা তার সামনে দাঁড়িয়ে। হাঁটুসমান চুল মুখের সামনে ছড়ানো। হাত দুটো সামনের বাড়িয়ে রেখেছে। কনুইয়ের নিচ থেকে লম্বা লম্বা লোম বেরিয়ে পড়েছে। নখগুলো কালো কালো, লম্বা আর তীক্ষ্ণ। চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল নুশাইদা। কোথা থেকে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ আসছে।

জ্ঞান ফেরার পর তৃতীয়বার চিৎকার দিয়ে উঠে বসল নুশাইদা। কারণ তার মাথার কাছে সেই ভূতটা বসে আছে। হঠাৎ ভূতটা বলে উঠল, 'আরে, আমি, আমি!' বলে মুখের উপর থেকে চুল সরালো সে। এ যে তানহা! চোখ ছানাবড়া করে তার দিকে তাকিয়ে আছে নুশাইদা। তখন খেয়াল করল, তার দুই পাশে জোনাকি আর নাজিয়া বসে আছে!

হাসতে হাসতে মাটিতে লুটোপুটি খেতে লাগল তিনজন। তানহার উইগ খুলে পড়ে গেল। বেরিয়ে পড়ল আসল কালো কোঁকড়া চুল। নুশাইদা এখনও থ'বনে আছে। তাহলে কি এর সবটাই ফজলামো ছিল?

তানহা বলল, 'প্রথম থেকেই আমরা তোর সাথে আছি। জোনাকি আর নাজিয়া আমাকে সব বলে দিয়েছে। খসখস শব্দটা আমরাই করেছিলাম, কুটিরটার পেছন থেকে" জোনাকি বলল, "যখন ভূত ওরফে তানহাকে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করলি, তখন আমি এটা বাজাচ্ছিলাম"। ওর ফোনের একটা বাটন চাপল জোনাকি; আবার শোনা গেল সেই ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ।

নুশাইদা বলল, "কিন্তু তোদের তো দেখতে পাইনি। কোথায় ছিলি তোরা তখন?"

"তোর পাশেই," জবাব এল, 'তুই ভূতের ভয়ে এতটাই আচ্ছন্ন ছিলি যে, আমাদের দেখতেই পাসনি। আর তোর চেহারাটা যা হয়েছিল না!" বলে আবার হাসতে লাগল তিনজন।

তাসমিয়াহ্ তারান্নুম
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ০৮
শাখা : শুকতারা

সেল ফোন

মেয়েকে নিয়ে মিসেস সুলতানা পারভীন কিছুদিন যাবৎ ভালোই বিপদে পড়েছেন। পনেরো বছরের ক্লাস নাইনে পড়ুয়া মেয়ে বিভা জেদ ধরেছে সেলফোন কিনে দেয়ার জন্য। মেয়েকে অনেক বুঝিয়েছেন সুলতানা। এই বয়সটা সেল ফোন নেবার জন্য উপযুক্ত নয়। কিন্তু বিভা কিছুতেই বুঝবে না। তাকে হয়তো শেষ পর্যন্ত বুঝিয়ে মানানো যেত। কিন্তু মেয়ের বাবা যখন নিজেই মেয়ের পক্ষে তখন তিনি একা কিইবা করতে পারেন। বিভার বাবা রায়হান হক সবসময় বলেন, 'তুমি এখনো সেকেলেই রয়ে গেছ। এখনকার ছেলে মেয়েরা সবসময় আপ-টু-ডেট থাকতে চায়। এটাই যুগের চাহিদা। আমাদের উচিৎ তাদের উৎসাহ দেয়া। তুমি সবসময় সবকিছুতে না কর। এটা ঠিক না।

তাঁর অকাট্য যুক্তির সামনে সুলতানা পারভীন নিশ্চুপ দাঁড়িয়ে থাকেন। কিন্তু তবু মন থেকে ব্যাপারটা মানতে পারেন না। সেবার যখন বিভা কক্সবাজার যাবার জন্য বায়না ধরেছিল তখন তিনি একদমই অনুমতি দেন নি। পনের-ষোল বছরের একদল ছেলে-মেয়ে একা একা কক্সবাজারে গিয়ে করবেটা কী? সাথে কোনো অভিভাবকও নেই যে দেখে শুনে রাখবে। মেয়ে তো দুইদিন যাবৎ তার সাথে কথাই বলেনি। ভিতরে ভিতরে কষ্ট পেলেও তিনি মুখ ফুটে কিছুই বলেননি মেয়ের ভালোর জন্য সব সহ্য করবেন মিসেস পারভীন। কষ্ট করেছেন, তার ভালোর জন্য এটুকু কষ্ট তো কিছুই না।

দেড় মাস পরের কথা। বিভাদের পাশের ফ্ল্যাটের ঊষা, বিভার চেয়ে এক-দেড় বছরের ছোট। ওকে ওর বাবা-মা মাদক নিরাময় কেন্দ্রে পাঠাচ্ছে। সেলফোনে কথা বলে কিছু বাজে ছেলের পালায় পড়েছিল, তাদের সাথে মিশেই মাদকের নেশায় জড়িয়ে পড়েছে। মাদকের টাকা জোগাড় করবার জন্য ইদানীং মা-বাবার সাথে চরম খারাপ ব্যবহার করত। খবরটা শুনে বিভা রীতিমতো শিউরে উঠল। নিজেকে ঊষার জায়গায় কল্পনা করতে গিয়ে কেঁপে উঠল সে। পরক্ষণেই স্বাভাবিক হল। মাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিল সেল ফোনের অনুমতি না দেয়ার জন্য আর ভাবল, সত্যিই মোবাইল ফোন এই বয়সের জন্য উপযুক্ত নয়।

জেরীন তাসনিম
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ০৩
শাখা : ধ্রুবতারা

গল্প হলেও সত্যি

আমি শীতকালে গতবছর নানু বাড়িতে গিয়েছিলাম। যেহেতু গ্রামের বাড়ি, সেখানে অনেক আনন্দ করে রাতে ঘুমিয়েছি। হঠাৎ রাতে ঘুম ভেঙে গলে। হয়তো দু'টো বাজে। অন্ধকার রাতে হালকা হালকা আলো বাইরে থেকে ঘরের ভেতরে আসছে। হঠাৎ দেখি দরজার পাশে একটা মহিলা ঘোমটা দিয়ে শাড়ি পরে হামা দিয়ে বসে আছে। কিন্তু দেখলাম যে আমার মা আমার পাশে শুয়ে আছে। নানুতো এত রাতে এভাবে বসে থাকবে না। তাহলে কে বসে আছে!! আমার গা-হাত-পা ভয়ে ঠান্ডা হয়ে আসছে। আমি ভাবছি এত রাতে কে বসে আছে যাকে আমি চিনি না!! আমার মাকে জাগিয়ে তোলার শক্তিটুকু ছিল না। তারপর ভয়ে ভয়ে আস্তে করে মাকে ডাকলাম। তারপর মা ঘুম থেকে ওঠার পর তাঁকেও দেখালাম। পরে মাও ভয়ে ভয়ে উঠে লাইটটা জ্বাললো। সেই ঘটনা দেখেতো আমি অবাক। দেখি ওটা কোনো মহিলা ছিল না। ওটা আসলে একটা কুলো ছিল। গতকাল রাতে নানু কুলোতে চাল ঝেড়ে তা আমাদের ঘরের দরজার পাশে রেখেছিলেন। আর অন্ধকারে আমি তা দেখে একটা মানুষ ভেবেছিলাম। পরে আমার মন একটু শান্ত হলো।

সামিয়া জামান
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ১৩
শাখা : ধ্রুবতারা

আমার স্বপ্ন

আমি এরিন। ভালোবাসি খেলতে আর বই পড়তে। প্রতিদিনই বিকালে মাঠে যাই খেলতে। আমাদের বাসার সামনে একটি মাঠ আছে। আমাদের এলাকার অনেক ছেলেমেয়েই বিকালে ওখানে খেলে। খেলা শেষ হলে আমরা বাড়ি চলে আসি।

কিন্তু কয়েকদিন আগে খেলার মাঠে এমন একটি ঘটনা ঘটল, তারপর থেকে মাঠে গেলে আর আগের মতো খেলতে ইচ্ছে করে না। চোখ থাকে শুধু পথচারী শিশুদের দিকে। সেদিন মাঠে খেলতে গিয়ে দেখি দু'জন পথচারী শিশু মাটিতে দাগ কেটে কি যেন খেলছে। আমি আরেকটু কাছে গিয়েই লক্ষ্য করলাম যে তারা দাবা খেলছে। মাটিতে দাগ কেটেও যে দাবা খেলা যায় সেটা আমি চোখে না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। আমি তাদের কাছে গিয়ে বললাম, 'আমি একটু খেলি!' আমার কথায় একজন উঠে গেল। আমি বসে আরেক জনের সাথে দাবা খেলতে গিয়ে চমকে গেলাম। দেখলাম যে স্রেফ কয়েক মিনিটে আমাকে হারিয়ে দিল। আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'এত সুন্দর খেলা কোথায় শিখলে তুমি? কী নাম তোমার?' ছেলেটি বলল, 'আমি লতিফ। আমি বস্তিতে থাকি। আমি সারাদিন কাগজ টোকাই আর দিনশেষে তা বিক্রি কইরা আমার পেট চালায়। একবার কাগজ টোকাতে গিয়া দেখলাম পার্কে বইসা একজন কী যেন খেলতেছে। আমি তার কাছে গিয়া দেখলাম। আমার আগ্রহ দেইখা তিনি আমাকে দাবা খেলা শেখান'। এরপর থেকেই আমার পথচারী শিশুদের জন্য কিছু করতে ইচ্ছে করে। তারা যদি আমাদের মতো সুযোগ পেতো তাহলে তারাও বড় কিছু করতে পারত।

এই কয়দিনে আমাদের সাথে লতিফের বেশ বন্ধুত্ব হয়ে গেছে। সেদিন হঠাৎ লতিফ এসে বলল, 'আমাদের বস্তিতে কাল রাতে আমরা একটা দাবা দুর্নামেন্ট করব। আপনারা রাত আটটার মধ্যে চইলা আইসেন।' লতিফ আমাকে এবং আমার তিন বন্ধু রাফি, আবির এবং জেরিনকে আমন্ত্রণ জানাল, এরপর লতিফ চলে গেল।

যাই হোক, অমার মাথায় তো শুধু একটাই ভাবনা। আমাকে অনেক বড় হতে হবে। তবেই পূরণ হবে আমার স্বপ্ন। পথ শিশুদের স্বপ্ন বাঁচিয়ে রাখতে চাই। তাহলে একটি দিন তারাও বড় কিছু করতে পারবে। তারাও আমাদের দেশের মূল্যবান সম্পদ।

এরিন রেজা
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ১১
শাখা : ধ্রুবতারা

স্বপ্ন তা নয় যা মানুষ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখে। স্বপ্ন তা-ই যা মানুষকে ঘুমাতে দেয়না।

- এ.পি.জে আব্দুল কালাম

হারানো সেই গল্প

টিভির সামনে বসে মা আর বাবা চা আর বিস্কুট খাচ্ছে। আমি ইউনিভার্সিটি থেকে বাসায় এসে সোফায় বসতেই দেখি টিভিতে খবর হচ্ছে। খবর জিনিসটা আমার ভালো লাগে না। কিন্তু আজকে খবর দেখার আগ্রহ অনেক বেশি। কারণ ভার্সিটিতে সব বন্ধুরা মিলে বলাবলি করছিলো যে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ নাকি ঘোষণা দিয়েছেন, 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'। আমির ওদের কথা উড়িয়ে দিয়ে বললাম ওগুলো সব মিথ্যা কথা। কিন্তু এখন নিজের চোখে দেখে আমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। প্রচণ্ড রাগে আমি চেঁচিয়ে বললাম, 'উফ'! এই লোকটার সমস্যাটা কি? পাকিস্তানেই তো ভালো ছিল। এখানে এসে ঝামেলা করার দরকার কি? আমার কথা শুনে মা আর বাবা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। আমার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। বাবা হঠাৎ বলল, 'তোমার কি হয়েছে? এসব কোন ধরনের কথা। তুমি কি জানোনা কিসে আমাদের স্বার্থ?' আমি মনে মনে ভাবলাম, 'আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম আমার বাবা তো পশ্চিম-পাকিস্তানীদের গোলাম। তাই তো আমরা এত উচ্চ বিলাসিতার সাথে দিন কাটাই'। ভাবতে ভাবতে কেমন যেন মনটা খারাপ হয়ে গেলো। রুমের দরজা খুব আওয়াজ করে বন্ধ করলাম। খাটের ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম আমরা কেমনভাবে স্বার্থপরের মতো দেশবিরোধী হয়ে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি নিচ থেকে মা ডাকছে। পারভীনের ফোন এসেছে। আমি ফোনটা কানে দিলাম। পারভীন বলছে, 'তৃষা তুমি শুনতে পাচ্ছো?' আমরা ২১ শে ফেব্রুয়ারিতে আমাদের আন্দোলন শুরু করবো। তুমি যদি চাও আমাদের তালিকায় তোমার নামটাও দিতে পারি'। আমার মনে এক ধরনের উত্তেজনা কাজ করছে। আমি বললাম, 'অবশ্যই! তুমি দাও। তবে আন্দোলন কোথা থেকে শুরু হবে? কে-ইবা লিডার হবে.....' আমার কথা না শেষ করতেই পারভীন বলল, 'ওগুলো পরে ভাবা যাবে। কালকে সকাল ৭.৩০ মিনিটে মিটিং কার্জন হলের সামনে ইউনিভার্সিটির ময়দানে। 'আমি বললাম, আচ্ছা। খুব আনন্দ হচ্ছে। মনটা হঠাৎ করে অনেক ভালো হয়ে গেলো। কিন্তু বুঝতে পারছি দেশের অবস্থা খুব খারাপ। এই সু-সংবাদটা বাবাকে দেওয়া যাবে না আজকে। কাল সকালে যাওয়ার আগে বলে যাবো তাহলে কেউ আটকাতে পারবে না। রাতে ঠিক মতো ঘুম হয়নি। তাই সকালে উঠতে একটু দেড়ি হলো। উঠে দেখি ৭.১৫ বাজে হুড়মুড় করে উঠে রেডি হয়ে নিলাম। নিচে যেয়ে দেখি বাবা পত্রিকা পড়ছে। আর মা খাবার আয়োজন করছে। রান্নাঘরে গিয়ে একটা রুটি আর এক গাস পানি দ্রুত খেয়ে নিলাম।

মা কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো। কিন্তু আমি বললাম, 'মা..... বাবা.... আমি আন্দোলনে যাচ্ছি। হয়তোবা আর নাও আসতে পারি। মা-বাবা হকচকিয়ে উঠে। তারা কিছু বলার আগেই দৌড়ে বের হয়ে আসতে চেয়েছিলাম। কিন্তু টিভিতে দেখি পুলিশের গুলিতে কয়েকজন ছাত্র নিহত হয়েছে। আমি প্রায় মা-বাবার অবাধ্য হয়ে ছুটে গেলাম কার্জন হলের সামনে। কিন্তু আমার আর কিছুই থাকলো না। আমার সব আশা শেষ। আমার তিন বন্ধু গুরুতর আহত। তবে পারভীনের কি হলো? আমি ছুটতে ছুটতে ঢাকা মেডিকেল কলেজে যাই। দেখি পারভীনের লাশ আমার পাশে পড়ে আছে। আমি চোখের পানি আর ক্রোধ ধরে রাখতে পারলাম না। তাই একাই গেলাম মিছিলে। সেইসব জানোয়ার পুলিশের মোকাবেলা করতে। কিন্তু আমার কি আর শেষ রক্ষা হলো। প্রচণ্ড গুলিতে আমার শরীর ঝাঁঝড়া হয়ে গেলো আমি দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না। চোখ বন্ধ হয়ে আসছে। আমি অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছি। এটাই কি তাহলে মৃত্যু? চোখ খুলতেই দেখি আমি হাসাপাতালের বেডে। আমার দুইপাশে আমার মা আর বাবা। পা আর কাঁধটা প্রচণ্ড ব্যাথা। নড়াতে পারছিলাম না। আমার জ্ঞান আসলে দেখি মা আর বাবা কাঁদছে। এই প্রথম আমি তাদের কাঁদতে দেখলাম। আমি হয়তোবা দেশের জন্য প্রাণ দিতে পারিনি তবে মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করেছি। আমি সফল হয়েছি। আর দু'জন রাজাকারকে দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছি। করতে পেরেছি। তবে হারিয়েছি আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু পারভীনকে।

তাসমিয়া বিনতে আমিন (নাবিলা)
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ০৮
শাখা : নিউটন

স্বাধীনতার ইতিহাস হচ্ছে প্রতিরোধের ইতিহাস। - টমাস উইলিয়াম্‌স।

বন্ধু মানে সব

সকালে ঘুম ভাঙল মোরগের ডাকে, কিন্তু আসল নয়। মোবাইলের অ্যালার্মের মোরগের ডাকে। সকালে স্কুলে যেতেই মিথ্যা প্রচার ছাড়লাম আজকে আমার জন্মদিন। ফলে আজমাইন এক বাক্স Dairy milk নিয়ে আসল। ঐটা দেখে মনে হলো প্রত্যেকদিন এরকম বায়না করলে অনেক ভালো হয়। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়। 2nd period এ বিজ্ঞান বই না আনার কারণে আনিসা-কে বাইরে বের করে দেয়। ফলে আমরাও বই না আনার ভান করে ৭ জন খুশিমনে চলে গেলাম বাইরে। আমাদের গ্রুপের নাম 8YD-আমি, আনিসা, রাহা, ঈষিকা, আজমাইন, ইনান, নুজহাত, অরিন। হাস-কান্না-রাগ সব কিছু বন্ধুদের মাধ্যমেই হয়। টিফিন পিরিয়ডে 8YD সিঁড়িতে বসে বসে গান গাচ্ছিলাম। অনেক জোরে জোরে গাচ্ছিলাম। এতই জোরে গাচ্ছিলাম যে, দু'তলা থেকে PT স্যার চলে আসল গায়িকাদের খোঁজ করতে। উনি উঠার আগেই আমরা সবাই পালিয়েছি। উনি কাউকে না দেখতে পেয়ে একটু অবাক হলেন। নোটিশে আসল, কাল আমাদের শিক্ষা সফর। নেওয়া হবে সোনারগাঁ। খুবই excited সবাই।

পরদিন ঘুম আমার খুব তাড়াতাড়ি ভেঙে গেল। শিক্ষাসফরে কি-কি করব, নানা চিন্তা মাথার ভিতর ঘুরপাক খাচ্ছে। যাই হোক, খুব সুন্দরভাবে স্কুলে পৌঁছলাম। তারপর সেখান থেকে ৯.০০ টায় বাসে চেপে রওনা হলাম সোনারগাঁর দিকে। তার আগে সবাই সেলফি, কুলফি, ক্লাসফি সব তোলা শেষ করলাম। রাস্তায় গান গাওয়া, মজা করা দেখে অন্যান্য মানুষরা আমাদের দিকে তাকিয়ে ছিল। মনে হচ্ছিল, আমরা সবাই Filmstar। এভাবে তাকিয়ে থাকার মানে হয় না। সোনারগাঁর পানাম নগরে আমাদের নেওয়া হলো। ওখানে বিভিন্ন কিছু দেখার পর সবাই খুব মজা করে বাসে উঠলাম। স্যার ছাত্র-ছাত্রীদের গুণে নিয়ে বলেছে ১০ মিনিট পর বাস ছাড়বে। যাই হোক, হঠাৎ রাহার মনে পড়ল তার পছন্দের ফ্লাক্সটা ঘাসের উপর রেখে এসেছে। সে ওটা আনতে গিয়ে অনেক বেশি-ই দেরি করছিল। তাই আমরা ৭ জন চলে গেলাম। গিয়ে দেখি ও একটা গর্তে পড়ে গেছে। পুরনো একটা বটগাছের শিকড়ের সাথে ওর পা বেঁধে গেছে। রক্তে একাকার হয়ে যাচ্ছে সব। আমি বললাম, এই ছাগল, তুই এখানে আসলি কীভাবে? তুই না তোর ফ্লাক্স আনতে গেছিস? আমরা সবাই ওর পায়ের রক্ত দেখে হা হয়ে ছিলাম। কিছুক্ষণের জন্য কিছুই মাথায় আসছিলা না। রাহা তখন বলল, 'হ্যা, কিন্তু আসার সময় একটা সুন্দর বিড়াল দেখলাম। ভাবলাম বিড়ালটা নিয়ে গেলে আনিসা অনেক পছন্দ করবে আর ইনান ভয় পাবে। ওই বিড়ালটা নিতে গিয়েই তো পড়ে গেছি। আমরা সবাই ওর পিঠে একটা করে চড় বসালাম। ইনান একটু বেশিই মারল। ওর ভয় বলে কথা। ঈষিকা তখনই বলে উঠল, 'আরে, এখন তো এই গাধীকে উঠানোর চেষ্টা করতে হবে। তাছাড়া বাস আমাদের সবাইকে রেখে চলে গেছে। আমরা সবাই তখন একটু ভয় পেলাম। রাহা বলল, 'এখন কী হবে'? আমার জন্য তোরা কেউ যেতে পারবি না। আমি বললাম 'একটা দিব, তোকে ছেড়ে আমরা যাই কি করে?' অরিণ বলল, 'গর্তে পড়ে গিয়ে মাথা সব নষ্ট হয়ে গেছে। এখন চল, এই গর*কে উঠানোর চেষ্টা করি। একজন একজন করে দেখি কে ওকে উদ্ধার করতে পারি'। রাহা বলল, 'ওই আমি এতকিছু কেন? ছাগল, গাধা, গর*। আমার তো মনে হচ্ছে আমি চিড়িয়াখানা। আমার মধ্যে সব পশু'। যাই হোক, ওর কথায় কেউ কান দিলনা। কারণ ওর মাথা গর্তে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা একে একে ওকে উঠানোর চেষ্টা করলাম। আমি ওকে উঠাতে গিয়ে তো নিজেই আরেকটু হলে পড়ে যেতাম। আনিসা ওকে ওঠানোর বদলে গর্তে যেন আরও ঢুকিয়ে দিয়েছে। আজমাইন রাহাকে টানতে গিয়ে আজমাইনের পায়ে পিপড়ে কামড়ে দেয়। ঈষিকা টানতে দিয়ে রাহার গায়ে তেলাপোকা ছেড়ে দেয়। আর রাহা তো চিৎকার যেই দিলো মাশালাহ! আসলে ওটা ছিলো নকল তেলাপোকা। কিন্তু কেউ ওকে উঠাতে পারলনা। জায়গাটি ছিলো জঙ্গলের মতো। সন্ধ্যাও হয়ে আসছিল। ভয়ংকর জায়গাটিতে আমরা ভয় না পেয়ে আনন্দে ছিলাম। কারণ আমরা 8YD অর্থাৎ সব বন্ধুরা একসাথে ছিলাম। নুজহাত বলল, 'নারে! এভাবে চেষ্টা করে লাভ নেই। চল সবাই একসাথে চেষ্টা করি'। নুজহাতের কথামতো ওকে সাবই মিলে ওপরে উঠালাম বেচারার অবস্থা অনেক খারাপ ছিলো। ইনান ওর স্কার্ফ খুলে রাহার রক্ত পড়া জায়গাটিতে বেধে দিল। কতক্ষণ পর বাস আসল। Class Teacher রাহার অবস্থা দেখে প্রায় কেঁদেই দিল এবং বলল, 'তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না তুমি একবারও কেঁদেছ। এটা তো অনেক বড় ব্যথা'। রাহা বলল, 'হ্যাঁ, হয়ত অন্য কারোর সাথে থাকলে কাঁদতাম। কিন্তু আমার বন্ধুরা থাকায় আমার মনেই হয়নি যে, আমি ব্যথা পেয়েছি'। তারপর আমরা সবাই group hug করলাম। আমরা ৭ জন অনেক বকা খেলাম Teacher-দের না বলে বাস থেকে নেমে যাওয়ায়। যাই হোক, আমরা রাহাকে একা রেখে কখনোই আসতাম না। রাহা এখন ভালো করে হাঁটতে পারে না। আমাদের কাঁধের ওপর ভর করে হাঁটে। Friends মানে সব। কেউ আমরা Friends-দের 1 part ও delete করতে পারব না। Friends ছাড়া life empty. Friend ছাড়া life is impossible।

সুমাইয়া তাবাস্‌সুম নিশাত
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ০৭, শাখা : ধূমকেতু

একজন নামাযী ব্যক্তি ও তাঁর চার নন্ধু

একজন নামাযী ব্যক্তি। সে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করত ও আলাহর জিকির করত। একদিন যোহর এর আযানের পর তার চার বন্ধু এসেছে। তখন সেই ব্যক্তি আওয়াজ শুনে বন্ধুদের দরজা খুলে দেয়। এরপর সে তাদের খাটে বসতে দেয় ও নিজে ওযু করতে যায়। তখন তার মধ্যে দিয়ে একজন বন্ধু বলে, 'নামায পড়ে পড়িস এখন আমাদের সাথে গল্প কর। আমরা কী প্রতিদিন আসি ? আজ গল্প কর পরে কাজা পড়ে নিস'। তখন সে এই কথা শুনে সে বন্ধুদের সাথে গল্প করা শুর° করে। এভাবে আসর, মাগরিব ও এশার আযান পার হয়ে যায় কিন্তু তাদের গল্প শেষ হয় না। এভাবে তারা রাত ৩.০০ পর্যন্ত থাকে। পরে সেই নামাযী ব্যক্তি নামায না পড়েই ঘুমিয়ে পড়ে। সেই দিন সে ফজর এর নামায পড়ার জন্য সে উঠতে পারে নি। সে উঠল দুপুর বারোটায় তখন যোহরের আযান দিল সাথে সাথে তার প্রথম বন্ধু তাকে ফোন দিয়ে ডাকে তার পানের দোকানে। সে দোকানে গিয়ে চেয়ারে বসার পর তার বন্ধু বলে পান খাওয়ার কথা। পরে তার প্রথম বন্ধু তাকে পান খাওয়ার শিক্ষা দেয়। এরপর সে তার বাড়িতে যায় তখন মাগরিবের আযান দিচ্ছিল। এরপর সে তার সব কাজা নামায় আদায় করে। এর পরের দিন আবার যোহর এর সময়ে তার দ্বিতীয় বন্ধু তাকে ফোন করে তাকে মদ্যপানে আসক্ত করে তুলে। সে তার অর্ধেক সম্পত্তি শেষ করে ফেলে। তখন সে পুরোপুরিভাবে নামায ছেড়ে দিয়েছে। এরপর একদিন তার তৃতীয় বন্ধু তাকে ডাকাত বানায় ও সে তার আগের সম্পত্তির তিন গুণ সম্পত্তি লাভ করে। এভাবে কিছুদিন যাওয়ার পর তার শেষ বন্ধু তাকে মদ পান করার শিক্ষা দেয়। ফলে সে তার সব সম্পত্তি শেষ হয়ে যায়। পরে সে আবার ডাকাতি করে ও অনেক টাকার মালিক হয়ে আবার সে নামাযের কথা ভাবে ও বলে যে সে হজ্জ করে পাপ মুক্ত হয়ে যাবে। যখন সে ভাবে তার পাঁচ মিনিট পরে সে মারা যায়। তাই বলা হয় সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস ও অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ।

সৈয়দ আলভী ফাতেহ
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ৪১
শাখা : ওমর খৈয়াম

সর্বদা ভালো ও সৎগুণসম্পন্ন লোকের সহবাসে থাক। তাহলে তোমার নিজের সুনাম রক্ষা হবে। কসঙ্গ অপেক্ষা সঙ্গীবিহীন থাকা অনেক ভালো।

- ওয়াশিংটন

ফার্স্টবয়

বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয়ে গেল। সবাই প্রশ্নপত্র পেয়ে খাতায় লিখতে শুরু করেছে মাত্র। এরই মধ্যে কয়েকজন স্যার অস্থিরভাবে জনে জনে গলা খাটো করে বলতে লাগলেন, কী রে, কোন সমস্যা-টমস্যা হল নাকি! তোরা কিছু বলতে পারবি? অনেকে আশ্চর্য হয়ে মাথা নেড়ে জবাব দিল, না আমরা তো কিছুই জানি না স্যার।' খুব বিমর্ষ মনে ছোটাছুটি করতে লাগলেন স্যাররা। যাকে নিয়ে এত কথা হচ্ছে সে হলো ৫ম শ্রেণির ফার্স্টবয়, মনির। সে আজ অনুপস্থিত। তার অনুপস্থিতির কারণ কেউ জানে না। ৫ম শ্রেণির ৩টি শাখা নিয়ে মোট ছাত্র হলো ১৬৫। যার রোল ২ সে যতই পড়ুক না কেন, মনিরের সঙ্গে কোনোভাবেই কুলিয়ে উঠতে পারে না। তার নাম সোহান, মনে মনে খুব হিংসা করে সোহান মনিরের ওপর। মনির স্কুলে না এলে, অসুস্থ হলে কিংবা কদাচিৎ পড়া একটু কম পারলে মনে মনে খুব খুশি হয় সোহান। কিন্তু আজ সে পরীক্ষা না দিতে আশায় যতটা আনন্দিত হওয়ার কথা ততটা আনন্দ সে পাচ্ছে না। তার জন্য কেন যেন সোহানের খুব খারাপ লাগছে। ক্লাসের অন্য দুই ছেলে রনি ও শুভকে নিয়ে সোহান মনিরের খবর জানতে বের হলো। কিন্তু ওর বাসা তারা কেউ চেনে না। ষষ্ঠ শ্রেণির একজন ছাত্র তাদের চিনিয়ে নিয়ে গেল। আধঘন্টার মতো হাঁটার পর ছেলেটি তাদের বলল, ওই যে বস্টি দেখছ, মনির ওইখান থেকেই আসে। বস্টি পানিতে ভাসছে। ছোট ছোট খুপরি ঘর। মাঝে-মধ্যে দু'একজনের হাঁটাচলা ও শিশুর কান্নার শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। ওরা তিনজন নেমে গেল পানিতে। আস্তে আস্তে হেঁটে গেল ওরা। মনে হচ্ছে, ঢেউগুলো দাঁড়িয়ে থাকা বস্তির অবশিষ্ট দুর্বল ঘরগুলোকে ঠেলে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। মনিরের কথা বলতেই বস্তির একজন হাত ইশারায় একটা নড়বড়ে ছোট ঘর দেখিয়ে দিল ওদের তিন জনকে। ঘরে হাঁটু পরিমাণ পানি। সোহান উঁকি দিয়ে দেখে খুঁটির উপর জোড়াতালি দেওয়া কয়েকটা কাঠের ওপর জুবথবু হয়ে বসে আছে মনির।

শুভ বলল, "মনির, তুই যে আজ পরীক্ষা দিতে যাসনি! সবাই চিন্তা করছি, কী হয়েছে তোর?" এটা বলার সঙ্গে সঙ্গে মনির চমকে উঠলো। কিছু বলার আগেই সোহান বুঝতে পারল যে সে খুব অসুস্থ। সে কপালে হাত দিয়ে অনুভব করলো তার প্রচন্ড জ্বর। সে কাঁপছে। ঠোঁট মুখ শুকিয়ে গেছে। তার সামনে একটা টিনের বাসনে চাল ভাজা ও পাউরুটির কিছু অংশ পড়ে আছে। এতে মাছি ভন ভন করছে। মনিরের বাবা নেই। মা ও বোন অন্যের বাড়িতে কাজ করতে গেছে। ঘরে সে একা। মনির লজ্জায় আরও ছোট হয়ে ক্ষীণ হয়ে বলল, 'ভাই, আমি তোদের বসতেও বলতে পারছি না। তোরা কেন শুধু শুধু কষ্ট করছিস। পরীক্ষা কেমন হল রে?' সে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। বৃষ্টি ও বন্যার জলে সবকিছু ভাসিয়ে নিয়ে গেছে ওদের। ঘরের কোণায় বই খাতা ভাসছে। তার ইউনিফর্ম পানিতে ভেসে গেছে। তার ওপর আবার প্রচন্ড জ্বর। এসব কিছু দেখে তিনজনের চোখ চোখের পানিতে ভিজে গেল। তারা কেউ অনুমানও করতে পারেনি যে ক্লাসের ফার্স্টবয় মনির এত গরিব! কেউ কোনো কথা না বলে বেরিয়ে গেল। পরামর্শ করে তিন জন বুদ্ধি বের করে ফেলল। ওরা তিনজনই একসাথে তিনজনের বাসায় গিয়ে বাবা-মাকে বিষয়টা খুলে বলল। তাদের অস্থিরতা দেখে তিনজনের বাবা-মা খুশি হয়ে তিনজনকে ৫০০ টাকা করে দিলেন। একসঙ্গে ১৫০০ টাকা দিয়ে চৌকি, স্যালাইন, ফিটকিরি, ডাক্তারের পরামর্শে কিছু ওষুধপথ্য নিয়ে মনিরের বাড়ি গেল। ওদের হাতে ওসব দেখে মনিরের মা, বোন ও মনিরের চোখ তো ছানা বড়া। আশেপাশের অনেকে এসে তাদের প্রশংসা করতে লাগল। ওরা সবাই চৌকি পেতে বসল। মনির ও তার মা-বোনের চোখ আনন্দ-কৃতজ্ঞতায় অশ্রুসজল হয়ে উঠল। ওরা মনিরকে বাকি টাকা দিয়ে চলে গেল।

স্কুলে গিয়ে ওরা স্যারদের সব খুলে বলল। ওদের উদ্যোগের কথা শুনে স্যাররা খুশি হয়ে বললেন, 'ভালো কাজ কখনো হারিয়ে যায় না রে। তোদের এই ছোট্ট একটা ভালো কাজের দৃষ্টান্ত ভবিষ্যতে বৃহৎ কাজের অনুপ্রেরণা হয়ে রইল'। স্যারের কথা শুনে ওরা খুব খুশি হলো। পরীক্ষা শেষ হওয়ার তিনদিন পরে মনির দুর্বল শরীর নিয়ে স্কুলে এল। তার বিষয়টি নিয়ে স্যাররা মিটিং করলেন। পরে বিশেষ ব্যবস্থায় মনিরের পরীক্ষা নেওয়া হলো। পরীক্ষার ফল প্রকাশের দিন সবাইতো হতবাক হয়ে গেল। এবারও ফার্স্ট হয়েছে মনির।

কানজীনা কামাল
শ্রেণি : ১০ম, রোল : ১৬
শাখা : ঘ

আমার নানা বাড়ি

আমার নানা বাড়ি ভোলা জিলার চরফ্যাশন থানায় অবস্থিত। গ্রামের নাম নাংলা পাতা। গ্রামটি দেখতে খুব সুন্দর। সবুজ শ্যামল আঁকাবাঁকা মেঠো পথ, পাখির কলকাকলীতে মনে ভরে যায়। নানা বাড়ি কথা মনে হলেই আমি উদাস হয়ে যাই, কবে যাবো আমার মায়ের জন্ম হওয়ার সেই ছোট্ট গ্রামটিতে। মায়ের কাছে মার ছোট বেলার গল্প, বড় হওয়ার গল্প শুনে মনে হয় আমি কেন জন্ম নিলাম না ঐ গ্রামটিতে।

এত সুন্দর আমার মায়ের গ্রাম বলে বুঝানো যাবে না। ছোট একটি গ্রাম, গ্রামে একটি বাজার আছে। বাজারের নাম আনজুর হাট বাজার। সেই বাজারেই আমার নানার বাসা। বাসার উত্তর পাশে একটি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বিদ্যালয়ের সামনে বড় খেলার মাঠ। আর তার পাশেই আমার নানার বাসা। নানা বাড়ি বেড়াতে গেলেই প্রথমেই মাঠে খেলতে নেমে পড়ি। ওখানে অনেক ধরনের খেলনাও আছে। আবার তার পশ্চিম পাশে বড় একটি সরকারি পুকুর আছে। সেই পুকুরে অনেক গোছল করেছি এবং বর্শি দিয়ে মাছও ধরেছি। বাজারের পূর্ব পাশে বড় একটি মসজিদ আছে। সে মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে যেতেন আমার নানা। আমার নানা খুবই একজন ভালো মানুষ এবং ইমানদার লোক ছিলেন। বাজারের সকল লোক আমার নানাকে খুব ভালবাসতেন এবং আমরা বেড়াতে গেলে আমাদেরও সবাই খুব ভালবাসতেন। দুঃখের বিষয় আমার নানা আর বেঁচে নেই। ওনাকে আমি দোয়া করি উনি যেন বেহেস্‌বাসী হন।

এখন নানা বাড়িতে আর তেমন একটি বেড়াতে যাওয়া হয় না। কারণ, নানা মারা যাবার পর নানু ঢাকায় চলে আসে মামার কাছে। তবে ওখানে আমার বড় খালামণি থাকেন। তাঁর কাছে মাঝে মাঝে বেড়াতে যাই। তবে নানা-নানু যখন থাকতেন তখন অনেক মজা হত।

নানা বাড়ি বেড়াতে যাওয়ার পথেও অনেক মজা হতো। আমার তিন খালামণি ঢাকায় থাকেন, যখন আমরা বেড়াতে যেতাম সবাই একসাথে যেতাম। খালাতো ভাই-বোন সবাই মিলে, কেউ আমার চেয়ে বড়, কেউ ছোট। লঞ্চে চড়ে যেতে হতো। একরাত লঞ্চে থাকতে হয়। মা এবং খালামণিরা মিলে নানারকম খাবার তৈরি করে লঞ্চে নিয়ে যান। নানারকম খাবার খাই লঞ্চের বারান্দায় বসে। চাঁদনী রাতে নদীর মাঝে, আকাশ আর নদী যেন একাকার হয়ে মিশে আছে কোন কূল-কিনারা নেই। তারপর যখন সকাল হয় তখন চোখ খুলে দেখি আমার স্বপ্নের সেই ছোট্ট গ্রামটি আমার মায়ের জন্মস্থান সেই নাংলা পাতা গ্রামটি।

আনিকা ইসলাম রিচি
শ্রেণি : চতুর্থ
ক্রমিক : ৩৫
শাখা : আলবিরুনী

আঁধারে ঘনিয়ে আসা স্মৃতিগুলোর আলোকছটা

২০০৬ সাল। আমি তখন ছয় বছরের শিশু। হাঁটি হাঁটি পা-পা করে পা রাখলাম বিদ্যালয়টিতে। প্রথমদিন যেদিন স্কুলটির দিকে তাকাই তখন কল্পনাও করতে পারিনি যে এই স্কুলটিই একদিন আমার জীবনের সবচেয়ে স্মৃতিময় জায়গা হয়ে দাঁড়াবে। প্রথম যেদিন ক্লাসে ঢুকলাম, আমার সামনে ছিল সব অচেনা মুখ। কখনো ভাবতেও পারিনে যে ওইসব অচেনা মুখই একদিন পরিণত হবে আমার চিরচেনা আপনজনে। আসলে কী, সময় এতই দ্রুত অতিবাহিত হয় যে মুহূর্তের মধ্যেই সব কিছু বদলে যায়। তবে কিছু কিছু মুহূর্ত রয়ে যায় মনের কোনো এক গভীর সীমানায়।

আমার ক্ষেত্রেও ঠিক একই ঘটনাই ঘটেছে। দেখতে দেখতে প্রায় দশটি বছর কেটে গেল তবুও যেন মনে হয়, "ওই তো সেদিনই না প্রথম করিডোর ধরে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরী স্কুলে হেঁটেছিলাম"! আসলেই! আমাদের জীবনটা অনেক অদ্ভুত। যখনই মনে হয় যে, আগামী বছর আমি এই স্কুলটি ছেড়ে চলে যাব, নিজেকে কেন জানি খুব অসহায় মনে হয়। আবার রেখে আসা হাজার হাজার মুহূর্ত আমাকে পুনরায় সকলের মধ্যে নিয়ে আসে। ক্লাস কে.জি-তে যখন ভর্তি হই, তখন আমি অনেকটা নরম স্বভাবেরই ছিলাম। সবাই ডাকত "ছিঁচ কাঁদুনে" সত্যি বলতে কী, এই স্বভাবটা এখনো যায়নি।

প্রথম শ্রেণিতে যেদিন উত্তীর্ণ হই, অনেকের সাথেই পরিচয় হয়। প্রথম পরিচয় হয় বুশরার সাথে। বুশরা তখন আমার ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল। এ স্কুলে আমার প্রথম বান্ধবী ছিল সামা আর রিফা। আমি আর সামা বুশরাকে অনেক বেশিই ভয় পেতাম। কেন পেতাম তাও জানি না। এক সময় ওই বুশরাই আমার অনেক ভালো বন্ধু হয়ে গেল। ক্লাস টুতে ফারিহা আসে এই স্কুলে। এখনো আমার মনে পড়লে খুব হাসি পায় যে, প্রথমদিন যে মেয়েটার সাথে আমি না বসার জন্য কান্নাকাটি করছিলাম, আজ সে মেয়ে ছাড়া আমার জীবন অচল। ফারিহা আমার বেস্ট ফ্রেন্ড আর আজীবনই তা থাকবে। এই স্কুল আমাকে আসলেই অনেক কিছু দিয়েছে।

এই স্কুলে না পড়লে হয়তো অনেক কিছুই পেতাম না। হয়তো ফারিহা, মায়মুনা, লাবিবা, বুশরা, সারা, রিফা, নিশাত, তাকিয়া, নাহিয়ান, সামা, সাদিয়া, রাইয়ানা, জিনিয়া, মউমি, সম্প্রীতি, তানুশি, মিশি, মাইশা, আলাব্বা, তাসমিয়া, শাফিকা ইত্যাদি নামের পাগলিগুলোকেই পেতাম না। আসলে সত্যি বলতে কী কতজনের নাম বলবো? নুসাইবার কথাই বা ভুলি কীভাবে? সে কিনা তার পাগলামি দিয়েই স্কুল খ্যাত। আর অর্চিতা? হ্যাঁ, অর্চিতা সে-ই যে কিনা আমাকে কখনো মনমরা হয়ে থাকতেই দেয়নি। ক্লাসের মাঝখানে টিফিন নিয়ে কাড়াকাড়ি, সবাই মিলে পানি ছিটাছিটি, ক্লাসের মধ্যে নাচানাচি, এসবই বা পেতাম কোথায়? সত্যি বলতে লিখতে গেলে পুরো একটি উপন্যাসই লেখা যাবে।

প্রিপারেটরি স্কুলের শিক্ষকদের কাছ থেকে আমি যে পরিমাণ আদর-স্নেহ-ভালবাসা ছোটবেলা থেকে পেয়ে আসছি এত ভালবাসা হয়তো পৃথিবীর আর কেউ আমাকে দিতে পারবে না। এক এক জন টিচার যখন এক এক নামে আমাকে ডাকে তখন আরো ভালো লাগে। আর অন্যদের কাছে? সবাই বলে আমি নাকি অনেক বেশি ন্যাঁকা। আমার মত ন্যাঁকা নাকি পৃথিবীতে দুটি জন্মই নেয়নি। নিশাত তো খুব শখ করে আমার নাম দিয়েছিল "চিকলি"। এসব নাম শুনতে মজাই লাগে। ক্লাস পার্টি আর শিক্ষা সফরের দিনগুলোও বা ভুলি কি করে? বাসের মধ্যে সেই লাফালাফি, ঝাপাঝাপি, আসলেই স্মরণীয়। আমার মনে পড়ে যখন ক্লাস ফোরে ছিলাম, একদিন খেলতে গিয়ে কাদার মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। আর সবাই তো হাসতে হাসতেই খুন!

এই বছরে আমার জন্মদিনের দিন স্কুলে ঢুকলাম। সকলে মিলে যখন একসাথে "হ্যাপি বার্থডে" বলে চিৎকার করে উঠল, কী যে ভালো লাগছিল। শুধু তা-ই নয়, হঠাৎ মিশি, আলাব্বী, তাসমিয়া, নিশাত, লাবিবা, আর রিফা আমাকে কোলে নিয়ে ক্লাসে লাফালাফি শুর" করলো। আমি ওই সবেই অনেক খুশি হয়েছিলাম তবে আমার কিছু বান্ধবীরা আমার জন্মদিনটাকে আরো স্মরণীয় করেছিল। ২২শে সেপ্টেম্বর, ২০১৫। আমি কোচিং এ পড়াশোনা করছি। হঠাৎ রিফা আর ফারিহা এসে বলল যে, ঐশী আমার ছুটির পর বি.এফ.সি-তে যাব, ক্ষিদে লেগেছে। আমি কিছুই জানতাম না ওদের সাথে খেতে গেলাম। ওমা! বি.এফ.সি-তে ঢুকতেই দেখি তাকিয়া আরো অন্যরা আমার জন্য একটা কেক সাজিয়ে বসে আছে। কেকটিতে লেখা, "হ্যাপি বার্থডে চিকি ন্যাকা"। এরপর সবাই বলল যে, এটা আমার জন্য সারপ্রাইজ ছিল। এই স্কুলে না পড়লে হয়তো জীবনে এমন বন্ধু আসলেই পেতাম না।

পরদিন মিস চলে যাবার আগে আমরা মিসকে যে সারপ্রাইজ পার্টি দিয়েছিলাম ওইটাই বা ভুলি কী করে ? এসব স্মৃতিগুলো যখন মনে হয়, চোখে পানি চলে আসে। যে যাই বলুক, আমি তো জানি যে, এই স্কুলে আমি কত মূল্যবান জিনিস রেখে যাচ্ছি। হয়তো এই স্কুলে আর থাকব না, তবে এসব মুহূর্তগুলো রয়ে যাবে সারাটি জীবন। মাঝে মধ্যে খুব অবাক হই এটা ভেবে, ''এত তাড়াতাড়ি বড় হয়ে গেলাম''? তবে একটা দুঃখ হয়তো রয়েই যাবে, জীবনে কখনো ''স্কুল বাংক'' দিতে পারলাম না। আর বেশি কিছু বলবা না। শুধু এতটুকুই বলব, ''আমি আমার এই স্মৃতিময় স্কুলটিকে ভীষণ ভীষণ ভালবাসি''। পৃথিবীর যে প্রান্তেই ভেসে যাই না কেন আমার স্কুলকে আমি ভুলব না।

তাহ্সিনা তাজরীম ঐশী
শ্রেণি : নবম
ক্রমিক : ০২
শাখা : ডি

অনুভবের স্রষ্টা

২০১১ সালের সেপ্টেম্বরে আমার বড় মেয়ে মাস্টার্স ডিগ্রি নেবার জন্য দুই বছরের জন্য জার্মানি চলে যায়। সেখানে যাবার পর থেকেই ও আমাকে ডাকতে থাকে, মা একবার ঘুরে যাও, এত সুন্দর, এত সুশৃঙ্খল, এত সভ্য একটি দেশ। জার্মানি ও তার আশপাশের বিভিন্ন শহর ও তার সৌন্দর্য একা দেখে ওর যেন মন ভরছিল না। সব সময় প্রায় প্রতিবছরই আমরা একসাথে কোথাও না কোথাও ঘুরতে যাই। তাই ও আমাদের নিয়ে একত্রে ইউরোপ ঘুরতে চায়। যা হোক ওর ভরসাতেই শেষ পর্যন্ ২০১২ সালের আগস্ট মাসে আমরা এক মাসের জন্য ইউরোপ যাবার প্রোগ্রাম করি। সৌদি এরয়ারলাইন্স-এ যাবার প্রস্তুতি নেই। জেদ্দায় ট্রানজিট। তখন আমরা সিদ্ধান্ নিলাম তাহলে আমরা সৌদি ভিসাও নিয়ে নিই। একবারে ওমরাহ্ করে জেদ্দা থেকে জার্মানি যাব। সব ফর্মালিটিই আলাহর রহমতে সুন্দরভাবে সম্পন্ন হলো। ভিসা, টিকিট, হোটেল বুকিং সব সম্পন্ন। ২০শে রমজান আমরা জেদ্দার উদ্দেশে রওনা দিই। ওখানে আমরা তিন দিনের ওমরাহ্ ভিসা নিয়েছি। ২৪শে রমজান বিকাল পাঁচটায় জেদ্দা এয়ারপোর্ট থেকে জার্মানির ফ্রাংকফুটের উদ্দেশ্যে রওনা দিব। তাতে সময় কম তাই আমরা জেদ্দা নেমে সরাসরি একটা ট্যাক্সি নিয়ে মদিনার উদ্দেশে রওনা হই। রাত একটা বাজে। সুন্দর আলোকিত হাইওয়ে দিয়ে আমরা নিঝুম রাতে মদিনার পথে চলছি। মন আনন্দে উদ্বেল। রাত তিনটায় একটা হোটেলে এরাবিয়ান বিরিয়ানি দিয়ে সেহরি করলাম। ফজরের আজানের সাথেই আমরা মসজিদে নববিতে পৌঁছে ফজরের নামাজ আদায় করে (আল-হামদুলিলাহ্) হোটেলে চেক্-ইন করি। সকাল নয়টা পর্যন্ বিশ্রাম নিয়ে আমরা একটি ট্যাক্সি নিয়ে মদিনার বিখ্যাত স্থানগুলো পরিদর্শন করি। সাথে আমার ছোট মেয়ে টুম্পা। ওকে সাথে করে সারাদিন ঘুরে ঘুরে সব দেখে মাগরিবের আগে আবার মসজিদে নববিতে পৌঁছাই। কি শান্তি, কি শৃঙ্খলা, সারা মদিনায়, কাতার সোজা করে মুসলিরা মুখোমুখি বসে পড়েছে, মাঝখানে লম্বা পাস্টিকের দাস্তানা পেতে দিল স্বেচ্ছাসেবী মহিলারা। একে একে সবার সামনে পাস্টিকের পেট, গাস, লাবাং, জুস, খেঁজুর, রুটি, মোরব্বা, একধরনের ঝাল সস, এ জাতীয় বেশ কয়েক পদের ইফতারি সবাইকে পরিবেশন করা হল। আজানের সাথে ইফতার পর্ব। খাবার শেষ হতে না হতেই আবার স্বেচ্ছাসেবী মহিলারা সব তুলে পেতে রাখা দাস্তানা রোল করে নামাজের জন্য প্রস্তুত করে দিল। সবাই কেবলামুখী হয়ে নামাজ পড়ল। মসজিদে নববিতে এই ইফতার পর্ব আমার সারা জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। আমি এক নগণ্য সাধারণ গোনাহ্গার বান্দা মসজিদে নববিতে বসে ইফতার করছি-এত সৌভাগ্য আমার। স্রষ্টার কাছে অজস্র শুকরিয়া জানিয়ে একবারে এশার নামায পড়ে বাইরে রাতের খাবার খেয়ে রুমে ফিরে আসি। পরদিন ভোরে মক্কার উদ্দেশে রওনা হই। কি সুন্দর মসৃণ পথ, মরুর পথে সবুজের সমারোহ্, দূরে উঁচু নিচু টিলার হাতছানি, গাড়িতে বসে না পেনে তা ঠাহর হয় না। পথে জুলহুলাইফা মসজিদে ওমরার জন্য দুই রাকাত নামাজ পড়ে এহরাম বেঁধে নিই। মন-প্রাণ তখন স্রষ্টার কাছে সমর্পিত, পবিত্র কাবা ঘর তাওয়াফের আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল হৃদয়। যা হোক আছরের নামাজ পড়লাম কাবা ঘরে। মাগরিব পড়ে তাওয়াফ সেরে নিলাম। তাওয়াফের পর মোকামে ইব্রাহিমে দুই রাকাত নামাজ পড়া শেষে আমি আর টুম্পা ওর আব্বার নামায শেষের জন্য বসে অপেক্ষা করছি। ওর নামাজও প্রায় শেষ। কিছুটা দূরেই সে নামাজ পড়ছিল। হঠাৎ দেখি সে নিচু হয়ে আশেপাশে কি যেন খুঁজছে। চেহারা উদভ্রান্তের মত হয়ে গেছে। দিশাহারার মত শুধু আতিপাতি খুঁজছে। আমরা ঘটনা বোঝার জন্য এগিয়ে গেলাম। সে আমাদের দেখে আতঙ্কিত গলায় বলল যে, পাসপোর্টের

ব্যাগ খুঁজে পাচ্ছে না। আমরা দু'জন তো স্তম্ভিত, বলে কি এ লোক! রাত পোহালেই জার্মানির ফ্লাইট তার দু'দিন পর ফ্রান্সের টিকিট, এভাবে পর্যায়ক্রমে ইটালি, সুইজারল্যান্ড, স্পেনের কানেক্টিং সব টিকিট কাটা, হোটেল বুকিং করা সব মিলিয়ে ৮/১০ লাখ টাকার ইনভেস্টমেন্ট। জার্মানিতে মেয়ে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। পাসর্পোট হারিয়ে গেলে আমরা জার্মানি যাব কীভাবে? এ ব্যাগেই তো জার্মানির টিকিট, আমার স্বপ্নের জগতে প্রবেশের ছাড়পত্র! বলে কি এ লোক? আমি আর্তচিৎকার দিয়ে বলে উঠলাম ব্যাগ তো তোমার গলায় ঝুলানো ছিল, নিচে রাখা তো নিষেধ, এসব নিয়ম তো আমরা ২০১০ সালে হজ্জের সময়ই জেনেছি যে তাওয়াফের সময় কোন কিছু শুধু হাতে বা নিচের রাখা যাবে না। গলায় বা কোমরে বেল্টের সাথে রাখতে হবে। তাহলে নিচে পড়ল কী করে? ফ্যালফ্যাল করে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল যে, নামাজের সময় পায়ের কাছে রেখেছিল। বোঝ অবস্থা! যেটা কিনা নিষেধ এমনকি নিচে কিছু পড়লে ভীড়ের মধ্যে নিজের সেফটির জন্য তা খোঁজাও নিষেধ। সেই জ্ঞানসম্পন্ন মানুষটা কিনা ইচ্ছে করে ব্যাগ নিচে রেখেছে! রোজার মাস লক্ষ লক্ষ মানুষ কত জনের পায়ের ধাক্কায় কোথায় কত কিলোমিটার দূরে সে ব্যাগ সরে গেছে তা খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য নয় বরং দুঃস্বপ্ন। শুধু ওমরাহ্ করার নিয়তে মক্কা গেলে পাসপোর্ট হারালে কোন ব্যাপার না, বিকল্প ব্যবস্থায় দেশে ফেরত আসা যাবে কিন্তু আমি তো যাব জার্মানি। আবার হাতে দুদিনের বেশী সময়ও নেই যে খুঁজে ফেরত পাবার জন্য অপেক্ষা করব। হায়!হায়! মেয়ে বসে আছে রাত পোহালেই বোন, বাপ-মাকে জড়িয়ে ধরবে বলে, এক বছরের কত স্বপ্ন, পরিকল্পনা, বাজেট প্রণয়ন, হোটেল বুকিং, শপিং লিস্ট, ঘুরে বোড়ানোর কত সব জল্পনাকল্পনা, কী হবে, কী হবে? সব ভেস্তে যাবে? কান ধরে সৌদি সরকার দেশে পাঠিয়ে দেবে, মুখ দেখাব কী করে দেশে গিয়ে? যে লোক সব ব্যাপারে এত গুছানো, এত সিস্টেমেটিক, এত কনফিডেন্ট সেই লোক এই করল কী করে? এত Silly Mistake তো তাকে মানায় না। হোটেলে লাগেজ রেখে কাবা ঘরে আসার সময় কথা ছিল পাসপোর্ট ব্যাগ লবিতে জমা দিয়ে আসবে, ফটোকপি সাথে নিয়ে নেবে; কিন্তু তাড়াহুড়াতে তা করা হয়নি। এমনকি যে হোটেলে উঠেছি তার ঠিকানা, মোবাইল ক্রেডিট কার্ড সব ঐ ব্যাগে। এ মুহূর্তে আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব, হতাশ, বাক্‌রুদ্ধ, স্তম্ভিত। কী করব এখন?

মৌরীর আব্বা কোন কথা বলতে পারছে না। শুধু পাগলের মত পায়ের দিকে তাকিয়ে খুঁজছে। অজস্র মানুষ ওকে মাড়িয়ে দিচ্ছে। ধাক্কা দিচ্ছে। এক পর্যায়ে আমি আর টুম্পা একটু পাশের দিকে সরে গিয়ে কাঁদতে শুর" করলাম। নিঃশব্দে দুজন দুদিকে ঘুরে কাঁদছি। মৌরীকে কি বলে সান্ত্বনা দিব? সকালে যখন পেনে উঠতে পারব না কী বলে আমি মেয়েকে সান্ত্বনা দিব? তার এমন স্মার্ট বাবা, প্রায় অর্ধেক দুনিয়া চষে বেড়ানো বাবা কিনা পাসপোর্ট এর ব্যাগ হারিয়ে ফেলেছে। যা হোক, আমাদের কান্না দেখে আর ভাষা শুনে কিছু বাঙালি হাজী আমাদের ঘিরে ধরল। সব শুনল, কিন্তু তারা কোন আস্থা দিতে পারল না বরং বোকা, হাঁদা, নতুন তো, এমনতো অনেকেরই হয়, দেখেন কি হয়, এসব উড়ন্ত ও জ্বলন্ত বাক্য বিছুটি ছিটিয়ে যার যার কাজে চলে গেল। এমন সময় আমাদের উপর কয়েকজন সিকিউরিটি পুলিশের নজর পড়ল। আমাদের কাছে এসে তারা কান্নার কারণ জানতে চাইলে সব বললাম। তখন একজন পুশিল আমাদেরকে মসজিদের বাইরে Lost & found এর একটা অফিস এর হদিস দিয়ে সেখানে যোগাযোগ করতে বলল। আমরা অবশ্য আগেও এটা দেখেছি যে, পরিচ্ছন্নতা কর্মীরা একটু পর পর তাওয়াফের চত্বরে হাজীদের পড়ে থাকা জিনিস বড় বড় ট্রলিতে করে সরিয়ে নিয়ে যায়। এখন বুঝলাম মূল্যবান জিনিসগুলো তারা ঐ অফিসে জমা দেয়। এক বুক আশা নিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে উঁচু টিলার উপর Lost & found এর অফিসে যোগাযোগ করলাম। ওরা যা বলল তাতে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম। তাদের ভাষ্যমতে এসব হারিয়ে যাওয়া জিনিস পর্যায়ক্রমে তাদের অফিসে এসে জমা হতে দুই/তিনদিন থেকে সাতদিন পর্যন্ত লেগে যেতে পারে। কারণ প্রথমে সব garbage এক সাথে জমা হয়। ওখান থেকে অপ্রয়োজনীয় হাবিজাবি ফেলে দিয়ে বাছাই করে মূল্যবান জিনিস এ অফিস পর্যন্ত আসতে বেশ সময় লাগে। কাজেই আমাদেরকে প্রতিদিন ফজরের পরে এবং মাগরিবের পরে তা খোঁজ নিতে বলল। আমরা অকুল ক্রন্দনের সাথে মিনতি করে তাদেরকে আমাদের সমস্যা তথা আগামীকাল বিকালে ফ্লাইটের কথা জানালাম। ওরাও কিছুটা চু-চু করে নিজেদের কাজে মন দিল। কী করি। ক্ষুধায়, হতাশায়, দুঃখে আমরা তখন চলৎশক্তি রহিত প্রায়। তারপরও বুদ্ধি-জ্ঞান-বিবেক লোপ পায়নি আমার ছোট্ট টুম্পার। হঠাৎ গাঁ ঝাড়া দিয়ে টুম্পা বলল মা আলাহর উপর ছেড়ে দাও, চল আমরা আমাদের ওমরাহর বাকী কাজ সম্পন্ন করি। দুই বুড়াবুড়ির হুশ হল তাইতো। ওমরাহ্‌র সাঈ এখনও বাকী। সারাদিন রোজার পর পানি আর খোরমা ছাড়া কিছু খাওয়া হয়নি। শরীর অবশ। তারপরও বিসমিলাহ বলে প্রাণভরে জমজমের পানি পান করে কাঁদতে কাঁদতে সাঈ শুর" করলাম। সাত বার সাফা-মারওয়া করতে ক্লান্ত অবসন্ন আমাদের প্রায় রাত বারোটা বেজে গেল। আমরা দোয়া পড়ছি আর আলাহকে ডাকছি ব্যাগ ফেরত পাবার জন্য। ওমরাহ্‌র বাকী কাজ শেষ করে রাত একটায়। আবার আমরা ঐ অফিসে গেলাম খোঁজ নিতে। না

কোন ব্যাগ এখনও জমা হয়নি। ব্যাগে হোটেলের কার্ড, মোবাইল, ক্রেডিট কার্ড, এমন মূল্যবান সব জিনিস রয়ে গেছে। যা হোক আমরা ঐ অফিসে আমাদের হোটেলের নাম এবং আমার মোবাইলের নম্বর (যেটি রুমে আছে) লিখে দিয়ে বলে আসলাম পেলে একটা ফোন দিতে। হোটেলে এসে আমরা ম্যানেজারকে সব খুলে বললাম এবং আমার ফোনটা ওদের কাছে রেখে এলাম। এসব করতে করতে রাত তিনটা। সেহরি তো অন্ত খেতে হবে নইলে রোজা করব কীভাবে। গতকাল রাত তিনটায় খেয়েছি আজ রাত তিনটা। ২৪ ঘন্টা শুধু জমজমের পানির জোরে টিকে আছি। যা হোক সেহরির পর ফজর নামায পড়ে হাফিজ সাহেব চলে গেলেন। ঐ অফিসে আর আমি আর টুম্পা বেশ জোরে জোরে নিয়ত করলাম আলাহপাকের দরবারে যে, আলাহ তোমার কাবা ঘরের কসম তুমি আজ জোহরের মধ্যে আমাদের হারানো ব্যাগ আমাদের হাতে ফিরিয়ে দাও, যতক্ষণ ব্যাগ না পাব জায়নামাজ ছেড়ে আমরা উঠব না। আমরা নামাজ পড়েছি আর জোরে জোরে দুজন এমনভাবে আলাহকে ডাকছি যেন সত্যি সত্যি আলাহ আমাদের সামনেই উপস্থিত। যেন আমরা সরাসরি আলাহর সাথেই কথা বলছি। আমি হয়তো লেখনী দিয়ে আমাদের তখনকার প্রকৃত অবস্থা বুঝাতে পারছিনা; কিন্তু চরম বিপদে আলাহকে যে প্রকৃতই অনুভব করা যায় সেটা নিজে সেদিন আমার যথার্থই উপলব্ধি হয়েছে। এভাবে ভোর চারটা থেকে পাঁচটা, সাতটা, নয়টা ঘড়ির কাঁটা ছুটছে, হোটেল থেকে কোন খবরই পাচ্ছি না। হাফিজ সাহেবও ফিরছে না। হঠাৎ করে হোটেলের ম্যানেজার বেলা দশটার দিকে আমাদেরকে একটা দোয়া লিখে দিয়ে গেল। বলল, এটা পড় দেখ কী হয়। ও বেচারাও আমাদের অবস্থা দেখে ভীষণ মুষড়ে গেছে। বিকাল পাঁচটায় এয়ারপোর্টে রিপোর্টিং, রাত আটটায় ফ্লাইট। এয়ারপোর্ট যেতে কমপক্ষে দুই ঘন্টা লাগে। বেলা তিনটার মধ্যে রওনা হতে হবে। বেলা এগারটা। এক পর্যায়ে আমি আর টুম্পা জায়নামাজের উপরই শুয়ে পড়েছি, আর কান্নাও আসছে না। গলা দিয়ে আলাহকে ডাকতেও পারছি না। নীরবে শুধু দোয়া পড়ে যাচ্ছি। এর মধ্যে মৌরী বারবার ফোন দিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে উতলা হয়ে ওর বন্ধুর বাবা যিনি অমাদের এ হোটেলটি ঠিক করে দিয়েছেন তাকে ফোন দেয়। তিনিও ফোন করে রিং হয়, কিন্তু আমরা ধরছি না দেখে উতলা হয়ে বেলা বারটায় আমাদের রুমে এসে উপস্থিত হন এবং ঘটনা শুনে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েন। একটু পর তিনি ধাতস্থ হয়ে রুমে রাখা আমাদের পাসপোর্টের ফটোকপি নিয়ে তৈরী হলেন ভিসা অফিস এবং সৌদি এয়ারলাইন্সে গিয়ে যোগাযোগ করে কীভাবে কী করা যায় তার ব্যবস্থা করার জন্য। তিনি বেরিয়ে যাবার পর আমি আর টুম্পা আবার নামায পড়া শুরু করি, ততক্ষণে একটা বাজে। জোহরের নামায প্রায় শেষ মৌরীর আব্বা নামায পড়ে ক্লান্ত হয়ে, হতাশ হয়ে হোটেলে ফিরে আসে এবং লবিতে বসে পড়ে। হঠাৎ হোটেলের রিসেপ্শন নম্বরে একটা ফোন আসে যে তোমাদের হোটেলে ওঠা ওমুক ভদ্রলোকের পাসপোর্টসহ একটা ব্যাগ পাওয়া গেছে। এসে নিয়ে যাও। রিসেপশনিস্ট ছেলেটি তখনই সমানে বসে থাকা মৌরীর আব্বাকে খবরটা জানায়, মৌরীর আব্বা আমাদের কোন খবর না দিয়ে দৌড়ে সেই Lost & Found Office গিয়ে ব্যাগ সংগ্রহ করে আমাদের বন্ধু ভদ্রলোককে ফোন করে জানায় এবং দুইটার সময় আমাদের রুমে এসে ঢোকে। আমরা নামায পড়ে আবারও জায়নামাযে শুয়ে পড়েছিলাম। ওর আব্বা দুহাতে কালো রং এর পাসপোর্ট ব্যাগ উঁচু করে ধরে ঘরে ঢুকে ব্যাগটা আমার হাতে দিয়ে কাঁদতে শুরু করে। আমি তাড়াতড়ি ফোন নিয়ে মৌরীকে ফোন দিই। ফোনে মৌরিতো খুব বকা দিল যে কেন আমরা কাল থেকে যোগাযোগ বন্ধ রেখেছি, এটা সেটা। আমিও ফোনের মধ্যে হাউমাউ করে কেঁদে ফেলি। মৌরী অবাক হয়ে বলে, মা কাঁদছো কেন? আমি উত্তর দিই 'আম্মু আমি আজ জার্মানি আসছিতো তাই.....।

নাসিমা আখতার
প্রভাষক, অর্থনীতি

স্রষ্টাকে পেতে চাইলে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দাও।
- হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রঃ)

একজন আতাখান

আশি বছর বয়সের বলিষ্ঠ সাবেক সরকারী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা। যিনি এককভাবে নিজের বাড়ী পরিচালনা করেন। একতলা-দোতলা অফিস ভাড়া দিয়ে তিন তলায় তাঁর বসবাস। ছেলে মেয়েরা যার যার সংসার নিয়ে ব্যস্ত, দূরে। সুশৃঙ্খলভাবে এই বয়সে একটা বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। এক বিশেষ কাজে, দেখা করতে যেয়ে তাঁর দৈনন্দিন জীবনে দিনে-রাত্রে সময়ের সাথে বাঁধা, তাঁর সারা দিনের রুটিন দেখে আমি মুগ্ধ। অনেক পুরোনো রাধুনী ও সর্বক্ষণের সঙ্গী পনের-বিশ বছরের ছেলেটি। রুমে শুধু স্ত্রী'র সাথে তাঁর যুগলবন্দী ছবিটি স্ত্রী'র প্রতি ভালবাসারই বহিঃপ্রকাশ।

স্যার একদিন চাইলেন আমাদের পাঁচশ-ছয়শ শিক্ষকদের তিনি নিজের গ্রাম দোহার নবাবগঞ্জে তাঁর গড়া প্রতিষ্ঠান 'দোহার নবাবগঞ্জ আতাউদ্দিন খান কলেজ পরিদর্শনে নিয়ে যাবেন। প্রথম প্রথম মনে করলাম, একটা কলেজ দেখার কি আছে? অনিচ্ছা সত্ত্বেও সহকর্মীদের উৎসাহে যখন সেখানে পৌছালাম, বিরাট রাজকীয় কলেজ গেটটি দেখে ভাল লাগল। গেটের সামনে দিয়ে প্রবেশ পথেই অনেক বছরের পুরানো একটি বিরাট বটগাছ। গাছটির গোড়ার চারদিকে গোলাকার করে পাকা অবস্থায় বসার পাটাতন। পাটাতনে ওঠার জন্য চারদিকে বেশ কয়েকটি গোলাকার সিড়ির ব্যবস্থা। গোলাকার করে গাছটির ছায়া প্রায় একবিঘা জমির উপর পড়ে। সামনে তিন/চার বিঘার মত মাঠ। গেটের ভিতর ঢুকে বাম এবং সামনের দিকে সুউচ্চ ভবন। মনে হল, সামনের সুউচ্চ ভবন পাঁচ/ছয় তলাবিশিষ্ট। ওটাই মূল শিক্ষাভবন।

প্রধান ফটকের বাদিকে প্রথমেই তিন তলার প্রশাসনিক ভবন। বৃহৎ কক্ষবিশিষ্ট। বিশেষ করে নিচ তলায় অফিস ঘর। একটু এগুতেই শিক্ষকদের জন্য দোতলা ভবন হলরুমের মত। দোতলায় ওঠার সিঁড়িগুলোর ধাপ অনেক। যার কারণে উপরে উঠতে আরামদায়ক। টিভি, বিশ্রামের জন্যে বিছানা, নামাজের জন্য মহিলাদের ব্যবস্থা, চলাফেরার জন্য যথেষ্ট খোলামেলা জায়গা। অধ্যক্ষের রুমটিও চমৎকার। সেখানে চা-নাস্তার আয়োজন থাকায় অনেকের জন্য ভাল হল। এরপর বিশেষ রুমটি শিক্ষকদের সাথে মিটিং এর জন্য গভর্নিং বোর্ডির ব্যবস্থা। সামনের পাঁচতলা ভবনটি শিক্ষাভবন। সেখানে তিন বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীসহ অনার্স পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ে পড়াশুনার ব্যবস্থা আছে। মাস্টার্সে পড়ার ব্যবস্থার জন্যে চেষ্টা চলছে।

এরপর ডানদিকে দোতলা বিল্ডিংয়ের নিচ তলায় ক্যান্টিন ও উপরে মসজিদ। ছাত্রীদের আলাদা নামাজের জায়গা সবচেয়ে ভাল লাগল গেটের ডান দিকে একটি সুন্দর কবর। শ্বেত পাথরের এই কবরের সাথে আরেকটি কবরের খালি জায়গা, যা স্যারের জন্য বরাদ্দ। দুই/তিন কাঠার উপরে, পুরোটা স্থান উন্নত মানের টাইলস্ বসান এবং কবরটির উপরে ছাদ দেয়া ছাড়াও গাছের ছায়া অবস্থিত। স্যার নিজের স্ত্রীর জন্যে এমন একটি শ্বেতপাথরের তাজমহল বানিয়ে স্ত্রীর প্রতি স্যারের ভালবাসার নিদর্শন দেখালেন। পরে জানলাম উনার তৈরি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা প্রতিদিন ফজরের নামাজের পর এখানে বসে কোরআন তেলাওয়াত করে।

প্রতিষ্ঠানের মাঠের মাঝে বিরাট প্যান্ডেল টানানো। খাওয়ার জন্য টেবিল চেয়ার দিয়ে সাজানো সুন্দর আয়োজন। দুপুরে লাঞ্চ করার আগে আমরা মেইন গেটের সামনে রাস্তার উল্টো দিকে বের হলাম। এখানে দোতলাবিশিষ্ট পর পর দুটো 'আতাখান' নামে ছেলেদের হল। সামনে বড় মাঠে ছাত্রদের খেলাধুলার যথেষ্ট খোলা জায়গা। মাঠের সাথেই ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে যেয়ে ইছামতী নদীতে আমরা মহিলা সহকর্মীরা পা ভিজালাম। নদীর পাড়ে আমরা প্রায় ঘণ্টা খানেক বসে রইলাম। বয়ে যাওয়া নদীতে ছোট লঞ্চ ও বড় নৌকা চলছে। ওপার থেকে নৌকা দিয়ে এপারে ছাত্র-ছাত্রী আসা যাওয়া করে। ওপারে মসজিদ ও মন্দির দেখা যাচ্ছে। বেশ কিছু ছেলে শিক্ষকরা নৌকা করে ঘুরে বেড়ালো। নদীর পারে লাল পলাশ ফুল গাছটির কথা মনে পড়ে। ঐ কলেজের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ, ইছামতী নদীর বয়ে যাওয়া শীতল বাতাস ও স্বচ্ছ পানি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমাদের দুপুরের খাবারের জন্য নদীর পাড় ছেড়ে, খাওয়ার প্যান্ডেলে আসতে হলো। জোহরের নামাজ পড়ে আমরা যখন খেতে বসলাম, প্রত্যেক টেবিলে ঐ কলেজের দু'জন করে খাবার পরিবেশনকারী। রোস্ট, খাসীর রেজালা, রুইমাছ ভাজা, বেগুনি, ভুনা ডিম সাথে সালাদ। বোরহানি ছাড়াও নবাবগঞ্জের বড় রসগোলা ও দই। বিকালে চা-নাস্তা সেরে ঢাকায় আসার পথে আমরা নবাবগঞ্জের কয়েকটি নবাববাড়ীর পরিদর্শনে গেলাম। অপরূপ সাজে সজ্জিত বাগানসহ সুউচ্চ ভবন ও শানবাঁধানো পুকুরঘাট।

খাওয়ার পর প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা বক্তৃতা ও স্যারকে নিয়ে আলোচনার আয়োজন করলেন। তাতে বুঝা গেল তাদের দাবী এখানে একটি ছাত্রীদের হোস্টেল তৈরি। তাতে অনেক মেয়েরা দূর দূরান্ত থেকে অনার্স-এ ভর্তি হতে পারবে। মাস্টার্সের পড়ার ব্যবস্থা যেন অতি শীঘ্রই করা হয়, কারণ এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা অনার্স শেষ করে অন্য প্রতিষ্ঠানে মাস্টার্সে পড়তে যায়। তাদের আরো একটু বিশেষ আবদার প্রসাশনিক ও শিক্ষাভবনের মাঝখানে যে সাত/আট কাঠা জমি খালি আছে সেখানে যেন নতুন করে আরেকটি শিক্ষা ভবন তৈরি করা হয়। চাহিদা অনুযায়ী তাঁরা ছাত্র-ছাত্রীদের জায়গা দিতে পারছেনা। শতবছরের আয়ু কামনা করে স্যারের কলেজ পরিদর্শনের দাওয়াতের জন্য অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে ধন্যবাদ দিলাম।

ফাতেমা আক্তার রেখা
প্রদর্শক, রসায়ন বিভাগ
উচ্চমাধ্যমিক (বাণিজ্য শাখা)
বাংলা মাধ্যম

বটবৃক্ষ

বিদ্যানুরাগী, মহানুভব ও অতিথিপরায়ণ আমাদের সম্মানীয় ব্যক্তিত্ব সদ্য প্রয়াত চেয়ারম্যান (আতাউদ্দিন খান) স্যারের প্রিপারেটরি পরিবারের প্রায় তিনশজন সদস্য (বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সদস্য, শিক্ষক, কর্মচারীসহ) স্যারের প্রতিষ্ঠিত ঢাকা নবাবগঞ্জের দোহারের বিদ্যালয় ও কলেজ (২০১৪) দর্শনে যাই। বিদ্যালয়ের স্কাউট ও গার্লসদের আপ্যায়নে আমরা অভিভূত হই। স্যারের সুনিপুণ ব্যবস্থাপনায় আমরা মুগ্ধ। বিদ্যালয়ের বিশাল ক্যাম্পাসে আমরা ছাত্রজীবনের স্বাদ ফিরে পেতে মুক্ত বিহঙ্গের মতো চারিদিকে ছোটাছুটি শুর" করি।

সকলের মন কাড়া বটবৃক্ষের মর্মর ধ্বনি যে অমিয় ধারায় ঘোষণা করছে শান্তির বাণী আর বিদ্যালয় প্রাঙণে বইয়ে দিচ্ছে শিক্ষার শান্তিপূর্ণ সুবাতাস। পাখির কলকাকলি আর অর"ণের উদ্ভাসিত সোনালি আভার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয় ক্যাম্পাসকে মুখরিত করে তোলে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী। তাদের পদচারণায় সরগরম হয়ে ওঠে এলাকার পর এলাকা। বিদ্যালয় কোড অনুসরণ করে সাজানো হয়েছিল বিদ্যালয় ক্যাম্পাসটি। বিদ্যালয়ের একপাশে সগৌরবে দাঁড়িয়ে আছে শহিদ মিনার, পশ্চিমে নামায ঘর। নামায ঘরের কোল ঘেঁষে পরম মমতায় ও ধর্মীয় অনুশাস মেনে তৈরি করা হয়েছে শ্রদ্ধেয় চেয়ারম্যান স্যারের মিসেসের স্মৃতি সৌধ। পাশের খালি জায়গাটি ছিল চেয়ারম্যান স্যারের জন্য নির্ধারিত। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় গত ৩০শে নভেম্বর ২০১৫ খালি জায়গাটি পূর্ণ করে চির নিদ্রায় শায়িত হন চেয়ারম্যান আতাউদ্দিন খান। সাদা টাইলসের শুভ্রতা আর মোলায়েম সুমিষ্ট পবিত্র কোরআনের বাণী আমাদেরকে ইহজগতের সবুকিছু ভুলিয়ে এক স্বর্গীয় আবহে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এ এক অন্যরকম অনুভূতি যা ভাষায় প্রকাশ করা প্রায় অসম্ভব।

পড়ন্ত বেলায় সূর্যের এক চিলতে বিদায়ী হাসির ঝলকে পাতার নাচন দেখতে দেখতে গাড়িতে উঠলাম। বিদায় সম্ভাষণ জানাতেই আমাদের গাড়ি ছাড়ল আসল ঠিকানায়। সত্যি বলতে কী দেহ খানা নিজ ঠিকানায় অবস্থান করলেও মন পড়ে রইল স্যারের বিদ্যালয় ক্যাম্পাসের বট পাকুড় তলায়। স্যারের এই সুবিশাল কর্মযজ্ঞ আমাকে আলোড়িত করে। তাই স্যারকে নিয়ে লেখার এই ঔদ্ধত্যের বহিঃপ্রকাশ 'বটবৃক্ষ'।

বটবৃক্ষ

নবাবগঞ্জের কৃতি সন্তান আতাউদ্দিন খান
উন্নত জাতি গঠনের স্বপ্নে বিভোর তোমার প্রাণ
১৯৬৫ সনে নবাবগঞ্জে কলেজ প্রতিষ্ঠা করে
শিক্ষার মশাল রেখেছো ধরে,

তোমার বিশাল কর্মযজ্ঞই তোমারে করেছে মহীয়ান
বিশাল বটবৃক্ষ দিচ্ছে তারই প্রমাণ।
বট পাতার মর্মর ধ্বনি
যেন গাইছে তোমার বিজয়ের বাণী।
ওহে মহাপ্রাণ, তোমার লক্ষ লক্ষ সন্তান
শিক্ষার আলোয় আলোকিত হয়ে বেড়েছে শিক্ষার মান,
বটবৃক্ষের ছায়াতল দুঃখ, বেদনা, ক্লান্তি ভুলে
অগণিত প্রাণ করে যায় জ্ঞানদান, খুলে মন প্রাণ।
বট বৃক্ষের বুক চিরে
দাঁড়িয়ে রয়েছে পাকুড় গাছ, ভালবাসার প্রতীক হয়ে,
বাইশটি স্তম্ভের স্মৃতি সৌধ কলেজ প্রাঙ্গণে ঘোষণা করেছ
তোমার প্রাণপ্রিয়ার স্মৃতি গান
ভালবাসার নিরিখে তা তাজমহল সমান।
তুমি বাংলার কৃতি সন্তান
মায়ের মুখে হাসি ফোটাতে কাজ করে যাও অবিরাম,
ধন্য মোরা, তুমি করে চলেছো মোদের নেতৃত্ব দান
দোয়া করি, সুস্থ থেকো, পাও বটবৃক্ষের প্রাণ।

এই বড় মনের ব্যক্তিত্বটি আমার এই সামান্য প্রয়াসে এত খুশি হয়েছিলেন যে, তিনি আমাকে তিন দিন ফোন করে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন এবং বার বার বলেছিলেন 'আপনি আমার দুর্বল জায়গায় হাত দিয়েছিলেন'। তিনি মনস্থির করেছিলেন কাবিতাটি ফটোকপি করে বিভিন্ন জায়গায় দেবেন। সে কারণে তিনি আমাকে কয়েকবার তাঁর বাসভবনে ডেকে পাঠিয়েছিলেন মৃত্যুর মাত্র ছয় দিন আগেও তাঁর সঙ্গে আমার কথা হয় এই 'বটবৃক্ষকে' নিয়ে। তাঁর সেই অক্সিজেনের নল দেওয়া হাসি হাসি মুখ খানি আমার স্মৃতিতে চির অম্লান থাকবে। তার কর্মযজ্ঞ বটবৃক্ষের মত ছায়া দিয়ে যাবে যুগ যুগান্তরে।

সেরাজুন নেসা
সিনিয়র শিক্ষক
প্রিপারেটরি (বাণিজ্য শাখা)
বাংলা মাধ্যম

প্রতীক্ষা

আজ সারাদিনই আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন। কখনও মুষলধারে, কখনও ধীরে ধীরে বৃষ্টির রিমঝিম ছন্দে দিনটা কেটে গেল। বিকেল হয়ে এসেছে। রফিক সাহেব জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখলেন আকাশটা যেন গাঢ় কালো হয়ে আসছে। তাঁর স্মৃতির পাতায় ভিড় করল অনেক ঘটনার ঘনঘটা। অনেক দিনের অনেক স্মৃতি তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল। জীবন সংগ্রাম পরিশ্রান্ত। অনেক ঘাত প্রতিঘাতের মাঝ দিয়ে জীবনতরী যখন কূলে এসে পৌঁছেছে ঠিক তখনই এমনই বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় তাঁর জীবনসঙ্গী তাঁকে ছেড়ে না ফেরা দেশে পাড়ি জমান। ঘটনার আকস্মিকতায়, শোকে, দুঃখে দিশেহারা হয়ে যান তিনি। মনে হয় জীবনের গতি বোধ হয় থেমে গেল। কিন্তু তা হয় না শত বৈপরীত্যের মাঝেও জীবন সামনের দিকে এগিয়ে যায়।

মাতৃহীন সন্তানদের গভীর মমতায় বুকে আগলে ধরেন রফিক সাহেব। বোঝেন এখন তিনি শুধু বাবা নন মায়েরও প্রতিভূ। বড় ছেলেটি ওকালতি পাশ করে প্র্যাকটিস শুরু করেছে। ছোট ছেলেটি ইঞ্জিনিয়ারিং শেষ বর্ষের ছাত্র। একমাত্র মেয়েটি লেখাপড়া করছে। একটু বেশি করে আগলে রাখতে হয় মেয়েটিকে। চোখের আড়াল হলেই মেয়েটি মন খারাপ করে, মায়ের জন্য কান্নাকাটি করে। রফিক সাহেব মেয়েকে বোঝান, সান্ত্বনা দেন, শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা করেন-এর চেয়ে বেশি আর কী করবেন, মায়ের মমতা অতুলনীয়-এটাই সবচেয়ে বড় সত্য।

দিন কেটে যায়। বড় ছেলের বিয়ে দিলেন। বৌমা খুব ভালো মেয়ে। সবাইকে নিয়ে সংসারটাকে বেশ আগলে রেখেছে। ইদানীং রফিক সাহেব মেয়েকে পাত্রস্থ করতে হবে এই ভেবে বেশ চিন্তিত। পরম করুণাময়ের কৃপায় বেশ কিছু দিন বাদে ভালো ছেলের সাথে মেয়ের বিয়ে দিলেন। মেয়েকে চোখের আড়াল করতে খুব কষ্ট হয়েছে রফিক সাহেবের। মনকে দৃঢ়ভাবে শক্ত করে মেয়েকে সম্প্রদান করলেন। স্ত্রীর উদ্দেশ্যে অস্ফুটস্বরে বললেন যে আর কি কি কর্তব্য তাঁকে পালন করতে হবে তা যেন অদৃশ্য লোক থেকে স্ত্রী বলে দেন। সময় তার নিজের গতিতে এগিয়ে চলে। ঘরে এসেছে নতুন অতিথি। ছোট্ট নাতিকে নিয়ে শুরু হলো জীবনের আর এক অধ্যায়। স্ত্রীর কথা মনে পড়ে। নীলা (স্ত্রী) বেঁচে থাকলে দুজনে মিলে যে কী মধুময় দিনগুলো পার করতেন! মাঝে মাঝে মেয়ে জামাই এসে তাঁর কাছে ক'দিন কাটিয়ে যায়। সে কটা দিন কেমন যেন আনন্দের ঘোরের মধ্যে দিন কেটে যায় রফিক সাহেবের। ঘোর কাটতেই দেখেন মেয়ের স্বগৃহে ফেরার সময় হয়েছে-তাকে হাসিমুখে বিদায় দেন। ছোট ছেলেটিরও বিয়ে দিয়েছেন। সে তার কর্মস্থলে ব্যস্ত সময় কাটায়। সময় করে বাবাকে দেখতে আসে। ওরা এলে বাবা সকলকে নিয়ে বেশ খোশ মেজাজেই থাকেন ছেলেরা বুঝতে পারে। ছোট ছেলের বৌ রফিক সাহেবকে তাদের বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করে। তিনি বলেন আর কদিন পরে যাবেন। নাতিটা বড় হচ্ছে। দুষ্টুমির শেষ নেই। মায়ের বকুনি খেয়ে দাদুর বুকে মুখ লুকিয়ে থাকে। নাতিকে বুকে জড়িয়ে ধরে ভাবেন 'আহা! এসময় নীলা যদি আমার পাশে থাকত'। আজকাল রফিক সাহেবের শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না। আসলে বয়সটা তো বাড়ছে। প্রাতঃভ্রমণের সাথীরা উপদেশ দিল-যাও নারে ভাই একটু হাওয়া বদল করে এস। ছোট ছেলের চাকরির জায়গাটা কেমন কদিন ঘুরে এসো ভাল লাগবে। কথাটা রফিক সাহেবের মনে ধরল। হঠাৎ করে সেদিনই ছোট ছেলে বাবাকে দেখতে এল। বাবা তাঁর মনের কথাটি ছোট ছেলেকে বললেন। ছেলে বলল পরের সপ্তাহে এসে বাবাকে নিয়ে যাবে। ছোট ছেলের আসার অপেক্ষায় দিন গোনেন রফিক সাহেব। মনে মনে যাওয়ার প্রস্তুতি সেরে নিতে ব্যস্ত। কিন্তু দিন, মাস যায় ছোট ছেলে বাবাকে নিতে আর আসে না। হঠাৎ ছেলের চিঠি পেয়ে অবাক হয়ে চিঠিটা খুলে পড়লেন বাবা। ছেলে লিখেছে 'অপেক্ষা করো বাবা, সময় মতো তোমাকে বেড়াতে নিয়ে আসব। তোমার বৌমা তার কাজ নিয়ে খুব ব্যস্ত'। রফিক সাহেব সব বুঝলেন। দুঃখের মাঝেও একটু হাসলেন এই ভেবে যে, ওরা মনে করেছে আমি যদি ওখানে থেকে যেতে চাই। হায়রে সন্তান! মাতৃহারা সন্তানদের কী কষ্টেই আগলে রেখেছেন। আর আজ তিনি বড় অনাদৃত ব্যক্তি যাকে গ্রহণ করার চেয়ে বর্জন করা শ্রেয়। দু'ফোঁটা পানি চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ল।

আজিজা আখতার
সহকারী শিক্ষিকা
প্রিপারেটরি, বালিকা শাখা
(বাংলা মাধ্যম)

হঠাৎ এক ভোরে

আন্তর্জাতিক একটি সংস্থায় কাজ করার সুবাদে পাঁচটি বছর দেশের বাইরে কাটাতে হলো। কাজের ব্যস্ততায় কখন কেটে গেল পাঁচ বছর বুঝতেই পারলাম না। অবশেষে স্বদেশের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। ঠিক সময় মতই পৌছে গেলাম চির চেনা ঢাকা শহরে। বিমান বন্দরটা কেমন যেন অচেনা মনে হলো। যেমনটি দেখে গিয়েছিলাম তেমনটি আর নেই। সেখানে অনেক পরিবর্তন। কাষ্টমস এর কাজ শেষ হলে গেল দ্রুততার সাথে। বিমান বন্দরের সব আনুষ্ঠানিকতা সেরে লাগেজ নিয়ে বের হলাম। একটা ট্যাক্সি ঠিক করে বাসার উদ্দেশ্যে রওনা হব। উঠানিতে উঠতেই ড্রাইভার বলেন 'ম্যাডাম সিট বেল্টটা বেঁধে নিন'। তিনি নিজেও বাঁধলেন তার সিট বেল্ট। কিন্তু ট্যাক্সিটা যতই অগ্রসর হচ্ছে আমি ততই অবাক হয়ে যাচ্ছি। আমি কি সত্যি ঢাকা শহরে এসেছি, নাকি ভুল করে অন্য কোথাও এসে পড়লাম। ব্যাগ থেকে বিমানের টিকিটটা বের করে আবার দেখলাম। না সবতো ঠিকই আছে। তবে আমার পরিচিত ঢাকা শহর এমন অচেনা লাগছে কেন?

যেদিকে তাকাচ্ছি সবই যেন নূতন মনে হচ্ছে। রাস্তার দু'ধারে সারি সারি গাছ, সড়ক দ্বীপের ফুল গাছে নানা রঙের ফুল ফুটে আছে-এমন সুন্দর সবুজের ছোঁয়াতো আগে দেখিনি। পথে গাড়িগুলোও চলছে ট্রাফিক নিয়ম মেনে সারিবদ্ধভাবে। মোড়ে মোড়ে নেই কোন ট্রাফিক পুলিশ। লাল বাতি জ্বলার সাথে সাথে সব যানবাহন থেমে যাচ্ছে আবার সবুজ বাতি জ্বলছে তারাও চলতে শুরু করছে। অকারণে নেই কোন হর্ন এর শব্দ। এমনি নিয়ম মেনে চলছে সব রিক্সা, অটোরিক্সা, বাস। গাড়িগুলো কেমন ঝকঝকে তকতকে। নেই কোন কালো ধোঁয়া। ড্রাইভারকে বললাম গাড়ির এসি বন্ধ করে গাস নামিয়ে দিতে। খুব ভালো লাগছে প্রকৃতির বাতাসে দম নিতে। পথে এ পর্যন্ত চোখে পড়ল না কোন ময়লা আবর্জনা। এমন কি একটা খালি চিপস্ এর প্যাকেটও না। কিছু দূর পর পর পথে পাশে রয়েছে ডাস্টবিন। যার যা ফেলার সেখানেই ফেলছে। রাস্তাগুলো করা হয়েছে বেশ প্রশস্ত, বেড়েছে ফ্লাই ওভারের সংখ্যাও। ফুটপাতে নেই কোন দোকানপাট বা নির্মাণ সামগ্রী। ওখান দিয়ে নির্বিঘ্নে হেঁটে চলছে পথচারী। আশেপাশের বাড়ীঘরগুলো সুন্দরভাবে সাজানো। প্রায় প্রতি বাড়িতেই সৌখিন সব গাছপালা। পার্কগুলো পরিচ্ছন্ন সবুজ গাছ পালায় ভরা। মনে হলো বুক ভরে অক্সিজেন নেওয়া যায় এখন এই শহরে। আরো একটা মজার জিনিস দেখে খুব ভাল লাগল-বড় বড় স্কুল, কলেজ আর ইউনিভার্সিটির বাস। সেগুলো নির্দিষ্ট স্টপেজে এসে থামছে আর ছাত্র-ছাত্রীরা সারিবদ্ধভাবে বাসে উঠে যাচ্ছে তাদের নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। বুঝলাম তাহলে এখন আর প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর জন্য একটা করে প্রাইভেট কার পথে বের হয় না। ট্রাফিক জ্যাম না থাকায় মনে হয় এটাও একটা কারণ। এমনিভাবে বিভিন্ন গন্তব্যে চলছে যাত্রীবাহী বাসও। একটা জায়গায় দেখতে পেলাম মানুষ জন সিড়ি বেয়ে নিচে নামছে। ভাবলাম আন্ডারপাস। ট্যাক্সি চালককে জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল ওটা পাতাল ট্রেনের স্টেশনে যাবার পথ। আন্তঃশহর পাতাল ট্রেন চালু হয়েছে।

কিন্তু অসংখ্য স্কুল, প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সেগুলো গেল কোথায়? শুনলাম ওগুলো সরিয়ে নেয়া হয়েছে আবাসিক এলাকা থেকে। আর ফুটপাথের দোকানপাট? তাদের জন্যও নাকি করা হয়েছে এলাকাভিত্তিক মার্কেট। সেখানে স্বল্প ভাড়ায় দোকান, তারা এখন ব্যবসা করছে। দেখতে দেখতে চলে এলাম মতিঝিলের অফিস পাড়ায়। কোথায় রাস্তার অর্ধেক জুড়ে সেই গাড়ির সারি? সব অফিস বিল্ডিং এর আন্ডার গ্রাউন্ডে রয়েছে গাড়ি পার্কিং এর সুবিধা। মার্কেট গুলোতেও তাই। শুধু একটা জিনিসের কোন পরিবর্তন নেই-শাপলা চত্বরের সেই শাপলা ফুলটি। তার নিজস্ব সৌন্দর্য নিয়ে শতদল মেলে ফুটে রয়েছে ঠিক আগের মতই।

ঢাকা শহরের পরিবর্তিত রূপ দেখতে দেখতে পৌছে গেলাম পুরান ঢাকার নারিন্দায়, নিজ বাসায়। বাড়ির ফটকে পৌছাতেই আমার তের বছরের মেয়ে দৌড়ে এল মা বলে। আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি সকাল সাতটা। ঝটপট উঠে পরলাম। সংসারের সব কাজ গুছিয়ে সময় মত পৌঁছাতে হবে কর্মস্থলে। আবার ঠেলতে হবে যানজট। নিশ্বাস নেব কালো ধোঁয়ায়। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল। মনে হলো আমার স্বপ্নের মতোই যদি হতো

আতিক-উন-নাহার
সহকারী শিক্ষক
ইংরেজী মাধ্যম (বালিকা শাখা)

Stories

The Road of Ghost

One day at night I was passing through a road at 12.00 am. The road was very silent. I was walking alone. No one was there. Suddenly I saw a woman passing the road. I called the woman but she did not listen to me. I was going towards her but she was vanished. Then I saw a car coming towards me. I stopped the car because I needed lift. Then I knocked at the car's window. Suddenly the car's window was opened. Then I looked inside the car. I was very afraid because there was no one in the car. I shouted loudly. Some people had come towards me. I told them what happened with me. When I was telling, suddenly the car was vanished. I told them many times but they did not believe me. Then they went away. I started walking again. Suddenly I heard a sound "Ha! Ha! Ha! Ha!" I am the ghost of the forest, what are you doing here? Now I will eat you. Suddenly a taxi was coming towards me. I stopped the taxi and

Fariha Rezwana Showrani
Class : 7, Roll : 05
Section : B
English Version

100 Million Dollars

One day in the bank there came five thieves. They entered into the bank like customers. They went there carrying guns. Everything was fine in the bank. As usual somebody was taking loan and somebody was depositing money, somebody was taking their salary. The five thieves were observing the bank for seven days. And then attacked the bank on the eighth day. Suddenly when they felt that it was the right time, at first they switched off the alarm and they broke the cctv cameras. Then they attacked the securities of two gates and closed the windows. And they hold their guns and threatened all the workers, manager, accountants, people and some children. They also threatened that if they showed any cleverness, they would shoot them. The five thieves also said that they had destroyed all the security system of the bank. They said, 'Don't try to call anyone. You will repent for it. And then they snatched all phones from them. There was a clever accountant. She got a gift from his little naughty cousin. He gifted her sister a box. If she opened the box a hand would come and punch her. The clever accountant hit upon a plan to get rid of the thieves. She took a briefcase and then cut it talking the shape of a box which her cousin gifted her. After that she put the box in the briefcase and then left a message in it. After some time she announced that, "I am giving you all the money. Please leave us as I have kept all the money of the bank in the briefcase. There is 100 million dollars. "At first the thieves asked, 'Where is the locker of the bank?" The accountant replied that, 'All the lockers are in my cabin and I have put all the money of locker in the briefcase" The thieves took the briefcase and ran away. The workers and people at first brought the security Guards in sense and then asked the clever accountant. 'Why have you done so without their permission?' She told them all the incident and then everyone clapped for her. They arranged a party for her. On the other hand, the five thieves opened the briefcase and saw that there was a box in it. They opened the box and found no money. Rather a hand punched them and a message came out. The message was, "Greediness is never rewarded."

Labiba Hassan Sneha
Class : IV, Section-A
Roll : 03 (Blue), English Version

A Little Girl and Her chicks

The name of a village is Rasulpur. The village is full of small huts, trees, paddy lands and cattles. There is a little girl named Rima. She lives in a small house. She plays hide and seek with her friends. She has some pet chicks. She takes care of them every day.

One day one of her chicks was lost. She looked all around her house for the chick, but could not find it. She cried and told her mother about this. Her mom said, have you searched it in neighbor's house? She said, 'no, let's go to neighbour's house'. She went to her neighbour's house and found her chick. She was very happy to get back her chick.

The happy ending.

Tahia Jabin Saba
Class : One, Roll : 48
Section : Violet (F)
English Version

Birbal, the Wise

One day, a rich merchant came to Birbal, the wise. He said to Birbal, "I have seven servants in my house. One of them has stolen my bag of precious pearls. Please find out the thief".

So Birbal went to the rich man's house. He called all of the seven servants in a room. He gave a stick to each of them. Then he said, "These are magic sticks. Now all these sticks are equal in length. Keep them with you. Return them to me tomorrow. If there is a thief in the house, his stick will grow one inch longer by tomorrow."

The servant who had stolen the bag of pearls was frightened. He thought, "If I cut a piece of one inch from my stick, I won't be caught. "So he cut the stick and made it short by one inch.

The next day Birbal collected the sticks from the servants. He found that one servant's stick was short by one inch. Birbal pointed his finger at him and said. "Here is the thief" The servant confessed his crime. He returned the bag of pearls. He was sent to jail.

Ahnaf Bin Mokbul
Class : IV, Roll : 15
Secion : Keplar
English Version

A Story of a Girl

Once upon a time there was a girl. She was very cute, chubby and a good student. Her name was Zeba. She lived in Bangladesh. Her mother used to live in abroad. She used to stay with her grandpa. Her grandpa was very kind. Her grandpa used to make her sleep into his lap. One day her grandpa died. She and her uncle cried a lot. After a year her uncle got married. Her aunt was evil, fat, black, and not a good student, wife, person and aunt. Her aunt used to torture her a lot. She never said to anyone. After that she told to her teacher everything. She said "Please don't tell it to my mom." Her teacher said "why" She said that her uncle would throw her out of the house. She waited for her mother. Then she went to Australia with her mother. But her Aunt felt guilty.

Rubaiyat Binte Mashuk
Class : IV, Roll : 33
Secion : (D) Pink
English Version

Liberation

Once upon a time there lived a woman in a village. Her son went to an undefined way of the liberation war. She wanted her son to come back and he would said to her "Mother, how are you"? She would say, "Has Bangladesh achieved it's freedom"? The next day the companions of her son came and said "Her son is dead". Then she became wordless. That night she saw in her dream that her son was saying, ''Bangladesh achieved it's freedom. Bangladesh achieved it's freedom.''

Sadiat Ahmed Khan Promit
Class : V, Roll : 5
Section : Robindra
English Version

The King and The Shepherd Boy

Long long ago, there was a king who was very fond of painting portraits. One day he went to a hill top & painted a beautiful picture on a canvas. When the picture was ready, he stood before picture. He moved to and fro and gave it a finishing touch with his brush. Then he stepped backwards, looking at the picture before him, to see how it looked from a distance. He reached almost the edge of the hill.

A shepherd boy, who was grazing his sheep on the hill, saw the king. He thought that if the kind moved back even a bit, he would fall down into the valley below and die. So, he ran to the picture and tore it with a hard blow of his stick.

The king was very angry with the boy. He rushed to the boy and caught him. He angrily shouted, "You fool! What have you done? I will kill you".

The shepherd boy fell on his knees before the kind and said in a humble voice, 'Sir, please look back. If I had not done this, for your presence of mind, you would have fallen down and lost your life.

The king looked back and thanked the boy for saving his life. He said to the boy, 'If you had not done it, I certainly would have died. Then thanking, he took the boy with him to the palace and rewarded him with rich gifts

Later, the boy was brought to the palace and brought up there under the personal care of the king. After a few years, he was made the king's chief minister.

Arham Bin Mokbul
Class : V, Roll : 29
Section : Robindra, English Version

Internet

Once upon a time there was a child called internet. When he was born, he was an immatured baby. His parents did not expect him. That's why his parents flowed him into the river in a wooden case. The wooden case after floating landed in the bank of the river. There was an old den behind the river and there lived a wild dog. The dog's name was Balu. Balu opened the wood case, seeing it the baby started to cry. At the same time a person was passing. After hearing the cry of the baby, he immediately went near the baby. When the baby saw him it stopped crying and asked him his name. The person told him that my name was Rohit. So, Rohit went to his home with the baby. Rohit didn't know his name. That is why he called him 'In', Rohit's mother called him 'Ter', Rohit's father called him 'Net'. And Rahit's uncle called him Internet.

Annaba Anjum
Class : IV, Roll : 11
Section : D (Pink)
English Version

Mysterious Room

"Who's there" I shouted out.

Alisha squeezed my arm so hard. It hurt but I made no attempt to move away from her. I heard soft foot steps, ghostly foot steps.

A cold chill froze the back of my neck, I clamped my jaw shut to keep my teeth from chattering. And then yellow eyes floated toward us through the thick darkness.

Four yellow eyes.

The creature had four eyes.

A gurgling sound escaped my throat. I couldn't breathe. I couldn't move.

I stared straight ahead listening, watching.

The eyes floated apart in pairs. Two eyes moved to the right, two to the left.

"No" I cried out when I saw more eyes. Yellow eyes in the corners of the room. Evil eyes glinting at us from against the wall. Yellow eyes all along the floor. Yellow eyes all around us.

Catlike yellow eyes glaring in silence at Alisha and me as we huddled together in the center of the room.

Catlike eyes. Cat's eyes.

Because the room was filled with cats. A shrill yowl gave them away. A long mew yowled from the windows made Stephanie and me both sigh in relief.

A cat brushed against my leg. Started, I jumped aside, bumping into Alisha. She jumped on me back. More cats meoed. Another cat brushed the back of my leg.

"I think these cats are lonely" Alisha stemmed "Do you think any one ever comes up here"? I don't care, I snapped "All these yellow eyes floating around. I thought ..... I thought ..... Well ..... I don't know what I thought; it's creepy. Let's get out of here. For once, Alisha didn't argue. She led the way to the door at the back of the room. All around us, cats were howling and yowling.

Another one brushed my leg. Alisha tripped over a cat. In the darkness I saw her fall. She landed on her knees with a hard thud.

All cats began to screech. "Are you okay"? I cried, hurrying to pull her up. The cats were howling so loudly. I couldn't hear her reply. We jogged to the door, pulled it open, and escaped. I closed the door behind us. Silence now. "Where are we"? I whispered.

I don't know. Alisha stammered, keeping close to the wall.

I moved to a tall, narrow window and peered through the dusty glass. The window led out to a small balcony. The balcony jutted out form the gray shingled roof.

Pale white moonlight washed in through the window. I turned back to Alisha. We were in some kind of back hall way, I guessed. The long narrow way seemed to stretch on forever, may be these rooms are used by the workers. You know Many, the night watchman the house cleaners and the tour guides.

Alisha sighed. She stared down the long hall way. Let's go downstairs and find out the tour group. I think we have done enough exploring for to-night.

I agreed there must be stairs at the end of the hall. Let's go.

I took four or five steps then I felt the ghostly hands. They brushed over my face, my neck, my body sticky, dry invisible hands.

The hand pushed me back as they clung to my skin.

"Ohh! help", Alisha moaned.

The ghosts had her in their grasp too.

Md. Sk. Mehrab Ibn Reza
Class : IV, Roll : 15
Section : Farmet
English Version

Honesty is the Best Policy

Once there was a boy named Navin who was very intelligent. He always stood first in class but suddenly one day he failed in his exam. In every subject he got low marks. He knew that his parents would scold him and his friends would tease him for his bad result, so, he upgraded his marks by putting a digit before or after his real marks. In all the subjects he did the same and when he showed his results to his parents, they were very proud of him. Then, on the first day of school, his father wanted to go to school with him but he told his father that he was big enough and his father did not have to go with him, so that his father did not get to know that he was in the section 'E' where all those who got low marks were and not in the section 'A' where all those who got good marks were. Then, when the CT of the Annual Examination was going to be held, he had to buy the books but he did not have the money to buy them. And if he asked his father, then he would get caught. Somehow, he managed the money and bought the books. Then, when he was writing his details on the copy, his mother saw him and asked him why he was writing his roll number 33 and section 'E' because she knew that as his son was in the first position, his roll should be 1 and section would be 'A'. Navin answered 'Mom, I am sorry, I have done something very wrong'. Then his mom asked 'what is it, Navin'? Navin said 'Mom, you have seen my results, I actually upgraded my numbers with a better marks because I got very low marks.' Navin's mom was shocked but then after a moment of silence she asked Navin why he had done such a wrong thing. To this Navin replied that all his friends had got good marks and he was the only one who got such bad marks. He was feeling ashamed because if all of his friends got to know that he had got such low marks, they would laugh and tease him and he also got scared because he thought that his mom would beat him up. Navin's mom replied, 'I am happy that you confessed, but don't do this again and don't ever lie to your parents. If you do so, you will lose me and from now, please work hard and try to obtain good marks. Don't be scared if you get bad marks, tell me and I won't scold you, I promise dear and please never tell a lie.' Navin was shocked to hear this reply from his mom. He hugged his mother and said, 'I was really worried mom, I promise I will never do this again, I love you.' From that day, Navin worked very hard and obtained good marks in his upcoming tests and since that day, he was very honest and never lied about anything.

Afreen Siraz
Class : III, Roll : 3
Section : (A)-Blue
English Version

Andrew and His Dog

Once upon a time in winter season, there was a boy named Andrew who always sold canndles. One day his mother saw a dog. Andrew agreed his mother to take his dog to his house. But his mother said, "This dog is very expensive and we are poor. So we can't buy this dog." The shopkeeper said, "This is very good dog." This is only 100 Taka.'' His mother was surprised that it is only 100 Taka. Andrew's mother bought this dog. The dog was also very nice and white coloured. Andrew was very happy and he played with his dog in the afternoon. One day Andrew told his mother, ''Mom I have a nice name for the dog''. His mother asked what the name was. Andrew said his name would be Jacky. 'This is a nice name,' said his mother. The dog was also very happy.

One day Andrew and Jacky went to sell candles. They went far and far. They didn't know where they were. They sold all the candles. When they were going home Andrew thought "what is the way of going home?" "We are lost Jacky", he said. Jacky was going ahead and Andrew was going behind him. Andrew fell down in a river. Jacky saw and he dropped a branch of a tree in the river. Andrew caught the branch and came out of the river. Than they saw a police man. The policeman helped Andrew and Jacky.

They went home and lived happily.

Sandipan Mollik Nibir
Class : VI, Roll : 9
English Version

Story "The Shadow!"

Last year we went to our native village during winter vacation to spend time with my cousins. I was very much excited. We arrived there when it was almost evening. At night, after having our dinner, we all sat down together and started chatting about Ghost stories. One of my cousins, who live there said that one night, when she woke up, saw a shadow near her windows. And when she was calling her mother, that shadow got vanished. When we were together, we usually chat about Ghost stories. Next night, our parents were outside of home and we were playing at home. At that time electricity went off. So, we went outside the home and again started playing. As I was thirsty, I went inside the house to drink water. Then I heard a weird sound coming from varandah. I went there to see and I unfortunately saw a shadow who was carrying a little child in his hand. I abacked. Then I said "who's there"? No sound came and only it faced towards me. I started screaming and my cousins who were playing inside home, came quickly with a lamp to see what had happened. At that time the electricity came and I found the shadow was my uncle with his little son. Then what a relief I got, I couldn't tell you!

Sakia Safina
Class : VI, Roll : 10
Section : A (Blue)
English Version

A Bag of Gold Coin

A rich merchant led a lonely life, but the thing when he really enjoyed was, in the evening by the fire after his work, to take out his bag of gold coins and to count them and as he counted them he became happier and happier and in this way his life went on day by day, evening by evening. To him the only happy thing was to count these gold coins. But one evening returning to his house, he did not find his bag of gold coins. Now he was not a happy man. He looked high and low for the bag of gold coins he searched the countryside. He searched the town but he could not find it. As the weeks went by, he became more and more distressed. But then he had an idea to offer a reward of half of gold coins to anyone who could find them.

All the people from the town searched everywhere but no one could find the precious bag of gold coins. One evening a poor fisherman found a bag of gold coins tangled in his net. He was an honest man and he thought, "Oh, this is the bag of gold coins that must belong to the rich merchant upon the hill. I will return if for there is a reward of half of these gold coins. "That evening, he made his way up to the house of the rich merchant and knocked upon the door. The merchant came and annoyed to see the poor fisherman at his door.

"What do you want"? He asked "I have found a bag of gold coins" replied the fisherman.

The merchant's eyes lit-up.

"Show me! Show me!" he said and snatched the bag from the fisherman's hand. Then by the fire, he slowly opened the bag and started to count the gold coins.

He was growing happier and happier until a thought came, "Now I have to give this wretched fisherman half of the gold coins of my bag".

He didn't like this. So, he had an idea. Where is my precious ruby that was in the bag of gold coins?" He asked.

and said, "there was no ruby in the bag I found."

"You are a thief!"

"Be off," said the merchant. And the poor fisherman left the house of the merchant.

Next day the fisherman went to the king who was a just ruler of the land and told him his story. The king listened intently and then summoned the rich merchant. He looked at both the fisherman and the merchant and after a while, he spoke, "I have known both of you for many years". The fisherman here is an honest man. He has brought on many occasions fine fish for my hall while you, rich merchant who live high up the hill, has given little service to the kingdom. Now, I have heard both your accounts of what you have not to say and this is my judgment -

"Obviously the bag of gold coins, the fisherman found, could not have been yours. There was a precious ruby in your bag but there was no ruby in the bag which the fisherman found. So, I suggest you should look for your bag of gold coins with the ruby and the fisherman will keep the bag that he found".

Antara Raisa
Class : VI, Roll : 17
Section : A (Blue)
English Version

Sorrows of Life

The lonely littler girl entered into her room. Her parents were fighting as usual. It's nothing new now that she thinks about it. "Why am I such an unfortunate lady? Had I never married you, how happy I would've been!" She has heard her mother say these words for as long as she remembers. She doesn't cry though. She has even forgotten how to cry. That's because she is used to being hurt. Now she just shrugs it off. It used to hurt a lot when she was a little child. Now she is in her mid-teens. She has learned to evaluate everything in a logical way. It no longer hurts. It just causes tiny ripples inside her hollow heart. She doesn't hate her parents. She doesn't love them either. She just cares for them out of her sense of duty. She tried to lover her parents and family. But she discovered that she isn't capable of loving anyone. She cares for others because she should. She used to be such an energetic child before. Now she has come to love silence. She has become observant. She always observes from the students as the others took the spotlight. She figured out silence grants her the time to observe. And observing lets her understand every minor details. No one understands her true nature as she always puts up a façade. She loves solitude but never reveals it. She likes spending time at school because she is liked by both teachers and students alike. However, she finds it bothersome to listen to others chatting as she hates talking much. Every once in a while she gets tired of listening to her classmates complaining about pressure. In TV she sees people committing suicide. She finds all of it trivial. Even though her inside is stained with bitterness and weariness, she never thought of taking her life. "It's my life to live. Who cares what it's like, I will see this through to the end," that's her thought. Each and everyday passes bitterly for her. She keeps herself entertained by painting. It's like an addiction for her. Inspire of her bitterness, she has a

Even her parents can't resist her. That gift alone is something she loves and cherishes. The fighting stopped. The parents were dumbfounded as their relatives suddenly arrived at the scene with gifts wishing them happy marriage day. The house burst with laughter soon afterwards.

In her dark little room, she flash a lovely smile which no one can see. While sitting on the floor and enjoying the night sky, she whispered few words in a voice meant for her alone.

"The plan this time wasn't too shabby. They look happy. (Sight) I thought things like this can't pick my interest. Guess I was wrong. I wonder when they will learn to make each other happy without my interference."

She smiled again, even lovelier this time. Finally, she returned her gaze to the silent sky.

Faria Firooz
Class : IX, Roll : 19
Section : Socrates
Bangla Version

In the month of April, Microsoft corporation's system was hacked. The cyber experts employed there tracked the hacking signal to its source which was an XBOX 360. They found out that the hacker was an 8 year old boy named Christopher. They learnt from him how he managed to do so. He told them that he found a pattern which allowed him to pass through the security systems. Instead of punishing Christopher, they gave him a one-year subscription for the XBOX and three new games. They also employed as their cyber security specialist.

Sirajum Munira
Class : X, Roll : 40
Section : C (Yellow), English Version

I always wanted to have a pet dog. I think dogs are the best pet. It keep boredom away. I don't have a lot of friends. My parents call me an "introvert". Anyway, this is a story of how I got to keep a pet dog and how it changed my life. It was another school day in the month of June. It was raining a lot while I was on the way to school. Something caught my notice as I was looking out of the window. It was a brown coloured puppy. It was shivering in the rain. I requested our driver to keep him in the garage of our apartment (it was a male puppy). After school hours I rushed home to see the puppy and I noticed that our driver fed it some food. I decided to keep the puppy as my pet and I named it "Milo". From then on and till now Milo is

Tahmeed Faiyaz Dehan
Class : IV, Roll : 18
Section : Lebniz
English Version

My Mother

A flower that I imagine is my mother. A star that can be seen in the morning is my mother. A leaf pink in colour that anyone cannot see is my mother. I feel proud that I have a mother like her. My mother is a sweet woman. She helps me a lot. Everyday she takes me to school. She helps me doing my school work. She is very pretty. She cooks for us and does every thing what we need. When she smiles like a flower, she looks so beautiful. When she talks as if flowers are blooming. She is the best mother I've ever seen in my life.

Zarin Tasnim Priyom
Class : 1, Roll : 01
Section : B (Green)
English Version

A True Story of Mine

My name is Ayan. I am going to tell a story of mine. One day me and my parents were going to a shopping mall. We bought many things. When my father was paying the bills of the things, I was seeing a toy. When I came back in the bill reception, I didn't see my parents. I was looking for them. Then I came back again in the bill reception. But I could not find them. I was crying. Then a man came behind me. I looked back, the man was my father. I hope you all will like my story.

Sajid Ahmed
Class : III, Roll : 43
Section : Curie
English Version

My Little Sister Sidratul

My little sister's name is Sidratul. She is a naughty girl. She always smiles. When my elder sister and I study, she disturbs us. She is a very talkative girl. She is very lovely and beautiful just like a princess. One day my mother, she and me were coming home from my grand ma's home, there was a call for my mother. When my mother received the call, she fell on the foot path and she cut her lips deeply and her four teeth were also broken. So, friends please don't receive any call in the street because it may cause accident.

Swood Shaheer
Class : II, Roll : 12
Section : Milton
English Version

My Pet and Me

My pet's name was Angel. I loved my Angel very much. Everyday when I came back home, I played with my Angel. My Angel and me were very happy. We spent our holidays happily. My pet was a gold fish. It swam all day long. One day my mother said to give food to Angel. By mistake I gave a lot of food. For this mistake it became sick. We tried but my Angel died. I felt very sad. I lost her. I fell sick for sometime. My mother said that she would give me another Angel. I miss my lovely Angel and I love it very much.

Subhana Wahid
Class : II, Roll : 26
Section : B (Green)
English Version

ভ্রমণ কাহিনী

প্রতিভান : 2014-2015

১০৪

থাইল্যান্ড ট্রিপ

প্রতিবছর আমরা কোথাও না কোথাও বেড়াতে যাই। এই বছর ২৭শে মার্চ আমরা থাইল্যান্ড বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা ব্যাংকক, পাতায়া বিচ, কোরাল আইল্যান্ড বিচ দেখেছি। কিন্তু তবুও আমার কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন বেড়াতে সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে। আমি আমার দেশের সুন্দর জায়গা আরো দেখতে চাই এবং মানুষকে এর সৌন্দর্য সম্পর্কে জানাতে চাই।

ফাইকা জাহান খান
শ্রেণী : ১ম, রোল : ১৮
শাখা : ইন্ডিগো (ই)

শিমলা ভ্রমণ

আমরা ঈদে ভারতে গিয়েছিলাম। শিমলায় ঘুরতে গিয়েছিলাম। ওখানে অনেক উঁচু উঁচু পাহাড়। ওখানে স্বল্প দূরত্বেও কুয়াশার কারণে কাছের মানুষও দেখা যায় না। এই গরম কালেও ওখানো কুয়াশা ও বরফ পড়ে। ওখানে পাহাড়ের উপরে বাড়ি। আমরা পাহাড়ের সবচেয়ে বড় দোকানে গিয়েছিলাম। দোকানটা একদম পাহাড়ের উপরে। পাহাড়ের উপর থেকে নিচের দিকের দৃশ্য খুবই সুন্দর। রাতের বেলার দৃশ্য অসাধারণ। রাতের বেলায় পাহাড়ের ভিতরে তৈরি বাড়িগুলোয় আলো জ্বলছে। সব মিলে পাহাড়াগুলো যেন আলোয় ঝলমল করছে। আমি ও আমার মা, বাবা হোটেলের বারান্দায় দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখলাম। পাহাড় থেকে নামার রাস্তাগুলো আঁকাবাঁকা। শিমলা জায়গাটা খুব সুন্দর।

তাসফিয়া মাশিয়াত
শ্রেণী : ৪র্থ, রোল : ১৮
শাখা : পেটো

কুয়াকাটায় একদিন

প্রতিবছর আমরা ডিসেম্বরে পরীক্ষা শেষে কোথাওনা কোথাও বেড়াতে যাই। গত ডিসেম্বরের ছুটিতে আমরা পুরো পরিবার অর্থাৎ বাবা-মা, আমি ও আমার বড় বোন সবাই কুয়াকাটায় বেড়াতে গেলাম। আমরা প্রথমে ঢাকা থেকে পটুয়াখালি গেলাম। পটুয়াখালি যেতে আমাদের ২টি ফেরি পার হতে হয়েছিল। পটুয়াখালির সুন্দর সুন্দর জায়গা ঘুরে দেখার পর আমরা কুয়াকাটার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। একটি মাইক্রোবাস নিয়ে আমরা সেখানে গেলাম। সেখানে যেতে আমাদের ৩টি ফেরি পার হতে হয়েছিলো। তবে দেখতে পেলাম যে, ব্রীজ বানানো হচ্ছে। ব্রীজ হয়ে গেলে কুয়াকাটায় যাওয়ার পথ আরও সুন্দর হয়ে যাবে এবং সময়ও কম লাগবে। যাবার পথে আমতলিতে আমরা নাস্তা করলাম। বেলা ১১টার দিকে আমরা কুয়াকাটার সমুদ্র সৈকতে পৌছলাম। গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথে কয়েকজন গাইড ও ফটোগ্রাফার আমাদের ঘিরে ধরলো। গাইড আমাদের বিভিন্ন জয়াগার ছবি দেখিয়ে সে সব জায়গায় নিয়ে যাওয়ার কথা বলছিল। আমাদের সাথে ক্যামেরা থাকায় বাবা ফটোগ্রাফারদের মানা করে দিলো। আমরা সমুদ্র সৈকতে হেঁটে হেঁটে ঘুরে বেড়ালাম। আমি সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়েছিলাম। সমুদ্রের ঢেউ এসে যখন আমার পায়ে পড়ছিল তখন যে কী মজা লাগছিল বলা যাবে না। বাবা আমার ছবি তুলছিলো। সমুদ্রের তীরে কতগুলো নৌকা সারি করে বাঁধা ছিল। এছাড়া দেখতে পেলাম যে, কেউ কেউ মাছ ধরছে। তারা ছোট চিংড়ি মাছের পোনা ধরছিল। এরপর আরও কিছুক্ষণ ঘোরার পর আমরা ক্লান্ত হয়ে সমুদ্র সৈকতের এক বেঞ্চে বসে ডাবের পানি খেলাম এবং একটু বিশ্রাম করলাম।

তারপর আমরা বিশ্রাম নেবার জন্য হোটেলে গেলাম। সেখানে আমরা ফ্রেশ হয়ে দুপুরের খাবার খেলাম। সেখান থেকে আমরা গেলাম রাখাইন মার্কেটে। এ মার্কেটে রাখাইনদের তৈরি করা নানারকম পোশাক, ব্যাগ, প্রসাধন এবং আরও অন্যান্য জিনিসপত্র ছিল। মার্কেটের খুব কাছেই ছিল কুয়াকাটার কুয়া। তার পাশ দিয়ে ১টি সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। সিঁড়ি বেয়ে উঠলেই সুন্দর একটা বাগান এবং বাগানের মধ্যে ১টি বৌদ্ধ মন্দির। সেখানে খালি পায়ে যেতে হয়, তাই আমরা জুতা খুলে সিঁড়ি বেয়ে সেখানে গেলাম। কিন্তু বৌদ্ধ মন্দিরটির দরজা বন্ধ ছিল এবং সেখানে ছবি তোলা নিষেধ ছিল। তবে জানালা খোলা থাকায় আমরা মন্দিরের ভিতরে দেখতে পেলাম। ভিতরে ১টি সুন্দর মুর্তি ছিল এবং একটি ব্রোঞ্জের ঘন্টা আর বড় একটি হাতুরি ছিল। এরপর মন্দির থেকে বের হয়ে গাড়িতে করে আমরা আবার সমুদ্রের তীরে গেলাম। তখন ভাটা ছিল তাই পানি অনেক দূর চলে গিয়েছিলো। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম মাটিতে খুব সুন্দর সুন্দর নকশা। প্রথমে বুঝতে পারিনি নকশাগুলো কিভাবে হলো। বাবা বললেন কাঁকড়া চলাচলের ফলে এরকম নকশা হয়। এছাড়া আমি মাটিতে পড়ে থাকা অনেকগুলো ঝিনুকও কুড়ালাম। এরপর চোখে পড়ল অপূর্ব এক দৃশ্য। সেই সূর্যাস্ত ছিল একেবারে অন্যরকম, যা আগে আমি কখনও দেখিনি। মনে হলো সূর্যটি লাল আভা ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে সমুদ্র গর্ভে তলিয়ে যাচ্ছে। সূর্যাস্তের এই মনোরম দৃশ্য ভুলবার নয়। সন্ধ্যায় আমরা পটুয়াখালি ফিরে গেলাম। সেখানে একদিন থেকে আমরা ঢাকায় ফিরে এলাম। ঢাকায় ফিরতে ইচ্ছা করছিল না। তবে কুয়াকাটায় আমি যে আনন্দ পেয়েছে তা কখনও ভুলবো না।

মিফতাহুল জান্নাত (অরন্তি)
শ্রেণী : ২য়, রোল : ৫০
শাখা : বি, ইংরেজী ভার্সন

ঢাকা টু রাঙামাটি

আমরা ৩/২/২০১৪ তারিখে ঢাকা থেকে রওয়ানা হলাম ভোর ৫.৩০ মিনিটে রাঙামাটির উদ্দেশ্যে। আমরা সকাল ৯.৩০ মিনিটে চট্টগ্রামের ১৪ গ্রামে 'ভিটাওয়ার্ল্ড' নামক হোটেলে চা-নাস্তা খেলাম। আমরা রাঙামাটি পৌছালাম বিকাল ৩.৩০ মিনিটে। আমরা রাঙামাটিতে একটি হোটেল ভাড়া নিলাম। হোটেলটির নাম পর্যটন মোটেল কমপেক্স। আমরা বিকাল ৪ টার দিকে দুপুরের খাবার খেলাম। আমাদের হোটেলটির সামনে ছিল বিশাল ধরনের একটি লেক। এটি কাপ্তাই লেক নামে পরিচিত। সেই লেকে ছিল ঝুলন্ত ব্রীজ। আমরা ঝুলন্ত ব্রীজের ওপর দিয়ে এপার থেকে ওপারে গেলাম এবং ছবি তুললাম। আমরা সন্ধ্যা ৬ টার দিকে বৌদ্ধ মন্দিরে গেলাম। সেখানে দেখলাম অনেকগুলো কুকুর পাহারা দিচ্ছে। আমরা বৌদ্ধ মন্দিরে বিশাল বিশাল বুদ্ধ মুর্তি দেখলাম। বৌদ্ধ মন্দিরে ঘুরে ফিরে আমরা রাত ৯.০০ টার দিকে গেলাম আমাদের মোটেলে। আমরা রাতের খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম থেকে উঠে ৭.৩০ মিনিটে আমরা গেলাম কাপ্তাই লেকে। আমরা একটি স্পিডবোট ভাড়া করে গেলাম লেকটি দেখার উদ্দেশ্যে। ঘোরার সময় আমরা বড় বড় পাহাড় দেখলাম। আমরা ঘুরতে ঘুরতে বড় বড় পাহাড়গুলোর মতো আরও একটি বিশাল পাহাড় একটি বড় সাইবোর্ডে লেখা আছে বরকল উপজেলা। বরকল উপজেলায় চাকমাদের বসবাস। পাহাড়টিতে নেমে আমরা চাকমাদের ঘর-বাড়ি এবং ধানের ক্ষেত দেখতে পেলাম। আমরা আরও দেখলাম চাকমাদের কাপড় বোনার যন্ত্র। সেটির নাম 'চরকি'। ওখানে সুন্দর সুন্দর চাদর বিক্রি হচ্ছিল। আমরা ৪টি চাদর কিনলাম। আমরা সেখানে চাকমাদের হোটেলে দুপুরের খাবার খেলাম। হোটেলটির নাম Peda Ting Ting। সেখানে আমরা ভাত, সবজি ও Bamboo Chicken খেলাম। Bamboo Chicken তাদের একটি ঐতিহ্যবাহী খাদ্য। আমরা লেকটি ঘুরে-ফিরে ৩.০০ টার দিকে ফিরে গেলাম আমাদের মোটেলে। সেখানে রাতের খাবার খেয়ে ঘুম দিলাম।

ঘুম থেকে উঠে ৮.৩০ মিনিটে আমরা ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। এই ভ্রমণটি আমাদের বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এক অপরূপ উদাহরণ।

আদিবা রাইসা অদ্রি
শ্রেণী : ৫ম, রোল : ০৬
শাখা : নিউটন

তোমরা পৃথিবী ভ্রমণ কর। - আল কোরআন

সাগরকন্যা কুয়াকাটায় ভ্রমণ

২০১৪ সালে বার্ষিক পরীক্ষার পর আমাদের হাতে যখন অখণ্ড অবসর, তখন ব্যস্তময় জনজীবনের ব্যস্ততা ত্যাগ করে দুই দিনের ঝটিকা সফরে আমরা সাগরকন্যা কুয়াকাটা ভ্রমণে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেই। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি এই কুয়াকাটা। এটিই দেশের একমাত্র সমুদ্র সৈকত, যেখান থেকে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয় উভয়ই দেখা যায়। আর সেকারণই ভ্রমণ পিপাসুদের কুয়াকাটা ভ্রমণের ব্যাপারে অতি আগ্রহ থাকে। কুয়াকাটায় এসে প্রকৃতির যে অনন্য সান্নিধ্য লাভ করা যায়, তা এখানে আসার আগে কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথারীতি আমার বাবা, মা আর ছোট বোনকে নিয়ে সরাসরি ঢাকা-কুয়াকাটা বাস সার্ভিসের টিকিট কেটে রওনা হই। ডিসেম্বর মাসে তখন চারদিকে কনকনে শীত। আর একই সাথে পাড়ি দিতে হল দীর্ঘপথ। বেশ কয়েকটা ফেরি পার হতে হলো। জীবনে প্রথম ফেরিতে উঠে আমরা খুব আনন্দিত ছিলাম। বিশাল নদীর উপর দিয়ে উড়ে যাওয়া জল-কবুতরের ভিডিও করেছিলাম। অবশেষে যখন পৌছালাম, তখন রাত হয়ে গেছে। দীর্ঘপথ ভ্রমণের ক্লান্তি, আর গায়ে এত পশমি বস্ত্র সত্ত্বেও কনকনে ঠান্ডা আমাদের আড়ষ্ট করেছিল। তাই আমরা আগে থেকে বুকিং দেয়া হোটেলে গিয়ে দ্রুত শুয়ে পড়লাম।

আমাদের হোটেল থেকে সৈকত ছিল কিছুটা দূরে। সঙ্গে ছিল বন্ধুর পথ। যানবাহন বলতে ছিল শুধু ভ্যান আর মোটর সাইকেল। তাই আমাদের হেঁটে যেতে খুব কষ্ট করতে হয়েছিল। এর আর একটা কারণ ছিল, কুয়াকাটায় রাতে যেমনি হাড়-কাঁপানো শীত দিনে তেমনি গরম পশমি কাপড় গায়ে চাপিয়ে রাখা দায়।

অবশেষে যখন আমরা সৈকতটাকে দেখতে পেলাম, তখন, যাত্রাপথের সকল ক্লান্তি দূর হয়ে গেল। মনে এক রকম প্রশান্তির পরশ লাভ করলাম। এরপর আমরা একটা ভ্যান ভাড়া করে কুয়াকাটার আশেপাশে নানারকম দর্শনীয় স্থান দেখতে রওনা হলাম। প্রথমেই গেলাম কুয়াকাটার বিখ্যাত বৌদ্ধ মন্দিরে। এরপর সেখানকার নিকটবর্তী স্থানে রাখাইনদের খননকৃত একটি কুয়া দেখলাম। আরও দেখলাম মাটি খুঁড়ে পাওয়া একটি বিশাল কাঠের নৌকা। কুয়াকাটার এই পথগুলো অতি দুর্গম আর বন্ধুর হওয়ায় মাঝে-মাঝেই ভ্যান থেকে নামতে হচ্ছিল। এরপর আমরা যেখানে গেলাম, তা হলো ঝাউবন, অতীব মনোরম এবং আমার খুব ভালো লাগল। রাস্তার ধারে ভ্যান থেকে নেমে আমরা যখন এগিয়ে যাচ্ছিলাম, তখনিই শুনছিলাম ঝাউপাতার ঘর্ষণের শোঁ শোঁ শব্দ। আর যেতে যেতে কুড়ালাম ছোট ছোট ঝাউফলের বীচি। রোদ আর ঝাউপাতা যেন সেখানে আলো ছায়ার খেলা খেলছিল। এরপর আমরা গেলাম কুয়াকাটার বিখ্যাত শুঁটকী পল্লীতে। সেখানে নানা ধরনের সামুদ্রিক মাছ সারি সারি করে শুকাতে দেয়া হয়েছে। শুটকীর গন্ধে চারিদিক ভরে আছে। আমরা একটু ঝুপড়ীর ঘরের ভেতর ঢুকে শুঁটকী চাষীদের কাছ থেকে বেশ কিছু তাজা শুঁটকী কিনলাম। দীর্ঘক্ষণ ভ্রমণে শরীরে ক্লান্তি ভর করেছিল। তাই আমরা হোটেলে ফিরে গেলাম।

বিকেলের দিকে আমরা পুনরায় সৈকতে এলাম। সূর্যাস্ত দেখবার জন্যে সেখানে তখন প্রচুর দর্শনার্থীর সমাগম। আমরা ধীরে ধীরে কমলা সূর্যটিকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে দেখলাম। তারপর চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেল আর কনকনে ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করল। আমরা সৈকতের একটি দোকানে বসে সামুদ্রিক মাছ ভাজা খেলাম। খেলাম গরম পিঠা আর স্থানীয় দোকান থেকে কিছু কেনাকাটা করে হোটেলে ফিরে গেলাম।

পরদিন খুব সকালে উঠে আমরা প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু কুয়াশার কারণে দুর্ভাগ্যবশত সূর্যোদয় দেখা গেল না। তবে কুয়াটাকায় লাল কাঁকড়ার দ্বীপ নামে একটি স্থান আছে, যেখানে লাল কাঁকড়া বিচরণ করে। তবে অতি শীতের কারণে কাঁকড়ারা গর্তে লুকিয়ে ছিল। তাই গর্ত খুঁড়ে দুটি লাল কাঁকড়া বের করে দিল। বাবা সেগুলোকে বাক্সে ভরে নিয়ে এলেন। এরপর আমরা কাঁকড়াগুলোকে সৈকতে নিয়ে গিয়ে ছেঁড়ে দিতেই সেগুলো বালুর উপর দিয়ে পায়ের ছাপ ফেলে দ্রুত চলে যেতে লাগল এবং একসময় একটি স্থানে গর্ত করে লুকিয়ে পড়ল। আমরা বেশ উপভোগ করলাম। একসময় আমরা সমুদ্রের তীর ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। দেখলাম জল কবুতরের ওড়াউড়ি। হাঁটতে হাঁটতে আমরা ২-৩ কিলোমিটার দূরে চরে গেলাম আর উপলব্ধি করতে পারলাম যে, নির্জন সৈকতের মধ্যে একটি মাধুর্য রয়েছে, যা মনকে উদাস করে দেয় আর প্রকৃতির বিশালতার মাঝে নিজের ক্ষুদ্রতা অনুভব করতে শেখায়। এই সৈকতের আরেকটি মনোরম দৃশ্য ছিল তীরের ওপর সাদা চাদর বিছিয়ে রাখা অসংখ্য ঝিনুক। আমি মুঠি ভরে ভরে ঝিনুক কুড়িয়েছিলাম। চড়া রোদে তখন আমরা বেশ ক্লান্ত আর ক্ষুধার্ত ছিলাম তাই আমরা ফিরে এলাম এবং একটি হোটেলে বিভিন্নরকম সামুদ্রিক মাছের তরকারি দিয়ে ভাত খেলাম। এরপর আমরা হোটেলে ফিরে গিয়ে মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে বিকালের দিকে সৈকতে এলাম। শেষবারের মতো সমুদ্রের পানিতে পা ভেজালাম, অতঃপর বিচিত্র অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ এই স্থানটিকে বিদায় জানিয়ে বাস ধরার জন্য পা বাড়ালাম।

এভাবে জীবনের সারা বছরের ব্যবস্তার মাঝে শরীর আর মনকে একটু বিশ্রাম দিতে আমরা দু'দিন কাটালাম আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের চেনা পরিবেশ থেকে অনেক দূরে বিচিত্র এক প্রকৃতির মাঝে। যা আমাদের মনে মধুর স্মৃতি হিসেবে চিরকাল বেঁচে থাকবে।

নুজহাত ইবনাত
শ্রেণী : ৬ষ্ঠ, রোল : ০৫
শাখা : সক্রেটিস

প্রজাপতির মেলায় আমরা ক'জন

ব্যক্তি জীবনে প্রিয় ক'জনের সাথে আনন্দ। উলাস ভাগাভাগি করে নেওয়ার মজাই আলাদা। আর তা যদি হয় প্রিয় বন্ধুদের সাথে সুন্দর কোনো স্থানে ঘুরতে যাওয়া। এরকমই আনন্দ ঘিরে রেখেছিল একটি মূহূর্ত আমাদের ক'জনকে যা আমার কাছে খুবই স্মরণীয় একটি মূহূর্ত। প্রজাপতির মেলা, ভাবতেই যেন মনে হয় কোনো স্বপ্ন রাজ্যে হারিয়ে গেছি। কিন্তু শুধু স্বপ্নেই নয় বাস্বেও যে হাজার প্রজাপতির মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দেওয়ার আনন্দ তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টির নিপুণতা ফুটে উঠেছে যেন প্রজাপতির ডানায়।

যাই হোক, আর ভূমিকা নয় এবার মূল পটে আসা যাক।

১১/১২/১৫ (শুক্রবার) দিনটি ছিল হালকা কুয়াশা ঘেরা রৌদ্র উজ্জল দিন। প্রকৃতি যেন আপন মহিমায়, স্নিগ্ধতায় আমাদের বরণ করে নিয়েছিল। আমার অসুস্থতার কারণে অনেকদিন যাবৎ আমি বিদ্যালয়ে যেতে পারিনি। এরই মাঝে আমাদের শ্রেণী শিক্ষক ড. আহসান হাবিব স্যারের উদ্যোগে আমাদের একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঢাকার অদূরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজাপতির মেলায় যাওয়ার প্রস্তুতি চলে। কিন্তু অনেকেই নানা কারণে ইচ্ছে থাকলেও যেতে পারেনি। অবশেষে মাত্র ক'একজন শিক্ষার্থী স্যারের সাথে একমত পোষণ করল এবং যেতে আগ্রহ প্রকাশ করল। গন্তব্যে যাওয়ার মাত্র একদিন আগে আমার বন্ধু সূরভী আমাকে ফোনে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রজাপতি মেলায় যাওয়ার কথা আমাকে জানায়। মিমও আমাকে ফোন দিয়ে জানায় এবং আমাকে সেখানে যাওয়ার জন্য বলে। যদিও আমার শরীরটা একটু খারাপ ছিল কিন্তু তাদের যাওয়ার কথা শুনে আমিও স্থির করলাম আমিও ওদের সাথে সেখানে যাব।

রীতিমত দিন ঘনিয়ে এল, আমাদের হাবিব স্যার আমাদের সকলকে সকাল ৭.৪৫ মিনিটে আসাদগেটে জড় হতে বলেন এবং সেখান থেকে বাসে করে আমাদের প্রজাপতির মেলায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ড. আহসান হাবিব স্যার আমাদের কলেজের প্রাণীবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। আমাদের সকলকে তিনি এরকম সুন্দর জায়গায় নিয়ে যাওয়ার উদ্যোগী করে তোলেন। আমরা সকলেই সকাল ৮-০০ টার মধ্যে এক জায়গায় জড় হই। আমাদের সেকশন থেকে আমি, মিম, সুরভী, জয়া এবং 'আলফ্রেড নোবেল' সেকশন থেকে অনেকেই গিয়েছিল। কিন্তু মজার ব্যাপার হল মিম ঠিক সময়মত পৌছাতে পারল না। এদিকে আমাদের বাসও চলো এলো এবং তাকে রেখে আমরা রওনা হলাম।

জয়া থেকে গেল মিমকে নিয়ে একসাথে রওনা হওয়ার জন্য। বাসে যেতে যেতে আমরা অনেক গল্প, আড্ডা ও মজা করলাম। ঠিক ৯-০০ টায় আমরা জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পৌছালাম। আমরা মিম ও জয়ার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিছুক্ষণ বাদে ওরা চলো এলো। এরপর আমাদের শ্রেণি শিক্ষকও পৌছলেন। সবাই মিলে ফজিলাতুন্নেছা মিলনায়তনে জড় হলাম। সেখানে প্রজাপতি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপভোগ করলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে আমরা সবাই মিলে ঝালমুড়ি ও বাদাম খেলাম আর আড্ডা দিলাম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষ করে আমরা স্যারের পিছে পিছে এগুলাম জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেনে। সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির ছোট ছোট প্রাণি দেখলাম এবং সেগুলো শনাক্ত করলাম। জালে ঘেরা একটি ছোট ঘরের মত জায়গা সেখানে অনেক প্রজাতির নানা রঙবেরঙয়ের প্রজাপতি দেখলাম। আমাদের বন্ধু মিম ওই জালের মধ্যে ঢুকে প্রজাপতি শনাক্ত করতে শুরু করল। মিমকে ওখানে ঢুকতে দেখে মেলায় আগত ছোট শিশুরাও ওর সাথে ওখানে ঢুকে প্রজাপতির সাথে খেলা শুরু করল। একদিকে রঙীন প্রজাপতি অন্যদিকে শিশুদের হাসিমাখা মুখগুলো দেখতে ভালই লাগছিল। আমরা অনেক ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। নিজেদেরকে আনন্দ দেয়ার জন্য আমরা অনেক ছবি তুললাম এবং খাবার খেলাম। দুপুর হয়ে এলো। সকলের খুবই ক্ষুধা লেগেছিল। আমাদের শিক্ষক আমাদের দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন একটি হোটেলে। জায়গার সঙ্কুলানের জন্য আমরা এক টেবিলে অনেকে বসলাম এবং মুরগীর মাংস দিয়ে অনেক মজা করে খেলাম। খাওয়া শেষে আমরা কোমল-পানীয় পান করে আবার লেগে পড়লাম শনাক্তকরণে।

তবে এবার একটু ভিন্নধর্মী শনাক্তকরণ। সেটা হলো অতিথি পাখি শনাক্তকরণ। আরা সকলেই জানি শীতকালে নানান জায়গা থেকে অতিথি পাখি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ঝিলে এসে ভীড় জমায়। ওটা ওদের জন্য অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। তারা নিজেদের মত করে সেখানে শীতকালে বিচরণ করে। শীত শেষে ওরা আরারও ফিরে যায়। আমরা সব বন্ধুরা মিলে স্যারের সাথে ওই পাখিগুলো দেখলাম ও চিনলাম। ও বলতে ভুলে গেছি, আমরা সারস পাখিও দেখেছিলাম ওখানে। বিকেল হয়ে এলো, স্যার আমাদের ওখানের বিখ্যাত পিঠাপুলি খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। সেখানে হরেক রকমের পিঠাপুলি খেলাম।

এবার আমাদের ফিরতে হবে। পুরো একটা দিন আমরা অনেক মজা করলাম। আমি ও সূরভী দু'জনে কদবেল খেতে খেতে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমরা সকলেই প্রজাপতির মেলার বাসে করে ঢাকার দিকে এগুলাম। সত্যিই দিনটা ছিল অসাধারণ। এমন সুন্দর একটা মূহূর্ত আমাদের উপহার দেয়ার জন্য আমাদের স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেক আনন্দ পেয়েছি।

আতিকিয়া রহমান মহুয়া
শ্রেণী : একাদশ, রোল : ০১
শাখা : আল-জাবের

Avb›`nxb Rxeb,
Rxeb bq|
– †nwi Bgvimb

সিলেটে কাটানো কিছু মুহূর্ত

আমাদের কলেজ থেকে উদ্যোগ নেয়া হলো আমাদের সকল ছাত্রকে শিক্ষা সফরে নিয়ে যাওয়া হবে। তো সেই নির্ধারিত সময় হলো ৯ই সেপ্টেম্বর। আমরা সবাই ৯ তারিখ রাত ৯-০০ টায় কলেজ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলাম। আমাদের বাস ছাড়বে ১১-০০ টায়। সবার মাঝেই এক আনন্দময় পরিবেশ বিরাজ করছিল। কিন্তু, আমাদের বাস আসল ১২-০০ টায়। এক ঘন্টা পরে আসল। বাস আসার পর আমরা যার যার আসন গ্রহণ করলাম। মালপত্র উঠালাম। তারপর আমাদের হুজুর স্যার আমাদের দোয়া পড়ালেন যাতে আমাদের যাত্রা শুভ হয়। আমাদের বাস ছাড়ল ১২-৪৫ টায়। আমাদের উদ্দেশ্য ছিল সিলেট শহর। ঢাকার ভেতরেই এতো জ্যাম যে, ঢাকা পার হতে লাগলো অনেক সময়। রাস্তা এতো খারাপ ছিল যে, আমাদের গাড়ি মনে হয় নাচছিল ড্যান্সিং কার এর মত। মাঝরাতে ঝিরি ঝিরি বৃষ্টি আরম্ভ হল। আমরা ভোর ৫-০০ টায় মাঝপথে বিরতি দিলাম। সেখানে আমরা হালকা নাস্তা গ্রহণ করলাম। নাস্তা গ্রহণ করে আমরা আবার যাত্রা আরম্ভ করলাম। কিছুদূর যেতেই বাস গেল নষ্ট হয়ে। স্থানটি হল হবিগঞ্জ বাইপাস। সেখানে দেরি হল আরও দুই ঘন্টা। তারপর নতুন একটি বাসে করে আমরা আসলাম সিলেট মোটেলে। ঢুকার সাথে সাথেই আমাদের সব ক্লান্তি দূর হয়ে গেল এক মনোমুগ্ধকর পরিবেশ দেখে। সেখানে পৌঁছলাম ১-০০ টা সময়। তারপর যার যার রুমে গিয়ে ফ্রেশ হয়ে কিছু দুপুরের খাবার খেয়ে বের হয়ে গেলাম আবার। উদ্দেশ্য চা বাগান ভ্রমণ। চা বাগানে অনেকক্ষণ ঘুরলাম। কিভাবে চা পাতা তৈরি হচ্ছে তা জানলাম। সবাই মিলে ছবি তুললাম। তারপর সেখান থেকে আসলাম সিলেট স্টেডিয়াম। কিন্তু আমরা বাইরে থেকেই ঘুরে এলাম কেননা ভেতরে যাওয়া নিষেধ ছিল। তারপর আবার আমরা মোটেলে চলে আসলাম। মোটেলে ফিরে ফ্রেশ হয়ে ভাল জামাকাপড় পড়ে গেলাম হযরত শাহ্জালাল এর মাজার জিয়ারত করতে। সেখানে গিয়ে আমরা মাজার পরিদর্শন ও জিয়ারত করলাম। সবাই ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। ঘুরা শেষে রাত ৯-০০ টায় মোটেলে এসে আমরা বার-বি-কিউ অনুষ্ঠান করলাম। সবাই মিলে হৈ-চৈ, খাওয়া-দাওয়া করে রাত ১২-০০ টায় ঘুমাতে গেলাম। তারপরই নামলো বৃষ্টি। সারারাত বৃষ্টি হলো। ভোর ৬-০০ টায় উঠে পড়লাম। গন্তব্য মাধবকুন্ড এর ঝরণা। ফ্রেশ হয়ে আমরা সকাল ৮-০০ টায় রওনা হলাম। মাধবকুন্ড এর ঝরণা দেখতে যাওয়ার পথে রাস্তার দু'ধারে অনেক সুন্দর দৃশ্য চোখে পড়ল। ঝরণায় গিয়ে কেউ গোসল করল, কেউ ছবি তুলল। সেখান থেকে আমরা চলে আসলাম কুটুমবাড়ি দুপুরের খাওয়া খেতে। খাওয়া শেষে আমরা গেলাম লাওয়াছড়া জঙ্গল দেখতে। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ার কারণে বেশি ভিতরে যেতে দেয়নি। ওখান থেকে চলে গেলাম বিখ্যাত সাত রঙের চা খেতে। চলে আসলাম রামনগর, মনিপুরী পাড়া, শ্রীমঙ্গল নীলকণ্ঠ চা-কেবিনে। সেখানে আমরা খেলাম সাত রঙের চা। ছবি তুললাম এর উদ্ভাবক রমেশ রাম গৌড় এর সাথে। অনেকক্ষণ সেখানে সময় কাটালাম। রাত ৯-০০ টার দিকে আমরা আবার ঢাকার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। হুজুর স্যার আমাদের আবার দোয়া পড়ালেন। রাত ৩-০০ টায় আমরা পানসী হোটেলে রাতের খাবার খেয়ে নেই। সেখানে থেকে রওনা দিয়ে আমরা ভোর ৫-৩০ টায় ঢাকায় এসে পৌঁছে যাই।

সৌরভ সেন গুপ্ত
শ্রেণী : দ্বাদশ, রোল : ০৯
শাখা : ব্যবসায় শিক্ষা

fveK Avi ågYKvix `wbqvi †kô `i‡ek| – †kL mvw`

একটি ভ্রমণ কাহিনী
সেন্টমার্টিন

৪র্থ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা শেষে আমার পরিবার দাদি, নানা-নানি, ফুপা-ফুফু এবং আমার ফুপাত ভাই মিলে কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন বেড়াতে গিয়েছিলাম। আমার যখন ৬/৭ বছর বয়স তখন আমি ২০১৫ সালে দ্বিতীয় বার কক্সবাজার ও সেন্টমার্টিন ভ্রমণ করেছি। ২০১৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর রাত দশটায় আমরা বাসে করে কক্সবাজারের উদ্দেশ্যে রওনা হই। ১৬ ডিসেম্বর অর্থাৎ বিজয় দিবসে আমরা কক্সবাজারে পৌঁছালাম। আনুমানিক সময় ছিল সকাল ৯-৩০ টা। আমরা কক্সবাজারের একটি হোটেলে উঠে রেডি হয়ে সমুদ্রে ভিজতে গেলাম। আমার একটা দুর্ঘষ সময় গিয়েছে। সেটার কারণ, আমি পানিতে ডুবে গিয়েছিলাম। পরে বাবা এসে আমাকে উদ্ধার করে। এরপর আমরা গাড়িতে করে হিমছড়ি, ইনানি বিচ দেখতে গেলাম। যে গাড়িতে আমরা বসেছিলাম সে গাড়িটির পেছনে সিট একদম ক্যাঙ্গারুর মত লাফাচ্ছিল। আমি বসেছি পেছনে খুব মজা হয়েছে। পুরো রাস্তা গড়িতে লাফাচ্ছিলাম। পরে ঝিনুক বাজারে গিয়ে আমরা সবই ঝিনুকের মালা কিনলাম। আমার মালা খুব পছন্দ, আমি অনেকগুলো মালা কিনেছিলাম। আবার হোটেলে গিয়ে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালবেলা উঠে আমরা গাড়িতে উঠে জাহাজ ঘাটের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। জাহাজ ঘাটে পৌঁছে আমরা জাহাজে উঠলাম। জাহাজ থেকে সেন্টমার্টিনে নামলাম। সেন্টমার্টিনে ঢুকে প্রথমে রেস্টুরেন্টে আমরা খেলাম। রেস্টুরেন্টটা আমার বাবার বন্ধুর ছিল। আমরা তারপর হুমায়ুন আহমেদের সমুদ্র বিলাসসহ আরও কয়েকটা জায়গা দেখে স্পিডবোটে উঠে ছেড়া দ্বীপের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। তখন জোয়ার থেকে ভাটা হচ্ছিল। আমরা পৌঁছতে পেরেছি। পৌঁছে আমরা আমাদের তাবুতে থাকলাম। স্পট ছিল একদম শেষ মাথায়। ছেড়া দ্বীপের কাছে সেন্টমার্টিনে আমরা ৩ দিন থেকেছি। ৩ দিন খুব মজা করেছি। সামুদ্রিক মাছ খেতে খুব মজা। লবস্টার আমার নানা আর বাবা খেয়েছে। অনেক ঝিনুক কুড়িয়েছি। বৃষ্টিও হয়েছিল। আমি পানিতে শুয়ে পড়েছি। ২০ তারিখে আমরা জাহাজে করে টেকনাফ পৌঁছালাম। টেকনাফ থেকে বাসে উঠলাম। আমাদের বাস বদল করে দেয়া হয়েছিল। বাস খুব খারাপ ছিল। আমাদের ভাল বাসে যাওয়ার কথা ছিল। এসির গ্যাস বের হচ্ছিল। এসি অনেক ঠান্ডা ছিল, মনে হয় ডিপ ফ্রিজ। এমন ঠান্ডা খুব বাজে সময় ছিল। আমার একটুও বাসটা ভাল লাগেনি। কিন্তু সমুদ্রের সময়টা ভাল ছিল। এক কথায় খুব শান্তি লেগেছিল। মন খুব ভাল হয়েছে। আমার ভ্রমণটা অনেক অদ্ভুত এবং হাসির ছিল।

ইশিকা ইকবাল
শ্রেণী : ৫ম, রোল : ০৭
শাখা : ইবনে সিনা

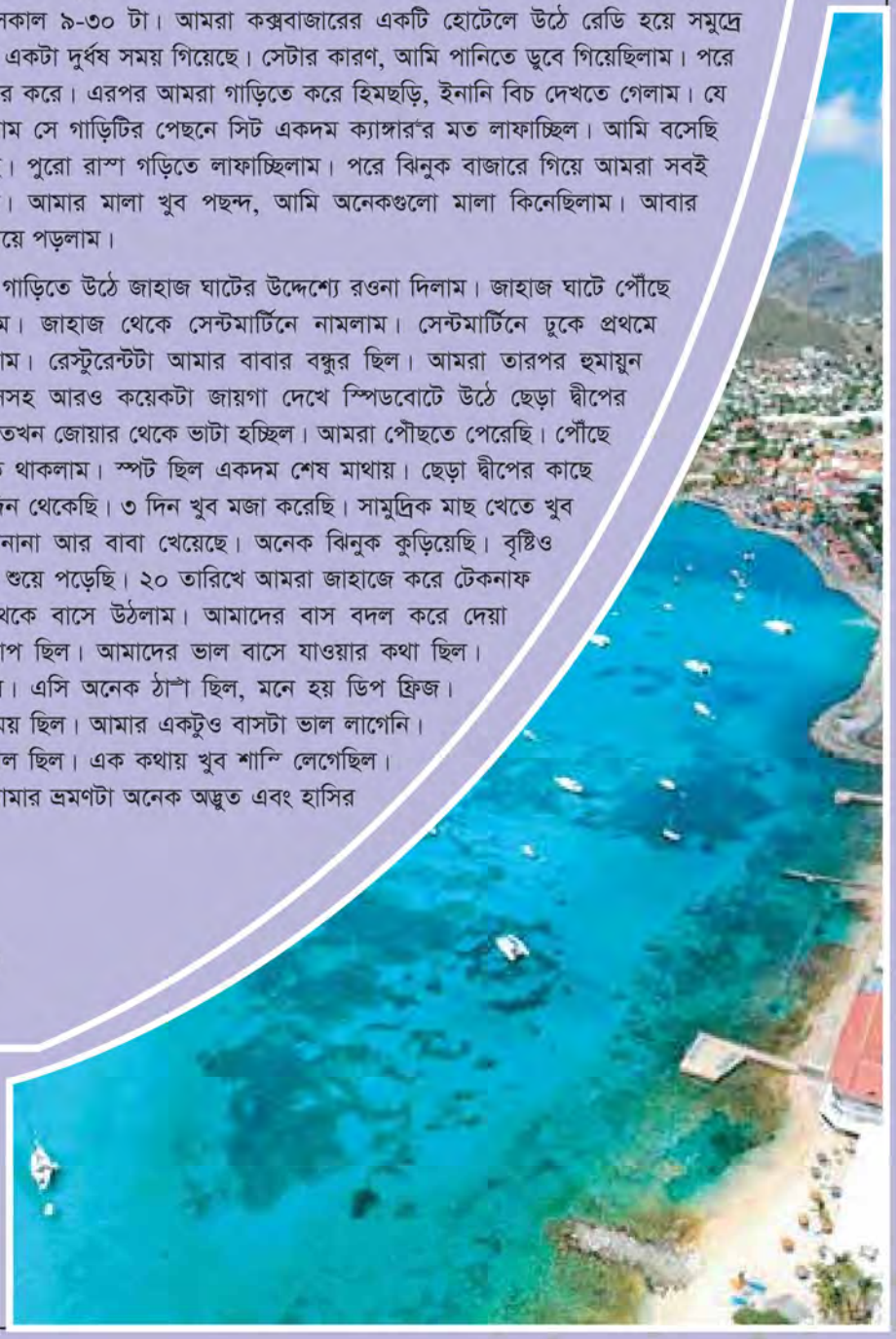

A Visit to a Historical Place (Bagerhat)

Man is not satisfied with what he has seen or known. He wants to see more and more. So as a student we have a keen interest to know about different historical place. During last autumn vacation I got an opportunity to visit Bagerhat, a great historical place. We went there by bus at 9 a.m. and reached there at 12 noon.

The Mazar of Khan Zahan Ali is a fine one storied building. It has a beautiful dome. Khan Zahan Ali was buried there. The tomb was made by cut out stones. It cannot accurately be said from where these are bought. On the tomb there were special inscriptions in Arabic. It says that he died on 25th October, 1959. There was a small mosque nearby. The full moon night a big fair was held. Many people joined the fair. We also went to the fair and also bought somethings.

There is a big tank in front of the Mazar. The local people called it the Dighi of Khan Zahan Ali. The big dighi had a great attraction for the tourists and visitors. There were some crocodiles in the dighi. They came when Fakirs (the person who looked after the crocodiles) called them and gave them some food. I saw the dighi with my own eyes and derived much pleasure.

I also visited the Shat Gombuj Mosque. It is a big and beautiful mosque. It was fully decorated. It is said that this mosque was used by Khan Zahan Ali.

There is another big dighi named Ghora Dighi. It is said that a horse was made to run before digging the dighi. The horse ran straight and stood covering a certain distance and this distance is considered as the length of the dighi. That's why this dighi is called Ghora Dighi.

I visited the Dighi and came to know about many social works of Khan Zahan Ali. Then we came back from there at 8 p.m.

Bagerhat is really a place of historical interest. I spent eight hours there and saw many historical things and enjoyed myself. I left Bagerhat but the memory still haunts me.

Haseeb-ul-Bashar
Class : VI, Roll : 01
Section : Newton
English Version

Travelling to the United Kingdom

12:00 am, 29th August, 2015. "Passengers, we have reached our destination. Get ready for landing." It was like a dream came true to me. We were finally spending our summer vacation in London! Soon we landed on the Heathrow Airport. From there Uncle Mehfuz came and picked us up. Though he was a little late but to our excitement we didn't care much. It was quite late and we pierced through the darkness of the night. My uncle slowly drove us to his home. We had been planning to visit London for a long time. But that day it was actually happening, it thrilled me and my sister very much. My two cousins Nazif and Zakif greeted us warmly as soon as we reached home. Though we were exhausted after the 12 hours journey, still we couldn't resist the temptation of having a night view of the London Bridge in the morning. That was one of the most enjoyable parts of the whole trip. The next morning we woke up very early and planned to travel around the London city. At first we went to the London Eye using the underground Rail. My uncle bought us oyster cards earlier for transport facilities instead of tickets. The London Eye gave us the full view of the city from above. We were spellbound by the beauty. Then we also climbed the cable car over the Thames River. My mother at first was very scared but soon she started enjoying it the most! After that we visited the Big Ben and also the Parliament house. This was a really amazing part of the whole city. The day passed in a jiffy before we could even realize it. The next day was very much enjoyable as we visited the Madame Tussad Museum, the British and the Natural History Museum. I really liked the museum at Madame Tussad as I clicked pictures with Tom Cruise, Stephen Hawking, Robert Pattinson and many more. I really wished they were in real there, but taking pictures with the statues was not all that bad! Besides the Egyptian mummy's of the

Dinosaurs of Natural History Museum really surprised me a lot. The Buckinghum Palace was another place we visited that day. It was a splendid monument where the Royal British family lives. There were guards guarding sincerely before the building. We were much struck by its beauty. We also ate the traditional British food 'fish n chips'. With the cold weather and the charming view in front, the hot British food really took it to a high level. Throughout our visit we also went to the Shakespeare's birthplace at Stamford and also the Oxford University campus. Besides as me and my sister are big fans of Sherlock Holmes, my father took us to the house at 221 B, Baker Street, the Sherlock Holmes Museum. We were very glad at this. I couldn't believe my own eyes that we were actually there. Then sadly the day of our departure came. This trip was one of the best trips of my life. Every little detail like the London Cab, the London Bus, DLR specially the Jubilee rail would always be enriched by me. It was a trip that is never to be forgotten.

Mysha Nowrin Alabbi
Class : IX, Roll : 03
Section : D (Pink)
English Version

My Visit to Singapore

We went to Singapore last year. We travelled by air. After six hours we reached our destination. I was refreshed along with my father, mother and my elder brother. We saw the Merlion State, Jurong Bird Park, Zoo, Insect Museum in Santosa and the light show on the water at the sea beach. We also enjoyed a cinema. We travelled by cable car and the subway train. In the Jurong Bird Park. We was many types of beautiful birds game show. We also saw the under water aquarium. Then we went to the shopping mall. And there I bought dolls, dresses, chocolate, toys, box of crayons etc. We came back after ten days and we enjoyed a lot and it was very fun also.

Nishat Manzoor Ishita
Class : III, Roll : 16
Section : B (Green)
English Version

My Tour of Thailand

Last year after my PEC examination I went to Thailand. We went to Thailand for 25 days. Thailand is one of the most beautiful countries and known world wise as the 'land of smiles'. Diverse natural landscape of the country; rich history; Buddhist culture and many more. Thailand is also known as the land of white elephant. Bangkok is the capital of Thailand. It's area is 514,000 sq.km. I visited many places in Thailand.

At first I went to Safari World. Safari World is a sight seeing in Bangkok, Thailand that consists of two Parks named Marine and Safari Park. Operated by Safari World Public Limited. The Parks was opened in 1988 with a total area of 480 acres for its open zoo and 180 acres for its bird park. A major renovation to enhance effectiveness of land use began on April 17, 1989 and its total area was developed for the leisure park and open Zoo and Marine Park (approximate 200 acres of land). I saw many shows in safari world. They are : Cowboy Show; Pig Racing; Bird Show and Dolphin and Orang-Utang Show etc.

I really enjoyed my first visit very much. In my second day I went to Siam Ocean World.

Siam Ocean World is an aquarium in Bangkok. Thailand and one of the largest in South East Asia. It covers approximately 10,000 sq.m.

species on display in exhibits totaling about 5,000,000 liters (1,300.000 U.S. gal). The Siam Ocean World Bangkok aims to provide both entertainment and education to visitors.

I also went to "the Grand and Bang Pa-In Royal Palace." The Grand Palace complex was established in 1782 and it consists of not only the royal residence and throne halls, but also a number of government offices as well as the renowned Temple of the Emerald Buddha. It covers an are of 218,000 sq.m. and it is

surrounded by four walls, 1,900 m in lengths. The Palace was built in 1782.

After visiting some of famous spots then I again came to Dhaka in January 3, 2015. I came from Thailand with full of experiences. I really enjoyed my tour to Thailand. I also went to Pattaya, Art Gallery, 'Ayutthaya' etc. But I enjoyed much in 'Nong Nooch Garden' which is a Tropical Botanical Garden.

Nong Nooch Garden is a Botanical Garden which covers 500 acre and a tourist attraction at km 163 on Sukhumvit Road in Thailand. It can be reached via Bus, Taxi or Private Land Transportation.

Sandipan Mallick Nibir
Class : VI, Roll : 09
Section : Einstein
English Version

প্রবন্ধ

স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য

ভূমিকা ঃ

স্বাধীনতা স্পর্শমনি সবাই ভালোবাসে
সুখের আলো জ্বালে বুকে দুঃখের ছায়া নাশে।
স্বাধীনতা সোনার কাঠি, খোদার সুধা দান
স্পর্শে তাহার নেচে ওঠে শূন্য দেহে প্রাণ।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। অন্যের অধিকার বা শাসনের বাইরে থেকে আত্মনিয়ন্ত্রিত অধিকার ভোগ করার নামই স্বাধীনতা। এক সাগর রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে আমাদের মহান স্বাধীনতা। একাত্তরের ২৫ মার্চ কালো রাতে ঘুমন্ত বাঙালী জাতির ওপর পাকিস্তানী বাহিনীর রক্তলোলুপ আক্রমণের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সূচনা হয়েছিলো তারই বীরত্বপূর্ণ অর্জন বাংলাদেশের স্বাধীনতা। তাই ২৬ মার্চ তারিখটি আমাদের গৌরবময় স্বাধীনতা দিবস হিসেবে অভিষিক্ত। জাতীয় জীবনে এ দিবসটির গুরুত্ব অপরিসীম।

ঐতিহাসিক পটভূমি ঃ প্রায় দু'শ বছরের পরাধীনতা শেষে ১৯৪৭ সালে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকের কাছ থেকে ভারতবর্ষ মুক্ত হয়। ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও বাঙালির জীবনে মুক্তি আসে নি। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত আরো চব্বিশটি বছর পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠী পূর্ব বাংলার মানুষকে নানাভাবে শোষণ ও বঞ্চনা করেছে। বাংলাদেশের মানুষের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকচক্রের বৈষম্যমূলক আচরণের ফলে পাকিস্তান আমলের সূচনালগ্ন থেকেই জনমনে নানা অসন্তোষ ঘনিয়ে ওঠে। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে ১৯৪৮ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দেন সালাম, বরকত, জব্বার, শফিক, রফিক, শফিউর প্রমুখ বীর সন্তান। একুশের রক্তাক্ত সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জাগ্রত হয় বাঙালির স্বাধীনতার স্বপ্ন। তৎকালীন সরকারের দমননীতি ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয় বাংলাদেশের জনগণ। স্বাধীকারের দাবিতে উত্থাপিত হয় ছয় দফা। গণ বিক্ষেভের জোয়ারকে প্রতিহত করতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বুকে নেমে আসে সামরিক শাসন। স্বাধীনতাকামী জনগণের ওপর চলতে থাকে নানা অত্যাচার নিপীড়ন, জেল-জুলুম ও হয়রানি। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসামি করে গ্রেফতার করা হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আন্দোলনের মুখে মুক্তি দেয়া হয় শেখ মুজিবুর রহমানসহ আরো অন্যান্য বন্দীদেরকে। উনসত্তরের গণ আন্দোলন এতই প্রবল আকার ধারণ করে যে, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ইয়াহিয়া খানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হয়। ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খান নির্বাচন দিতে সম্মত হন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুল ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু গণতন্ত্রের মুখোশধারী পশ্চিমারা ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে কালক্ষেপণ শুরু করে। ইয়াহিয়া খানের সাথে বার বার বৈঠকের পরও কোনো সুষ্ঠু সিদ্ধান্তে পৌছাতে না পারায় ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন রেসকোর্স ময়দানে এক গণ-সমাবেশের ডাক দেন। লক্ষ লক্ষ মানুষের এ সমাবেশ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বজ্রকণ্ঠে উচ্চারণ করেন -

"এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তি সংগ্রাম,
এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম"।

একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানী শাসকচক্র নিরস্ত্র বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এরপর শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। একদিকে প্রশিক্ষিত পাকসেনা অন্যদিকে নিরস্ত্র স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ বাঙালি।

"বীর বাঙালী অস্ত্র ধর
সোনার বাঙলা স্বাধীন কর"।

এ শোগানের মধ্য দিয়েই শুরু হয় বাঙলার স্বাধীনতা সংগ্রাম।

স্বাধীনতা সংগ্রাম ঃ ২৫শে মার্চের কালো রাতের নির্মম হত্যাযজ্ঞের পর অর্থাৎ ২৬শে মার্চ এর প্রথম প্রহরে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাঙলার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাঙলার জনগণ। কুখ্যাত পাকসেনাদের হাতে গণহত্যার শিকারে পরিণত হয় বাংলার জনগণ। লুণ্ঠিত হয় অসংখ্য মা-বোনদের ইজ্জত-সম্ভ্রম।

অগ্নিদাহে ভস্মীভূত হয় গ্রাম-গঞ্জ, শহর-বন্দর। পাক বাহিনীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে কোটি কোটি মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করে প্রতিবেশী ভারতে। বাংলাদেশকে শত্রুমুক্ত করার জন্য বাংলার ইপিআর, কৃষক, সেনা, আনসার, ছাত্র, শিক্ষকসহ সকল স্তরের মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে মুক্তিযুদ্ধে। দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়।

মহান স্বাধীনতা দিবসের তাৎপর্য ঃ স্বাধীনতা দিবস জাতীয় জীবনের একটি আনন্দঘন দিন। ত্রিশ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে যে বিজয় তার সূত্রপাত ২৬ মার্চের সেই ভয়াবহ দিন থেকেই। তাই স্বাধীনতা দিবস হিসেবে আমাদের জাতীয় জীবনে ২৬ মার্চের গুরুত্ব অপরিসীম। স্বাধীনতা দিবস জাতীর আত্মোপলব্ধির দিন। স্বাধীনতা জাতির ভাগ্যকে নতুন সোনালি সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত করে। স্বাধীনতা জাতির ভাগ্যকে সম্ভবনাময় করে তোলে। সময়ের বহমানতায় প্রতিবছর ফিরে আসে এই দিন।

অফুরন্ত আনন্দ আর উৎসবে মুখরিত হয়ে ওঠে সমগ্র দেশ। কুচকাওয়াজ, খেলাধুলা, আলোচনা, সভা ও সংগীতের মাধ্যমে সারা দেশ জুড়ে বয়ে যায় আনন্দের বন্যা। পত্রিকার পাতা সজ্জিত হয় নতুন রঙে। আনন্দ আর আত্মোপলব্ধিতে স্বাধীনতা দিবস এক অনন্য দিন।

উপসংহার ঃ স্বাধীনতা এক সোনালী প্রত্যাশা। জাতি হিসেবে স্বাধীনতা আমাদের শ্রেষ্ঠ অর্জন। এই স্বাধীনতার পরশমণির স্পর্শে সোনার মতো খাঁটি হোক সকলের জীবন। স্বাধীনতা দিবসের গৌরবান্বিত মুহূর্তে আমাদের প্রত্যয়ে বিস্তৃত হোক পরিশুদ্ধ দেশপ্রেম। শান্তি-সমৃদ্ধি ও সুখে ভরে ওঠুক বাংলাদেশের প্রতিটি গৃহকোণ - এটাই স্বাধীনতা দিবসের প্রত্যাশা।

সাদিয়া ইসলাম
শ্রেণি : একাদশ
ক্রমিক : ৯৫
শাখা : আলফ্রেড নোবেল

শিক্ষার উদ্দেশ্য

শিক্ষার উদ্দেশ্য আসলে কি? আমাদের সমাজে অনেকেই ভাবে যে, "শিক্ষা অর্জনের মূল উদ্দেশ্য হল অর্থ উপার্জন"। আসলে কি তাই? একাদশ শ্রেণীর ছাত্র হিসেবে আমি মনে করি আত্মউপলব্ধিই হল শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষের মনের ভিতর যে প্রদীপটি নিভে আছে সেটিকে জ্বালিয়ে তোলে শিক্ষা।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় কি ছাত্রদের সেটা শিখানো হচ্ছে? একেবারেই না!

আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাটা এখন এমনভাবে স্থান পেয়েছে যে "নতুন একটা শিশুর জন্ম হলে যদি ছেলে হয় তাহলে তা বাবা-মা বলে "আমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার হবে। যদি মেয়ে হয় তাহলে ডাক্তার"। কথা বলতে শিখলেই বই বোঝাই করা একটা ব্যাগ কাঁধে দিয়ে স্কুলে পাঠানো হয়।

আমরা জানি, সাহিত্য মানুষের মনোজগতকে আলোকিত করতে সবচেয়ে বেশি সহায়তা করে।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রদের গণিত, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, হিসাব বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এমনভাবে প্রতিযোগিতা করানো হচ্ছে যে, তারা সাহিত্যচর্চার সময়ই পায় না।

আর যারা সাহিত্য চর্চা করে তাদের পাগল, হাস্যের পাত্র মনে করা হচ্ছে। কিন্তু আমাদের জাতিগত ঐতিহ্যের দিকে তাকালে কি দেখি ? আমাদের সাহিত্যের এবং সাহিত্যিকদের ইতিহাস বিশ্বের বুকে সমৃদ্ধ করেছে। আমি এমন বুঝাচ্ছিনা যে, গণিত, পদার্থবিদ্যা ইত্যাদি বিষয় পড়ার কোন প্রয়োজন নাই। বরং শিক্ষার উদ্দেশ্য হাসিলে সাহিত্য চর্চার গুরুত্বই আসল। যাতে করে শিক্ষার্থীরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারে।

শিক্ষিত মানে কি? যে আত্মউপলব্ধি করতে পারে অর্থাৎ নিজের সত্তাটাকে বুঝে এবং অন্যের সত্তাকে কিভাবে জাগিয়ে তুলতে হয় তা জানে।

সে জন্যেই শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে সাহিত্য কেন্দ্রিক গড়ে তোলা উচিৎ। যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী আত্মউপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

মোঃ মাহ্‌ফুজুল ইসলাম (পাবন)
শ্রেণি : একাদশ
ক্রমিক : ৩৮
বিভাগ : বিজ্ঞান

বিতর্ক শিল্প ভাবনা

বিতর্ক একটি শিল্পের নাম, যার ইংরেজি প্রতিশব্দ Debate। Oxford Learner's Dictionary-তে আছে Contention in words or arguments. যিনি তর্ক করেন তাকে বলা হয় বিতার্কিক, বিতর্ককারী।

বিতর্ক একটি শিল্পের নাম, একটি শিল্প ভাবনা, একটি শিল্প সম্মত মাধ্যম। পেশীশক্তি নয়, নয় কোন গোজামিলের আশ্রয়, নয় কোন ছল্‌চাতুরি। একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়কে যুক্তি, তর্ক তত্ত্ব ও তথ্যের মাধ্যমে সুন্দর বাচনভঙ্গি ও চিত্তাকর্ষণীয় উপস্থাপনা শৈলী প্রয়োগ করে, বিষয়টিকে নিজের আয়ত্বে নিয়ে আসার নাম-ই বিতর্ক।

বিতর্ক এমন একটি শিল্প যা মানুষকে ভাবতে শেখায়, জানতে শেখায়, মননশীল চিন্তার বিকাশ ঘটায়। শিখায় একজন মানুষকে তার আত্মমর্যাদাবোধ, র'চিসম্মত আচরণ, মার্জিত-শালিন বাচনভঙ্গি, বিতর্ক শিল্প ভাবনা মানুষের নব দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করে ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ, দুর্বার-দুঃসাহসিক পথে পাড়ি জমাবার সাহস যোগায়। যেমন দুর্বার-দুঃসাহসিক গতিতে তর্ক করেছেন ধর্ম প্রচারকারীগণ। তর্ক করেছেন নবি-রাসূলগণ। তর্ক করেছেন ইসলাম ধর্মের নবি হযরত মুহম্মদ (স.) তাঁর ধর্মমতকে প্রচার করার জন্য। তর্ক করেছেন সক্রেটিস, এরিস্টটল, পেটো। তর্ক করেছেন সমাজবিজ্ঞানী, ভাষাবিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, সমালোচক ও সমাজসেবীরা। তাদের যুক্তি, তর্ক, উপস্থাপনা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন নতুন-নতুন পথ, নতুন-নতুন মত। দ্বার উন্মুক্ত করেছেন অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার। তাদের সুদূরপ্রসারী চিন্তা আমাদের পথ চলাকে সুগম ও প্রত্যয়দীপ্ত করেছে।

নিজের কথা, ভাষা ও বক্তব্যকে সুন্দর ও সাবলীলভাবে উপস্থাপনার উপর গুর'ত্ব দিয়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআন পনের-শ বছর আগে ঘোষণা করেছে-"তোমরা আলাহর পথে মানুষদেরকে ডাক হিকমত ও উত্তম নসিহতের মাধ্যমে এবং তাদের সাথে বির্তক কর সর্বত্তোম পন্থায়"।

বছরের পর বছর, যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের এ বাণীটির ধারক-বাহক হয়েছে শত-শত মনীষী, হাজার-হাজার শিক্ষার্থী।

বিতর্ক শিল্পটি এখন স্থান করে নিয়েছে বাংলাদেশসহ বিশ্বের শত-শত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে। মনের খোরাক যুগিয়েছে হাজার-হাজার শিক্ষার্থীর। চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করেছে, বিচারে-বিশেষণী শক্তিকে সমৃদ্ধ করেছে শত-শত জ্ঞানপিপাসুর।

বিতর্ক শিল্পের প্রাণ হলো যুক্তি, যুক্তির মাধ্যমে একজন তার্কিক শিল্পাশ্রিত উপায়ে নিজের অবস্থানকে ব্যক্ত করার প্রয়াস পায়।

'সাহিত্য খেলা' প্রবন্ধে বিজ্ঞ লেখক 'প্রমথ চৌধুরী' ফ্রাসোয়া অন্স রোদা'র চরিত্রের মাধ্যমে একজন প্রকৃত শিল্পীর গুণাবলী ফুটিয়ে তুলেছেন। তিনি বলেছেন 'যিনি গড়তে জানেন তিনি শিবও গড়তে জানেন, বাদড় গড়তে জানেন'। ঠিক তেমনিভাবে একজন তার্কিক অত্যন্ত সুনিপুণভাবে, সুচিন্তিত উপায়ে, সুচার'রূপে তার বিতর্ক শিল্পকে প্রয়োগ করে হয়ে ওঠেন একজন শ্রেষ্ঠ বিতার্কিক।

বিতর্ক শিল্পের কয়েকটি গুর'ত্বপূর্ণ হাতিয়ার হলো -

- যুক্তি তথা যুক্তি প্রয়োগ ও খন্ডন।

- তত্ত্ব ও তথ্য
- সুন্দর বাচভঙ্গি
- শুদ্ধ উচ্চারণ
- সাবলীল উপস্থাপনা শৈলী
- Eye Contract
- Body Language

বির্তক শিল্পের কয়েকটি দূষণীয় বিষয় -
- আঞ্চলিক উচ্চারণ
- পকেটে হাত রাখা
- প্রতিপক্ষকে কলম, পেপার ওয়েট বা অন্য কিছু ছুড়ে মারা
- দাঁত দিয়ে নখ কামড়ানো
- অশালীন ভাষা ব্যবহার করা
- ভুল তত্ত্ব -তথ্য দেওয়া
- একই কাজ বার-বার করতে থাকা।
- নিজেকে খুব আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে রাখা

একজন তার্কিককে অবশ্যই উপরোক্ত গ্রহণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।
বির্তক শিল্পের কয়েকটি ধরন -
- সনাতনী বিতর্ক
- বারোয়ারী বিতর্ক
- আঞ্চলিক বিতর্ক
- রম্য বিতর্ক
- সংসদীয় বিতর্ক
- প্রেতাত্মা বিতর্ক
- একক বিতর্ক

বিতর্ক নিয়ে যত তর্ক-ই থাকুক না কেন; বিতর্ক হলো সুস্থ চিন্তার ধারক-বাহক। তাই বিতর্কের লালন, বিতর্কের পালন, বিতর্কের সাধন শিক্ষার্থীদের মাঝে বিকশিত হওয়া উচিত।

মোঃ সাইফুলাহ (রুবেল)
সহকারী শিক্ষক

শিল্পবোধের উন্মেষ ও বিকাশের পন্থা

সৌন্দর্য এমন একটি বিষয় যার প্রতি সুস্থ জ্ঞানসম্পন্ন যেকোন মানুষই আকৃষ্ট হয়ে থাকে। শিশু-যুবক-বৃদ্ধ যেকোন মানুষই হোকনা কেন, অপ্রকৃতিস্থ না হলে বা অতিমাত্রায় নির্বোধ না হলে সুন্দরকে সে ভালবাসবে ও তা দ্বারা প্রভাবিত হবে। সুন্দর দৃশ্য দেখে, সুন্দর সুর শুনে সুস্থবুদ্ধির সব মানুষই চমৎকৃত হয়ে থাকে। সামান্য একটি উদাহরণ দিয়ে আমরা তা সম্যক উপলব্ধি করতে পারি। ছোট একটি শিশু যার সৌন্দর্য চর্চা করার বয়স সামর্থ্য ও সুযোগ কোনটাই হয়নি তাকেও যদি সুন্দর, রঙিন ও উজ্জ্বল একটি খেলনার সাথে পুরাতন, রঙচটা, বিকৃত একটি খেলনা দেয়া হয় তবে দেখা যাবে যে, সে সুন্দর খেলনাটিই নেয়ার জন্য হাত বাড়াবে। সৌন্দর্যের প্রতি শিশুর এই স্বাভাবিক আকর্ষণকে আমরা কোন ক্রমেই অবহেলা করতে পারিনা। একে যথারীতি বর্ধিত করে তার স্বাভাবিক মানসিক বাড়নকে পূর্ণতরভাবে গড়ে তোলা প্রত্যেক শিল্প শিক্ষকের একটি অবশ্য করণীয় কাজ।
আমাদের বিদ্যালয়গুলোতে যে শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে তার প্রধানতম কারণ হচ্ছে শিশু, ছাত্র-ছাত্রীদের ভিতরে সৌন্দর্যবোধের বিকাশসাধন এবং বাহ্যিক কাজ কর্মের মধ্য দিয়ে সেই সৌন্দর্যবোধের প্রকাশে সাহায্য করা। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, শিল্পকর্মের মধ্যে দিয়ে সৌন্দর্যবোধের যে বিকাশ তা তো পরোক্ষভাবে হয়ে থাকে, শিল্প প্রশিক্ষক কেমন করে প্রত্যক্ষভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের

পারে না ? প্রশ্নটি ছোট হলেও এর উত্তর দেয়া তত সহজ নয়।

এ কথা আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, সৌন্দর্যবোধ কেবল নিয়ম-কানুন শিক্ষার মধ্যদিয়ে বিকশিত হতে পারে না। সুন্দর জিনিসের সংস্পর্শে এসে, সুন্দর পরিবেশের মধ্যে বাস করে এবং প্রতিনিয়ত সৌন্দর্যের চর্চা করার মধ্য দিয়েই এই বোধের উন্মেষ ও বিকাশ সাধন হতে পারে। তাই শিল্প শিক্ষক কিভাবে শিল্পকে এ বিষয়ে কিছুটা সাহায্য করতে পারেন তা এখানে বর্ণিত হল :

১। একটি সুন্দর বিষয়ের সাথে অসুন্দর বিষয়ের তুলনামুলক বিচার করা।
২। ছাত্র-ছাত্রীদের সুন্দর কোন প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিয়ে এবং তার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করা।
৩। ছাত্র-ছাত্রীদের সুন্দর স্থাপত্য শিল্পের বিভিন্ন কার"কার্য ও অন্যান্য দর্শনীয় বিষয়বস্তু দেখিয়ে।
৪। তাদের যাদুঘর, চিড়িয়াখানা ও চিত্রশালার শিল্পসম্ভার, পশুপাখি ইত্যাদির সাথে পরিচিত করা।
৫। বিদ্যালয় গৃহের কোন একস্থানে নানাপ্রকার আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী দ্বারা সৌন্দর্য কোন (Beauty Corner) গঠন করা।
৬। শ্রেণি কক্ষ ও স্কুল গৃহ সজ্জিত করার মধ্য দিয়ে।
৭। ফুলের বাগানের পরিকল্পনা বা নকশা তৈরি ও কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করা।
৮। বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে।
৯। নানারূপ সুন্দর বিষয় সমন্বয়ে অ্যালবাম ও স্ক্র্যাপবুক প্রস্তুতিতে সাহায্য করে।
১০। সুন্দর ছবি, আলোকচিত্র, ছায়াচিত্র ইত্যাদি দেখানো।
১১। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেয়াল পত্রিকা তৈরি করা।
১২। বিভিন্ন শ্রেণিতে দেয়াল পত্রিকা প্রস্তুতিতে সাহায্য করা।
১৩। চার" ও কার"কলার বিভিন্ন কাজে ছাত্র-ছাত্রীদের সাহায্য করা।

"Beauty is Truth, And Truth Beauty
That is All Ye Know On Earth,
And All Ye Need to Know" - John Keats

ইকবাল আহামেদ
সহকারী শিক্ষক

wk‡íi g‡a¨B wkíx †e‡P _v‡Kb|

– wiPvR †nv‡f

The Art of Deception

Magic : A word that dates back to prehistoric times. History tells that Egyptian Pharaons were known to be afraid of men with supernatural powers, the ones who were accused of sorcery. Yet people claim, even in today's modern world that they have the ability to cost charms, to cross borders and to defy the impossible. These so-called "magicians" are merely the puppeteers and the audience, the pawn.

So, what are the fundamentals of a great deception ? There doesn't have to be a grand stage or a grand show. An audience can be anyone. The fact that you are gracing a performance with your attention means that you want to be fooled. It may sound very easy. Fooling people who want to be fooled, but even in that simplicity. You are fooling for a tiniest flaw or hint to expose the performer and run them out of commission as it were.

A magician is mortal. However, his performance may go down in the history and may marvel the curiosities of generations to come. Magic and Physics go hand in hand. Simple conceptions such as the game of lights, shadows, music and illusions are he building are the building blocks of a great trick. Countless hours of practice are put in behind a master alchemy. The show begins with the wave of a hand, then its just seamless amount of time, of course no shortage of applause.

Magic is often misunderstood. Performers were often executed in the ancient days due to man's fear of the 'unknown'. The real credit however, lies with the backroom crew, who spend an interminable expense of time in conjuring up these acts. All that's needed is a showman. One who can use his enactment proficiencies to 'sell the cabaret to the crowd'. Modern day greats such as David Copper Field or Criss Angel have a team built with extraordinary minds, some with even doctorate degrees, summoning up countless creativity and discovering that 'something special' for that next Grade performance.

It's without any doubt that magicians make great sacrifice in their live, Magic is not just a word, but it's a lifestyle. One chosen by a few unique individuals, but applauded by countless. It requires a proportionate balance of charisma, imagination and arrogance. It does not take a fool a crowd, but takes much more to deceive one's own sense of logic. But even if you can trick one face in the crowd, it's worth it all. That is the real magic in life, deception.

Nusaiba Nurain
Class : IX, Roll : 03
Section : B (Green)
English Version

Every Story Matters

There are so many reasons to close yourself off to the world. I know, I get that feeling too.

Too much of the stufff is going unspoken about and it needs to be talked about. We should passionately talk about the thing we believe in. No matter where you are in yours story or what it looks like, it means something. Your pain is important because it's yours. Your story can help other people continue their stories. Yes, all pain is different but there are things that we all share when the darkness comes and we feel hopeless. And it's our similarities that can save us.

Sometimes your thoughts may kill you, don't they ? Depression and anxiety has many faces. Happy one moment, sobbing the next. Depression shouts. It hits you with wave after wave of negativity and lies, until that's all you can hear. You start to believe all the lies it tells you. You start to believe that there is no light at the end of the tunnel and it will never get better.

When you're outside and you feel everyone is staring at you. And when you want to speak but you can't because you are too scared to speak. When there's a weight on your chest and you feel like everything is shattering.

Now you may have difficult circumstances indeed. But that's okay. That's why you have such an amazing mind and soul. Maybe you're not going through the phase that I'm going through. May be you were being bullied, may be you feel scared of people. And you might think you are the only one who is going through this. But that's not true.

We all are trying to fight with the same demons, just in different levels.

I know how it feels to be alone, how emptiness kills you. When people misunderstand you, misjudge you, when you make a mistake and it shatters you. When you can't get out of your bed. You don't want to see the sunlight. When the outside world starts to scare you. When you feel unworthy of everything and no one seems to understand it. When you over think things. When you feel lost, lonely and invisible. When you feel too much. Remember there's still a place for you here. Feelings are just visitors let them come and go.

"If depression is the verse, then hope is the

chorus".

"Hope whispers in the kindness of friends".

You need to teach yourself that you're voice matters and that people. Because every sorry maters, includinng yours. 'Because there's something in you that the world needs'. 'Because no one else can play your part'.

When we tell stories, when we choose to use our voice, we empower each others as well as ourselves.

You should write and share your stories because your words might help someone feel less alone and that has a way of making you feel less alone.

When you can't fit in the mold. The more you try the less it works. When you feel you are not perfect and enough. Remember perfection is a disease of a nation.

Imperfection is beauty. Because your true friends and the people who genuinely care about you will accept you the way you are coming off. "Allow yourself to exist in this melody, even when the instruments of your body is tried of playing."

You deserve to show the world the whole spectrum of your being - the light and the dark and everything in between. Each shade of you should be illuminated. The more you try to hide or cover different shades of yourself the more they fight against you. Fighting for happiness may be the hardest thing we will even do in the life. But happiness is the only thing worth fighting for.

We will continue to fight for the happy days we deserve, and we will get there because we have each other. Here's to not doing the journey alone. Here's to more good morning

Samia Zahan
Class : IX, Roll : 02
Section : Niharika
English Version

Our Great Prophet (sm)

Our Great Prophet Hazrat Mohammad (sm) was the last Nabi and Rasul of Allah Ta'la. The Great Prophet Hazrat Mohammad (sm) was born on 12th Rabiul Awal (20th April) 570 A.D., Monday in Makka. His father's name was Abdullah and mother's name was Amina. Abdul Muttlib was his grandfather. After the birth of Hzarat Mohammad (sm) he was named Mohammad and Ahmed. After the birth of Hzarat Mohammad (sm), his uncle Abu Lahab's maid servant Shoeba nourished him with motherly affection. According to the custom of aristocrat Qurais family, Mohammad (sm) was sent to his foster mother Halima of Bani Sauad family in his childhood age for rearing. Although, Shoeba nursed him for only few days, she was his first foster mother. But Mohammad (sm) was grateful to his family, used to visit his family to take information about them. Mohammad (sm) offered gifts to them during his visit. Bibi Halima reared Hazrat Mohammad (sm) up to his five years of age like her own child. During this childhood, good character traits like justice, fellow feeling, sacrifice for others e.t.c. grew up. He learnt pure Arabic language and achieved good health from with open atmosphere of the desert. He returned back to his mother Amina's. Mother Amina reared him with love and affection. His father Abdullah died before his birth. His mother Amina died when he was at the age of six. The Prophet became orphan. Then he was reared up by his grand father Abdul Muttalib. His grand father who died when Prophet (sm) was only eight years old. Finally he was growing up by the care of his uncle Abu Taleb. The financial condition of Abu Taleb was not good. Yong Mohammad (sm) was hard working. He did not like to remain as burden of any other. He helped his insolvent

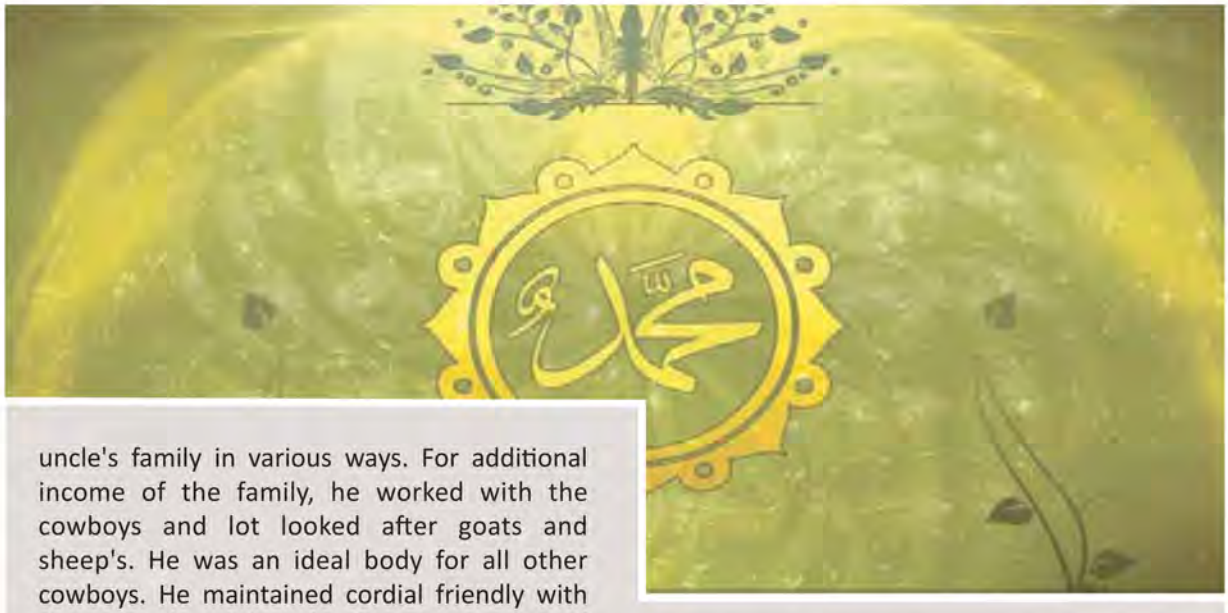

uncle's family in various ways. For additional income of the family, he worked with the cowboys and lot looked after goats and sheep's. He was an ideal body for all other cowboys. He maintained cordial friendly with them. He played the role of a justice in case of any quarrel among cowboys. He helped his uncle in business also.

Once Prophet (sm) went to Syria with his uncle. There he met one Christian Clergyman (Padri) named Bahira. Bahira turned the prophet as an extra ordinary boy and predicted that he hold be the last Prophet of Allah. He also warned Abu Taleb to be very cautious about Prophet (sm) because enemies might harm him. Prophet (sm) expressed his desire to perform the Hajj in 10th Hizri. This was the last time he performed the Hajj. He did not live long enough to perform matter. That is why it is called the "Farewell Hajj". Prophet (sm) along with more than 900,000 of his disciples performed the Hajj. He delivered a touching speech to the people preseant at the field of Arafat. Standding on "Jabda Rahmat" (The hill of Mercy). This speech is famous in Islamic history as the "Speech of Farewell Hajj". Our Prophet (sm) offered many pieces of valuable advice in the speech such as :

All Muslims are brother to each other.

Don't punish a person for the offence of another person.

I am leaving behind to you word of Allah and the ideal of Rasul (sm). As long as you cling to them, you want be misguided.

He gave many inspiring pieces of advises to his followers. Our Prophet (sm) becomes sick after returning from "Farewell Hajj". At last on 12th Rabiul Awal of the 19th Hizri, the best and the last Rasul (sm) of Allah passed away. He was buried at one side of the Masjid-e-Nababi (The Mosque of the Prophet) in Madina. Muslims from all around the world come and visit the Prophet (sm)'s Rawza with due respect. Our Prophet was a man of best conduct and character. In matter of forgiveness, generosity, forbearance, kindness, honesty, patience, truthfulness, work and deeds, attitude, behavior, humanity and greatness he was the excellent ideal of mankind of all ages. Allah Tala says,

Laquad kana lacuna fee rasulillah, uswatun hasnatun.

Meaning : Indeed in the messenger of Allah, Mohammad (sm) you have as good example to follow (Suratuh Al Alijab, Ayat 29).

We should always follow our Great Prophet Hazrat Mohammad (sm)'s ideal life.

Abyan Hossain
Class : V, Roll : 34
Section : Rabindra
English Version

These Moments

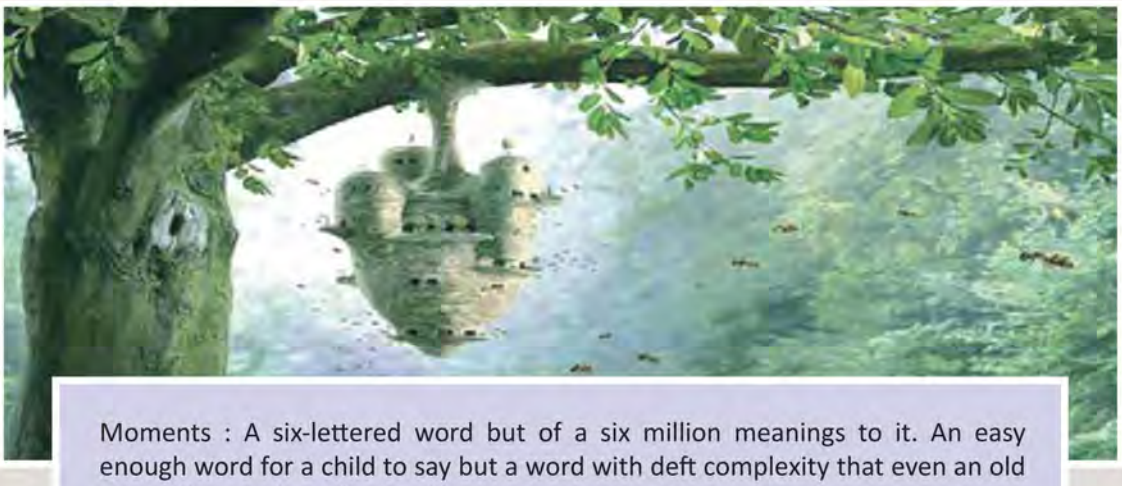

Moments : A six-lettered word but of a six million meanings to it. An easy enough word for a child to say but a word with deft complexity that even an old man tails to truly understand it.

I am a student. A simple enough 15 years old. So possibly none must expect me to know all the facets of moments. But here's the 21g-I am learning to realize its arena. In fact, we all are consciously or subconsciously. Depends on how these moments I like.

The moments when I'm laughing freely. These moments when I soar high in the clouds of dreams. These moments when I have a nice, coy evening with my family, when I crack jokes with my friends. These moments when I'm encircled by tears and when the dark sides of reality scares me. The arch of the moments when a theory amazes me. These moments when I may be a faithful, religious person. These valuable moments when I hope that I'll attain success,

These moments. Precious and authentic. More valuable than those pearls, sapphire or diamonds you could buy. Because when you're standing on a different threshold and all these moments rush back at you, you try to catch it but you might as well grasp the air. These moments you can't buy, you can just teal them. And so the thing you may try is to know, really know those moments were with you, just know. Because believe me, the idea of a bowl of hot soup in the cold is more appealing than the food itself.

And may be these have been told in a million process or like in a billion more stories but these are honestly, frankly, beautifully true-these moments.

Maisha Nazifa Kamal
Class : IX, Roll : 01
Section : B (Green)
English Version

An Ideal Student

An ideal student is one who is always docile, obedient and never crates any mischief. He is originally, mentally and psychologically a whole and complete person. He is never an average student.

An ideal student is conscious of this duties and responsibilities. He is regular and punctual in attendance. He is aware of his works. activities rights, and social services. He is truthful, punctual, submissive, religious, bold, good mannered and exemplary. He always ponders over his dignity, self-respect, economy, cleanliness and politeness. An ideal student never idles away his valuable time in gossiping, eating and playing idly.

An ideal student is sagacious by nature. He is gentle and farsighted. So to improve his life he makes a proper division of his time and performs his duties accordingly. He never comes in touch with near and dear ones who are impolite, disobedient and idle. He is a leader and bonafide citizen of the country. He is ready to take an active participation in social and volunteery services during natural calamities like-floods, cyclones, tornadoes, famines and other natural devastations for the well-being and betterment of the victims. An ideal student is painstaking, hard working and studies as bookworm and participates in preparing his home tasks and in learning his lessons well. At home an ideal student helps the parents in doing household chores. Many a time, he shares many things when guests visit his house. He is, so to speak, at everybody's beck and call. They also suffer form superiority complex and neglect their health and activities related to it.

An ideal student is smart, well-dressed, active, good behaved, less talkative and what not. He can put up his problems to the teachers, superiors and elders in a most polite way. He shapes his life after the famous men and women. He is always careful about avoiding a spend even a single second for nothing except doing good deeds like reading textbooks, newspapers, magazines, pictorials and practicing his respective religion. He is open hearted, broad minded, beneficial, benevolent and a keen observer of men and things. He leaves nothing untried to go beyond extension. He follows the lofty idealisms of the great men to goes, he does and goes with a firm faith in the Creator. An ideal student presents an ideal example of idealism in his words and deeds.

The teacher community has a responsibility to resent the nation and the land with ideal students. Because, they remain in the educational institutions most of the time. Hence their activities are the copybooks to them. If the teachers are qualified, polite, dedicated, strong natured, truthful and dutiful, they can produce ideal students because their influence on them is long lasting and strong focusing.

An ideal student is conscious. He knows best that a single rotten apple is quite enough to spoil the parents and the society for all the facilities being enjoyed by him. An ideal student can make the society, the nation and the land proud and his life meaningful. The country wants ideal students for her prosperity, success, overall development entirely depend on them.

Santu Kumar Maitra
Senior Teacher, Boys' Wing

কবিতা গুচ্ছ

ঈদের খুশি

নিশাত তাসনীম
শ্রেণি : ৩য়, রোল : ১৭
শাখা : ইন্ডিগো (ই)
ইংরেজি ভার্সন

তাই, তাই, তাই, খুশির সীমা নাই,
ঈদ এসেছে, ঈদ এসেছে
গ্রামের বাড়ি যাই।
যাই, যাই, যাই, সবাই মিলে যাই,
গ্রামের দেশে সবাই আপন
তুলনা তার নাই।

ভালবাসি

আফরিন চৌধুরী
শ্রেণি : ১ম, রোল : ০৬
শাখা : আল-রির"নি

ভালবাসি সবার সাথে
সত্য কথা বলতে,
ভালবাসি সারা দিন
দ্বীনের পথে চলতে।
ভালবাসি রাত জেগে
ছড়া-কবিতা লিখতে,
ভালবাসি সঠিকভাবে
বাংলা ভাষা শিখতে।
ভালবাসি মায়ের হাতের
আদর সোহাগ পাইতে,
ভালবাসি সব সময়
আলাহর গান গাইতে,
ভালবাসি বইয়ের পাতার
জ্ঞানের কথা পড়তে,
সুন্দর সমাজ গড়তে।

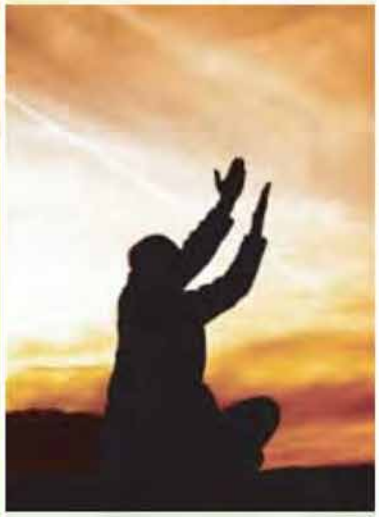

মানুষ হবো

সাওমী রহমান
শ্রেণি : কেজি, রোল : ০১
শাখা : মাধবীলতা

আগামী মাসে কেজি শ্রেণি
হবে আমাদের শেষ,
উঠব ওয়ানে
মজা হবে বেশ।
মিসের কাছে চাচ্ছি দোয়া
আমাদের সকলের জন্য,
বড় হয়ে আমরা যেন
দেশ ও জাতির করতে পারি ধন্য।

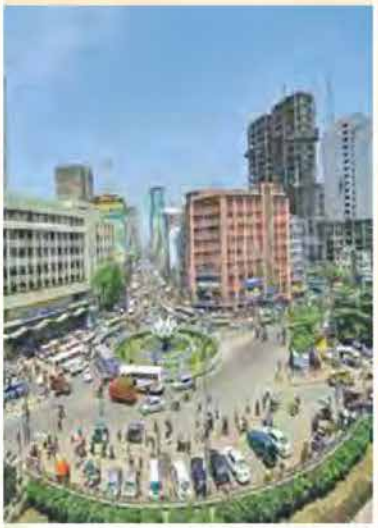

ঢাকা শহর

অরীণ তাসনিম
শ্রেণি : কেজি, রোল : ২২
শাখা : শাপলা

ঢাকা শহর অনেক মজার
রং-বেরঙের বাতি
আকাশ ছোঁয়া ঘরগুলো সব
আছে সারি সারি।

মা

লামিয়া সরকার
শ্রেণি : ২য়, রোল : ০১
শাখা : সক্রেটিস

মা কথাটি ছোট অনেক
অনেক তার দাম,
সে যে মোর মা
মোর দেহ প্রাণ।
মোর যদি হয় একটু অসুখ
মা জেগে থাকে রাতে,
তাইতো আমি উঠে দেখি
মা আমার পাশে।
এ জগতে সেরা তুমি
সেরা আমার কাছে,
পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় মানুষ

ফুলের রাণি

তাসনুভা নাওয়ার খান
শ্রেণি : ১ম, রোল : ৪৭
শাখা : ইন্ডিগো

ফুলের রাণি, ফুলের রাণি
তোমার বাড়ি কই ?
আমি থাকি ফুল বাগানে,
জুঁই-চামেলির সই।
মৌ-মাছিরা মধু নিতে
আসে আমার কাছে,
রং-বেরঙের ফুলের উপর,

বাংলাদেশ

সানজিদা আক্তার রিয়া
শ্রেণি : ২য়, রোল : ০৪
শাখা : আল-বিরুনী

সবুজে ঘেরা মায়া ভরা
আমার সোনার দেশ
বিশ্বব্যাপী ঘুরে দেখলেও
কাটে না তার রেশ।
এক সাগর রক্তে কেনা
আমার প্রিয় দেশ
অনেক ত্যাগের বিনিময়ে
স্বাধীন বাংলাদেশ।
প্রকৃতির রঙে পতাকা মোদের
মাথা উচুঁ করে ওড়ে
মাঝে লাল রঙের বৃত্ত
কত কথাই মনে পড়ে।

সাধ জাগে

সামিয়াত আহমেদ খান
শ্রেণি : ২য়, রোল : ৩৩
শাখা : বি

আমার অনেক সাধ জাগে
প্রজাপতি হয়ে উড়তে,
রঙিন পাখায় ভর করে
নানান ফুলে ঘুরতে।
আমার অনেক সাধ জাগে মেঘের মত ভাসতে,
শত রঙের তুলি দিয়ে
আকাশ টাকে আঁকতে।
আমার অনেক সাধ জাগে
পাখির মত উড়তে,
ছোট পাখায় ভর করে
দেশে দেশে ঘুরতে।
আমার অনেক সাধ জাগে
ঘুড়ির মত উড়তে,
হাওয়ার দোলায় ভর করে
আকাশটারে ধরতে।

আদর ভালোবাসা

ফাবিহা ইবনাত রোদেলা
শ্রেণি : ৩য়, রোল : ১৮
শাখা : এ (বু)
ইংরেজি ভার্সন

আমি আমার বাবা-মাকে
অনেক ভালবাসি
আম্মুর সাথে স্কুলে যাই
বাবার সাথে আসি।
আম্মুর কাছে পড়তে বসি
ভাইয়ের সাথে খেলি।
আমি আমার সকল কথা
মাকে বলে ফেলি।
আম্মুকে আমি সাহায্য করি
ঘরের নানা কাজে,
বাবার সাথে বেড়াতে যাই
আমরা মাঝে মাঝে।
আমার বাবা অনেক ভালো
আমার আম্মু সেরা,
সবার আদর ভালোবাসা
আমার জীবন ঘেরা।

রোদের আলো

শাইরাহ্ আনতারা সুভাষিনী
শ্রেণি : ৩য়, রোল : ২৩
শাখা : ইন্ডিগো (ই), ইংরেজি ভার্সন

রোদ উঠেছে নীল আকাশে
আলো দিয়ে ভরা
রোদের আলোয় দেখা যায়
সারাটি জীবন ভরা।
রোদের আলো অনেক গরম
কিন্তু কাজে লাগে
রোদের আলো তাই আমার
খুব ভালো লাগে।

টুনটুনি

রিজিদ সিংহা
শ্রেণি : ৩য়, রোল : ০৩
শাখা : ফ্যারাডে

আয় আয় টুনটুনি
খেতে দেবো দানাপানি,
থাকিস যদি আমার কাছে
রাখবো তোকে মহা সুখে।
ফুর্‌ত করে উড়াল দিয়ে
যাসনে তুই আমায় ছেড়ে।

প্রিয়

তারিন তাসফিয়া
শ্রেণি : ৩য়, রোল : ১২
শাখা : নিউটন

বাবার লাগে অফিস প্রিয়,
মায়ের লাগে বাড়ি।
মামার লাগে ভীষণ প্রিয়
নিউ মডেল গাড়ি।
আপুর প্রিয় নেইল পালিশ,
সবুজ রঙের চুড়ি।
খোকার প্রিয় আকাশ জোড়া
নানা রঙের ঘুড়ি।
নানীর প্রিয় পান সুপারি,
ভাইয়ার প্রিয় বই।
দাদার কাছে বেজায় মজা,
বুড়ো গাভীর দই।
ফুফুর প্রিয় পার্কে ঘোরা,
উদাস বিকেল বেলা।
ছোট্ট লিমার বড্ড প্রিয়,
পুতুল নিয়ে খেলা।
বলতে পারো প্রিয় তোমার,
কোনসে জিনিস বলব?
বলছি শোন আমার প্রিয়,
সব থেকে যা ভালো।

পাখির গান

ইসাবা ইসফার
শ্রেণি: ৪র্থ, রোল : ৪৫
শাখা : খ
ইংরেজী ভার্সন

গ্রামের নাম শিমুলিয়া।
ডালে ডালে সবুজ টিয়া।
সবুজ টিয়ার ঠোঁটটি লাল।
খায় সে মরিচ ভীষণ ঝাল।

বুলবুলির পেটটা লাল
টুকুর টুকুর মারে ফাল।
মাথায় তার কালো ঝুঁটি
করে কেবল ছুটাছুটি।

পাখি খোঁজে গাছগাছালি।
বনকে বলে প্রাণ বাঁচালি
মনের সুখে বনের পাখি
গানে গানে উঠল ডাকি।

স্মৃতির মিনারে

আফরিন আক্তার
শ্রেণি : ৪র্থ, রোল : ২৪
শাখা : ইবনেসিনা

মনে রেখো বন্ধুরা স্কুলের
সেই প্রথম দিন।
চেনা আর অচেনার মাঝে,
পুরানো সেই দিন।
একে একে পার হওয়া কতো না
দিন মাস।
কতো বন্ধুত্ব, কতো রাগ, কতো না
স্মৃতির বাস।
স্মৃতির মিনারে ঢাকা
আমাদের স্কুল জীবন।
কতোনা নতুন বন্ধুত্ব, কতোনা ভুলে যাওয়া
কতোনো হারিয়ে যাওয়া পুরানো জন।
কেউ আসে, কেউ যায়
নতুন আর পুরানোর সম্মিলন।

ছয় ঋতু

আফরিন আক্তার
শ্রেণি : ৪র্থ
শাখা : ইবনে খালদুন

গ্রীষ্ম এলো,
গরম এলো,
এলো ফলমূল।
বর্ষা এলো,
বৃষ্টি এলো,
ভিজল মানুষ জন।
শরৎ এলো,
ফুল ফুটল,
সবার মুখে হাসি।
হেমন্ত এলো,
নবান্ন এলো,
এলো চাষীদের খুশী।
শীত এলো
ঠান্ডা নামল,
ঝরল গাছের পাতা।
বসন্ত এলো,
কোকিল ডাকল,
এলো সুন্দর হাওয়া।

পরীক্ষার হল

সাদিয়া সাইমা
শ্রেণি : ৪র্থ, রোল : ৫১
শাখা : মাদামকুরী

পরীক্ষার হল
নেই কোলাহল,
দুরু দুরু বক্ষে
এসে বসে কক্ষে।
হাতে আসে প্রশ্ন
কেউ খুশি কেউ ক্ষুণ্ন ,
কারও হাত খাতায়
কারও হাত মাথায়।
কেউ লিখে অবিরল
কারও চোখ ছলছল,
অবশেষে বাজে ঘণ্টা
কেঁপে উঠে মনটা।
খাতা হয় হাত ছাড়া
মনে পড়ে সব পড়া!

বার মাস

সাদিয়াত আহমেদ খান প্রমিত
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ০৫
শাখা : রবীন্দ্র

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ যখন আসে
সবার পানি খেয়ে গলা ভাসে।
আষাঢ় শ্রাবণ যখন আসে
খাল-বিল পানিতে ভরে আসে।
ভাদ্র আশ্বিন যখন আসে
আকাশ পরিষ্কার হয়ে ভাসে।
কার্তিক অগ্রহায়ণ যখন আসে
চাষিরা ঘরে ঘরে মিলে নাচে।
সবাই ঠক ঠক করে কাশে।
ফাল্গুন চৈত্র যখন আসে
ফুল ফোটে ফল ফলে কোকিল ডাকে।

ঋতুর মেলা

ফাহমিদা হোসেন (চারু)
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ০২
শাখা : মাদামকুরী

গ্রীষ্মকালের কড়া গরম
বর্ষাকালে বৃষ্টি,
প্রকৃতির এই অপরূপ মায়া,
সবার কাড়ে দৃষ্টি!
ফুল, ফল, পাখির ডাক
শরৎ কালের মেলা,
শিশির ভেজা শীতের সকাল
মনে দেয় দোলা!
এই আমাদের ঋতুর দেশ
প্রিয় বাংলাদেশ,
সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা
ষড় ঋতুর দেশ।

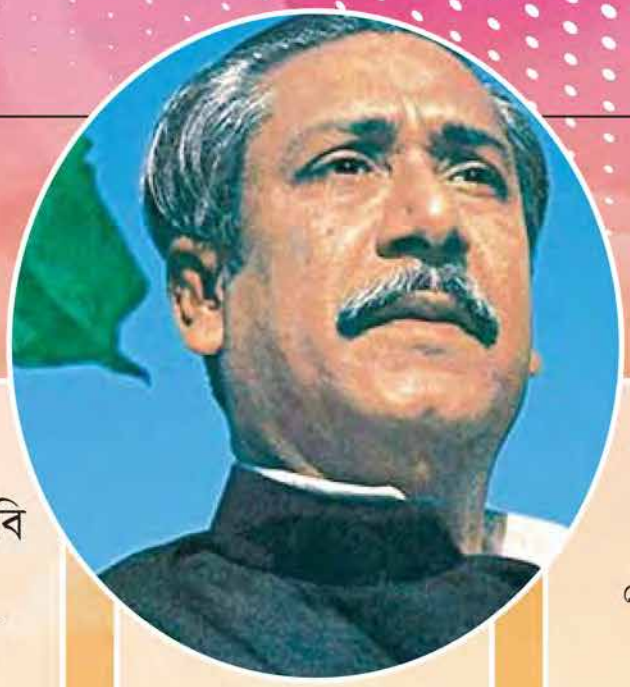

মানুষ হওয়ার চাবি

রাইশা ইসলাম মিথিলা
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ০২
শাখা : পুটো

'পড়তে বস, পড়তে বস'
ভালো লাগে না শুনতে,
অঙ্ক করলে করতে হয়
১,২,৩ গুণতে।
বিজ্ঞানের নাম শুনলে হয়ে যাই অজ্ঞান,
মা বলে পড়তে বসলে
বড় হলে হবে সজ্ঞান।
মা বলে ইংরেজি পড়
বাবা বলে বাংলা,
আমার ইচ্ছা ঘুরে আসি
চট্টগ্রাম, মংলা।
মায়ের মুখে পড়াশুনার
লেকচার শুনি,
আমি পরীক্ষা শেষ হওয়ার দিন গুণি।

জাতির পিতা

মোঃ রাকিবুল হোসেন রূপক
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ০৬
শাখা : ইবনেসিনা

এক যে ছিল সোনার ছেলে
শেখ মুজিবুর নামে,
শেখ বাড়িতে জন্ম তারই
টুঙ্গিপাড়া গ্রামে।
দুরন্ত এক দামাল ছেলে
ডানপিটেতে বেশ,
বড় হয়ে দেখেন তিনি
পরের অধীন দেশ।
শিকল পড়া জাতির ভাবনায়
ঘুম নেই তার চোখে,
বারুদ হয়ে জ্বলে উঠেন
বাংলা মায়ের শোকে।
স্বাধীনতার ডাক দিলেন তাই
স্বাধীন করলেন দেশ,
সেই ছেলেটি জাতির পিতা
হলেন অবশেষ।

ভ্রমণে ঢাকা

ফাবলিহা মাহমুদ
শ্রেণি : ৫ম, রোল : ০৪
শাখা : আল-বিরূনী

প্রিয় ঢাকা,
স্বপ্নে আঁকা।
ভাবিনি কো কভু
হবে যে দেখা।
পথটি তাহার আঁকা-বাঁকা
উঁচু দালান যায় যে দেখা।
মনে যে হয় গজাক পাখা
উড়ে বেড়াই পুরো ঢাকা।
বর্জ্য, ধোঁয়ার গন্ধ
লাগে যে মন্দ।
জিজ্ঞেস করি মনকে আমি,
হয়েছে কি কাণ্ড।
এটি রাজধানী ঢাকা।
বললে সবাই বলবে বোকা।
বলতেই হবে,
যত দিন বাংলাদেশে,
ঢাকা নামটি আছে আঁকা।

হরতাল

ফাইর্জ জেরীন
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ২৪
শাখা : সক্রেটিস

ফাঁকা ফাঁকা পথ ঘাট,
নেই কোনো ঝঞ্ঝাট।
চলে নাকো গাড়ি-ঘোড়া,
নেই কোনো তাড়াহুড়া।
চলে সবাই পায়ে হেঁটে
তালা বন্ধ সব গেটে।
ঠুসঠাস, ধুমধাম,
মনে হয় ঝড়ে আম।
পটকার আওয়াজে
কানে তালা লাগে যে,
এ কেমন উৎসবে
মেতে উঠে খুব সবে।
মনে মনে বলি,
হেঁটে হেঁটে চলি।
শহরের হালচাল
সব যে গোলমাল।
ঐ বুঝি চলে এল
আহুত হরতাল।

পকেটমার

ফাওজিয়া তাবাস্‌সুম
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ২১
শাখা : নিউটন

যাচ্ছে শোনা হৈ চৈ,
পকেটমার গেল কৈ।
হঠাৎ এক ফেরিওয়ালা,
ছুঁড়ে মারে কলার ছোলা।
ছোলার উপর স্লিপ করে,
পকেটমার গেল পড়ে।
চারিদিকে লোকজন,
ঘিরে ধরে ভন ভন।
লাথি, গুঁতো, কিল, ঘুষি
মেরে কেউ মহা খুশি।
নাকে মুখে রক্ত লাল,
উঠিয়ে দিলো গায়ের ছাল।
লুটিয়ে পড়ে রাস্তার ওপর।
মরার মতো নীরব নিথর।
পুলিশের তাড়া খেয়ে,
লোকজন ভয় পেয়ে,
দিচ্ছে আজব লম্ফ,
হঠাৎ ভূমিকম্প!
এই সুযোগে পকেটমার,
চোখ ধাঁধিয়ে পগারপাড়।

আকাশ

ফারহানা ইয়াসমিন
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ৩০
শাখা : নিউটন

আকাশটা না, অনেক বড়
দেখতে হালকা নীল।
তার মধ্যে ওড়ে কত পাখি
হলুদ সাদা নীল।
রোজ সকালে সূর্যিমামা
ওঠে পুবের কোলে,
সন্ধ্যেবেলা আবার সে যায়
পশ্চিমেতে ঢলে।
রাতের বেলা আকাশেতে তারারা সব জ্বলে।
আমার সঙ্গে যেন ওরা
কত কথা বলে।

বাংলাদেশ

তাহমিদুল হাসান রাফিদ
শ্রেণি : ৬ষ্ঠ, রোল : ০২
শাখা : ইবনে খালদুন

তিনশত নদীর দেশ,
বাংলাদেশ!
দামাল ছেলের তাজা রক্তে অর্জিত দেশ,
বাংলাদেশ!
নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অর্জিত দেশ,
বাংলাদেশ!
ত্রিশ লক্ষ শহীদের মৃত্যুতে অর্জিত দেশ,
বাংলাদেশ!
হাজার বছরের ঐতিহ্যের দেশ,
বাংলাদেশ!

সুখী সমাজ

জারিফ মাহমুদ
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ০৭
শাখা : আল-জাবের

আয়রে সবে দেশের ভাই
চলরে ছুটে গ্রামে যাই,
গ্রামের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়ি
সময় যে আর নাই।
সুখী দেশ গড়তে হলে,
গ্রামে সুখী সমাজ চাই।
সব ফেলে ভাই চলনা ছুটে,
গ্রামের কাজে লেগে যাই।
মজা পুকুর কাটিয়ে দিয়ে,
বন জঙ্গল সাফ করিগে,
লোকের মুখে ফুটবে হাসি,
গ্রামের স্বাস্থ্য ফিরবে তাই।
লোকের স্বাস্থ্য ভালো হবে,
কাজ করিবে দ্বিগুণ জোরে,
ফলবে ফসল ডবল তাতে।
অভাব যাবে দূরে ভাই।
গ্রামে অভাব না থাকিলে,
চুরি ডাকাতি বন্ধ হবে,
মনের সুখে ঘুরবে মানুষ
মুখে হাসি ফুটবে তাই।

ফেরিঅলা

জেরীন তাসনিম
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ০৩
শাখা : ধ্রুবতারা

আজও ভাঙে সেই কাঁচের বোতল
জমা হয় ছেঁড়া বই-
কিন্তু এগুলো বদলে নেবার
কটকটিঅলা কই?
কুলফি মালাই বিক্রি করতে
আসে না কুলফিঅলা-
হটপ্যাটিসের ডাক ডেকে কেউ
শুকিয়ে ফেলে না গলা।
তেতুঁল-বরই-চালতা-আচার
কেউ আজ নিয়ে আসে না-
তবে কি এযুগে এসব খেতে
বাচ্চারা ভালো বাসে না?
নেবে নাকি খুকি? কদমা নেবে না!
দেয় নাতো হাত বাড়িয়ে -
ফেরিঅলা আর আনে না বাতাসা
এটাও গিয়েছে হারিয়ে,
শন পাপড়িও মিশে গেছে আজ
হারিয়ে যাবার দলে-
ফেরিঅলা আর দেয় নাতো ডাক
হাওয়াই মিঠাই বলে।
ইদানীং নেই সেই ফেরিঅলা
হয় না এসব ফেরি-
যুগ পাল্টেছে, বুঝতে আমার
অনেক হয়েছে দেরি।

নিউটনের সেরা আবিষ্কার

মালাইকা নূর অরোরা
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ১১
শাখা : সক্রেটিস

পৃথিবীর বড় বড় ব্যক্তির মধ্যে
নিউটন একটি নাম,
যাঁর মাথাতেই এসেছে প্রথম
গ্র্যাভিটি ও তার পরিণাম।
কে না দেখেছে গাছ থেকে
আপেল পড়ে নীচে,
তবু সেই শুধু করেছে জিজ্ঞেস
কেন এবং কী সে?
তারপরই তাঁর মহা আবিষ্কার
অভিকর্ষ বল,
কে আছে যে চ্যালেঞ্জ তাঁকে
করবি তখন বল?
তারপর তিনি চালিয়ে গেলেন
তাঁর গবেষণা,
এর ফলে যে হলো আবিষ্কার
গতির তিন সূত্রখানা।
ইনার্শিয়াই হোক বা সমান
পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া,
তিনি যে সবকিছুই করেছেন
তাঁর জ্ঞান বুদ্ধি দিয়া।
পৃথিবীর জন্য করে গেছেন
অনেক অনেক কল্যাণ,
নিজের কথা দিয়েছেন বাদ
ছিলেন চিরকুমার।
আমার চোখে নিউটন
সব সময়ের সেরা,
তাঁর থেকেই অনুপ্রেরনা পেতে পারে
এ সময়ের ছেলেমেয়েরা।

শরৎ

সামিয়া নওশীন বাশার
শ্রেণি : ৭ম, রোল : ১৭
শাখা : নিউটন

নদীর পাড়ে আমি
বসে একেলা,
ভাসছি নিজের মনে
বাহন মেঘের ভেলা।
কাশফুলগুলো আমায় দেখে
দুলে দুলে হাসে,
তাদের সাথে তাল মেলালো-
শুভ্র সাদা হাঁসে।

দায়িত্ব

সাফরিনা কবির
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ১১
শাখা : এ

নতুন করে আবার দেখ,
দূরের নীল আকাশ,
আবার অনুভব করো,
বয়ে যাওয়া বাতাস;
মুছে ফেলো সব ক্লান্তি,
ধুয়ে ফেলো সব কষ্ট,
তোমার জন্য অপেক্ষা করছে,
অনেক বড় দায়িত্ব।
এখনো তুমি ছোট,
অনেক বড় হবে;
বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ একদিন,
তোমার হাতে গড়বে।

পারিনি ভালবাসতে

মাহির হোসেন
শ্রেণি : ৮ম, রোল : ৪৩
শাখা : ওমর খৈয়াম

যদি পারতাম আকাশটাকে ছুঁতে
কষ্টগুলো ছড়িয়ে দিতাম তার বুকে।
যদি পারতাম মেঘ হতে
বৃষ্টির মতো ঝড়িয়ে দিতাম দু'চোখের
অশ্রুগুলোকে।
পারতাম যদি কারও জীবন হতে
করে দিতাম পূরণ তার স্বপ্নগুলোকে।
আর যদি পারতাম ঐ চাঁদের সঙ্গী হতে
ভালোবাসতাম আঁধার কালো রাতটিকে,
পারিনি ভালবাসতে
তাই ভালোবাসি কেবলই নিজেকে.....

পাখির ছানা

স্নেহা সালাম
শ্রেণি : ৯ম, রোল : ১
শাখা : বু (কমার্স)
ইংরেজি ভার্সন

আমার বাড়ির ঘরের কোণে
চড়ুই পাখির বাসা,
ছোট ছোট ডালা পালা আর
খড় কুটোতে ঠাঁসা।
সেই বাসাতে চড়ুই পাখির
মোটে দু'টো ডিম,
তা দেয় দু'জন পালা করে
গুণছে বুঝি দিন।
হঠাৎ দেখি মা পাখিটা
ঝাপটায় তার ডানা,
তারই কোমল বুকের তলায়
ছোট্ট দুটি ছানা।
দিন মানে না রাত মানে না
চিঁ চিঁ করে ডাকে,
মা ও বাবা ব্যস্ ভারি
খাওয়ায় আগে কাকে?
এমনি করেই দিনে দিনে
বাড়ল দুটি ছানা,
গায়ে তাদের উঠল পালক
শক্ত হলো ডানা।
হঠাৎ দেখি সেদিন তারা
নেই কো তাদের ঘরে
গা ফুলিয়ে বসে আছে
ইলেকট্রিকের তারে।
একটু ওড়ে, একটু বসে
এমনি করে করে
অবশেষে 'পাখি' হয়ে
উড়ে গেল দূরে।

আমি বাংলা

কানজীনা কামাল
শ্রেণি : ৯ম, রোল : ১৬
শাখা : ঘ
ইংরেজি ভার্সন

'৫২ থেকে' ১৫ পাড়ি দিয়েছি আমি,
আমি এনেছি স্বাধীনতা, গণতন্ত্র
ও নতুন প্রজন্মের রক্তের সাহসী স্রোত।
আমি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি হিমালয়ের চূড়ায়,
সেই বাংলার নর-নারী আমি।
আমি এনে দিয়েছি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি।
সেইকাল থেকে আমি সবার মুখে,
সেই আমি বাংলা ভাষা,
একুশ আমার জন্ম।
আমার জন্য শহিদ দেশের সূর্য সন্তান
সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার,
যাঁরা ছিলেন সেই' ৫২-তে কোটি বাঙালির হৃদয়।
আমি আছি, আমি থাকব,
আমি জাগি, আমি জাগব,
নতুন প্রজন্মের সকলের হাত ধরে।
মাগো, তুমি কেঁদোনা
তোমার শহীদ ছেলেদের ভুলব না।
ওরা বেঁচে আছে লক্ষ কোটি হৃদয়ে,
ওরা বেঁচে থাকবে,
পৃথিবীর সকল কাল থেকে কালে,
বাংলা ভাষার সাথে।

বঙ্গবন্ধু

মুশফিকুর রহমান
শ্রেণি : ৯ম, রোল : ১১
শাখা : কুদরত-ই-খুদা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
আমাদের এই সোনার দেশ
তোমারই অবদান।
শুরু করেছিলে তুমি' ৫২ সাল দিয়ে,
শেষ করেছো তুমি
বাংলাদেশকে স্বাধীন করে।
৬ দফা ছিল পূর্ব বাংলার প্রথম মুক্তির সনদ,
সে ভাষণে করো নি তুমি
কোনো ধরনের গলদ।
৭০ এর নির্বাচনে হয়েছিল তোমার জয়,
তখনই জনতা বুঝেছিল
বাংলার জয় হবে নিশ্চয়।
৭ই মার্চের ভাষণে ছিল তোমারই মুখের কথা,
তোমার কথামতো আমরা করেছি
কাজ যথা-তথা।
তখন বাংলার দামাল ছেলেরা হয়েছিল বিক্ষুব্দ,
পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষদের তখন
হয়েছিল শ্বাসরুদ্ধ।
অবশেষে তোমারই কারণে পেলাম এই জয়,
তোমার স্মৃতিতে আজও বলি
জয় বাংলা! বাংলার জয়।

বন্ধু

নিশাত আনজুম
শ্রেণি : ৯ম, রোল : ১০
শাখা : ডি (পিঙ্ক)
ইংরেজি ভার্সন

বন্ধু হল মানুষের খুব প্রিয়জন,
বন্ধু না থাকলে অসহায় মানুষজন।
বন্ধুর সাথে কাটে সবার অনেকটা কাল,
ভাগাভাগি করে নেয় যে যার হাল।
অনেক সময় বন্ধুরাই হয়ে যায় আপন,
আগলে রাখে বন্ধুকে বন্ধুই তখন।
মাঝে মাঝে বন্ধু খারাপও হয়,
তবু বন্ধু খুঁজেও মানুষ সচেতন নয়।
বন্ধুর সাথে বন্ধুই প্রতারণা করে,
তাই তো কেউ বিশ্বাস করতে না পারে।
জানো, বন্ধু সহজেই পাওয়া যায় না,
পেয়ে গেলে তখন আর ভোলা যায় না।
বন্ধু হল মানুষের সুখ দুখের সাথী,
তাই আজ মানুষ হল ভালো বন্ধুর প্রার্থী।

রক্তমাখা একুশ

আদিবা মুশফিকা
শ্রেণি : একাদশ
রোল : ১২৬
শাখা : আলফ্রেড নোবেল

একুশে ফেব্রুয়ারি
শহীদ মিনারে গিয়ে;
ফুল দেয় পথচারী।
সেদিন রাজপথ হয়েছিল রক্তাক্ত রঙিন
সে স্মৃতির কথা ভুলবেনা কেউ কোনদিন?
যেদিন ছাত্ররা করেছিল মিছিল
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার জন্য।
তবে সেদিন হানাদার পাকিস্তানিরা হয়েছিল বন্য।
ভুলিনি সে কাহিনী মোরা,
তারা ছিল নির্দয় জঘন্য,
মায়ের বুক হতে কেড়ে নিয়েছিল তার স্নেহের সন্তান
পেয়েছি মোরা বাংলা ভাষা ফলে শহীদের প্রাণ দান।
হানাদাররা সেদিন কালো রাজপথে টকটকে লাল রক্তের চাদর বিছিয়েছিল
বাংলাকে ভালবাসার অপরাধে কেড়ে নিয়েছিল কত নিরীহ প্রাণ।
ধুলো মাখা সে রাজ পথে বইয়েছিল তাজা রক্তের বান।
ধন্য তারা ধন্য,
যারা মাতৃভাষার জন্য
হয়েছেন চির বিদায়।
সারা বিশ্ব আজ বাংলাকে স্মরণ করে;
তাদের জীবন দানের ফলে।
সত্যি ওগো সত্যি
তাদের আত্মত্যাগ হয়নি বৃথা, যায়নি জলে।
ওগো শহীদ ভাই, তোমাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা চিরকালের
বিলীন হবে না কোনদিন তোমাদের প্রতি শ্রদ্ধা আমাদের।

একুশে ফেব্রুয়ারি

নুসরাত জাহান
শ্রেণি : ৯ম (বিজ্ঞান)
রোল : ০১, শাখা : এ
ইংরেজী ভার্সন

ফ্রেব্রুয়ারি মাস আসলেই সামনে এগিয়ে আসে ২১ শে ফেব্রুয়ারি
কত জানা অজানা শহিদদের আত্মত্যাগ কিভাবে মোরা ভুলিতে পারি?
ফেব্রুয়ারি আসলেই সামনে এগিয়ে আসে বসন্তের আগমন
ভাষার জন্য সেই আত্মোৎসর্গ কি ভুলিতে পারে জনগণ?
ফেব্রুয়ারি আসলেই ফুটে কত রকম ফুল-ফল
ভাষার জন্য কতই প্রবলইনা ছিল বাংলার সোনার ছেলেদের বল?
ফেব্রুয়ারি আসলেই প্রকৃতি ধারন হয় নতুন এক রূপে
কত দুঃখই না আছে বাংলার শত শত মা বোনের বুকে?
ফেব্রুয়ারি আসলেই মনে পড়ে শুধু শহিদদের স্মৃতি
কিভাবে পাকিস্তানিরা শুরু করেছিল দামাল সন্তানদের হত্যার রীতি?
ফেব্রুয়ারি আসলেই প্রেরণা দেয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার
উৎসাহ দেয় সকল বাঁধা পেরিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাবার।

স্বপ্ন

মোঃ শাওন হাওলাদার
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ২২
শাখা : ব্যবসায় শিক্ষা

আমি যখন ছোট ছিলাম,
স্বপ্ন বলতে ঘুমিয়ে যা দেখা হয় তাকেই বুঝতাম।
যখন একটু বুঝতে শিখলাম,
স্বপ্নের সংজ্ঞা বদলিয়ে দিলাম,
এখন আমি স্বপ্ন বলতে তাকেই বুঝি
যা অর্জনে, বাহ্যিক চাহিদাকে দিতে হয় ফাঁকি।
মায়ের স্বপ্ন ছেলে আমার
অনেক বড় হবে,
বাবার স্বপ্ন ছেলে আমার
বংশের নাম উজ্জ্বল করবে।
স্বপ্ন, তুমি সত্যি হলে, কতইনা ভালো হবে।
সবার স্বপ্ন তৈরি হয় আমায় কেন্দ্র করে
তাইতো আমায় মন দিয়ে লিখতে পড়তে হবে।
পড়ালেখা করা বড়ই কষ্ট,
একটু পড়লেই মাথা নষ্ট,
তবু চেষ্টা করে থাকি পড়ার টেবিলে
স্বপ্ন, তুমি সত্যি হলে, কতইনা ভালো হবে।
কেউ স্বপ্ন দেখে ডাক্তার হওয়ার
কেউ স্বপ্ন দেখে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার
আর, আমি স্বপ্ন দেখি, ভালো মানুষ হওয়ার।
এখন আমার কৈশোর কাল,
মনে আমার রঙিন চাল,
সবকিছুতেই মনে হয় আমি অনেক পাকা,
কিন্তু সত্যি বলতে আমি একেবারেই কাঁচা
আঁখি দুটি বন্ধ করে,
যখন আমি থাকি নিরালয়ে,
কারে যেন মনে পড়ে? সে কথা ভাবি বিরলে।
মন আজ ছুতে চায়, ঐ নীল আকাশ
জানি, বাস্তব নয়,
শুধু কল্পনার আভাস।
স্বপ্ন, তুমি সত্যি হলে, কতইনা ভালো হবে।
শিক্ষক বলে-আবেগটাকে নিয়ন্ত্রণ কর আজি
তাহলে তুমি যেতে পারবে, ঢাকা ভার্সিটি।
তাইতো এখন মন দিয়ে পড়াশোনা করি
স্বপ্ন আমার যেতে হবে, ঢাকা ভার্সিটি।
স্বপ্ন, তুমি সত্যি হলে, কতই না ভালো হবে।

সময়ের এপিটাফ

রাফিউল আদিব
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ১৯
শাখা : ব্যবসায় শিক্ষা

মাঝে মাঝে আনমনে,
খোলা জানালায় বন্দি গুমড়ে থাকা কষ্টের অনুভূতি
পুরোনো স্মৃতির এ্যালবামে বেঁচে থাকা আনন্দ,
যেন কাকডাকা প্রকৃতির আলোয় উজ্জ্বল প্রভাতী
হারানো সুরের রঙিলা যন্ত্রনা শূন্যের মতো অনন্ত।
রাতজাগা স্মৃতির আগুনে প্রজ্জ্বলিত শিখা
সবুজ পাতায় মোড়ানো নীল আলোয়,
জীবনের আঁকা ছবির এক অবান্তর রেখা
বেহালার সুর ভেসে যায় অশ্রু নস্টালজিয়ায়.....
আবেগী হৃদয় চনমনে,
আঁধার রাতের নিকষ কালোয় জমে থাকা খন্ড কথা
স্বাভাবিক নিয়মে চলতে থাকা অনলের উপসংহারে,
পুড়ে যাওয়া কাগজের স্তুপে জমে থাকা কিছু ব্যথা
হেরে যাওয়া যুদ্ধের নারকীয় সেই প্রহারে।
অশান্ত সময়ের প্রভাবে অবিরাম ক্লান্তি
শিশিরভেজা ঘাসের বুকে লুকানো কাঁটা,
জীবনের অদ্ভুত রাস্তাটি আজ কাটাতারে বন্দি
দেহঘড়ি দোকানের মোড়ে সাটা.....
মাঝে মাঝে আনমনে,
দিস্তা দিস্তা কাগজ অথবা কালি, কলমের
আবারও লিখছি গল্প কোন এক সময়ের।

এটাই কি স্বাধীনতা

অমিত হাসান
শ্রেণি : একাদশ
রোল : ০৫
শাখা : ব্যবসায় শিক্ষা

এটাই কি স্বাধীনতা ?
স্বাধীনতা আজ কোথায় দাঁড়িয়ে?
যেখানে শিশু রাজন, রাকিব আর
শাওনের দেহ নিথরভাবে পড়ে আছে?
যেখানে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা পালিয়ে গেছে?
আছে কী স্বাধীনতা আজ আমার মা আর বোনের?
তবে কেন লাঞ্ছিত হতে হল তাদের,
জনবহুল সেই বিশ্ববিদ্যালয় প্রান্তরে?
তবে কেন আজ বগার হত্যা?
কেন শুনি তবে সাত খুনের মর্মান্তিক ঘটনা?
এটাই কি স্বাধীনতা?
নাকি ভীনদেশী মানুষের হত্যা হওয়ার ঘটনাই স্বাধীনতা?
কেন রক্তাক্ত হয়ে পড়ে রইল
তাভেলা সিজার, হোশিও কোনির দেহ?
কেন আজও পত্রিকায় পড়ি খুন, অপহরণের ঘটনা?
কেন আজ ভয় সাধারণ মানুষের মনে?
মানবতা আজ কোথায় দাঁড়িয়ে?
এটাই কি স্বাধীনতা?
স্বাধীনতার অর্থ কী তবে এটাই?
একাত্তরের পূর্বেও তো মানুষের এমন ভয়ই ছিল।
তবে বৈসাদৃশ্যটা কোথায়?
সত্যিই কি আমরা স্বাধীন হয়েছি?
নাকি স্বাধীনতা কথাটির আড়ালে
আজও আমরা পরাধীন?

বন্ধুত্ব

মুশতাক মুজাহিদ ইভান
শ্রেণি : একাদশ, রোল : ১৬
শাখা : ব্যবসায় শিক্ষা

বন্ধু, তোরা সাথে থাকিস
ভোরের সাথী হয়ে
ঘাসের শুকনো শিশিরের মত করে।
যত দূরে থাকিস
তবুও ফিরে ফিরে আসিস
বন্ধু হয়ে।
বিপদে-আপদে, দুঃখ-কষ্ট, শত্রু মিত্রে
শত কিছুর পরও
আছিস তোরা পাশে
বন্ধু হয়ে।
যারা হারিয়ে অতীত হয়ে গিয়েছে
তারা আজ খুঁজে ফিরে
আমার হারানো পথের ধারে।
কত মান অভিমান ভুলেও
তোরা ছিলি-আছিস-থাকবি
বন্ধুর থেকেও বেশি।
গন্তব্য যখন অন্ধ ভুবনে
কাঁদিস না তখন অশ্রুসজলে,
হাসিব সেই দিনগুলি ভেবে
যখন ছিলাম তোদের পাশে
বন্ধুর মতো করে।
না থাকতে পারি অমর হয়ে তোদের মাঝে
তবু ভুলে যাস নে আমায়
এই হৃদয় থেকে।
ক্ষমা করে দিস তবে
যদি কোনো অন্যায় থাকে একটু বন্ধু ভেবে।

আহ্বান

নওশীন নাওয়ার (জয়া)
শ্রেণি : একাদশ (বিজ্ঞান)
রোল : ১২, শাখা : এ.জে

হে জাগরণ,
জাগাও তোমার কণ্ঠে প্রতিবাদের দাবানল
জাগো বাংলা জাগো, নরপিশাচের প্রতিবাদে,
থাকুক এর বজ্রকণ্ঠ চির অটল
তবে প্রতিরোধ তোল গড়ে এমনই সকল অন্যায় বিরোধিতে।
মনে রেখ, এ বাংলা
কোটি কোটি মানুষের রক্তের বিনিময়
মূল্য তোমাকে দিতেই হবে
আপন স্বার্থে যদি কিঞ্চিত ঘটে এর অবক্ষয়
প্রতিবাদ কর তারই প্রতিবাদ
মাতৃভূমিরে বাসিতে ভাল, করিতে সম্মান
রাখো তাঁর স্বাধীনতা চির অম্লান
হে জাগ্রত জাগরণ-
জানাই আহ্বান।

Mother

Nushrat Rahman
Class : IV
Section : (F) Violet
English Version

I saw a face like a flower
I saw a woman like a star,
Who is that woman ?
My lovely mother.

My Mother

Naznin Nawaz
Class : VI, Roll : 19
Section : C (Yellow)
English Version

My mother is an ideal woman
She is also a nice human.
She looks after our family
She always behaves kindly.
She wakes up early in the morning.
She prepares food in perfect timing.
She helps me with my studies,
She takes care of us when we are sick.
She prepares really yummy dish
Tasty, delicious she makes the fish.
All the mothers of the world are the best,
So, we would love them higher to highest.

The Little Bird

Ayesha Nawar Nazah
Class : III, Roll : 40
Section : A (Blue)
English Version

The little bird
Sometimes eat curd
Oh dear ! I am bear
The little bird was happy
Bear say, my name is Cappy
The little bird was writing
The bear say, are you fighting ?
The little bird go away
The bear say wait for me
Sometimes the little bird was sitting
The bear say we have a meeting.

Time

Naznin Nawaz
Class : VI, Roll : 19
Section : C (Yellow)
English Version

Time waits for none,
Nobody can understand
When the time has gone,
Time passes like the water of sea,
Time passes when you are drinking a cup of tea.
Time in your own clock can stop,
But the time of your life can never stop.
So, we should give importance to our present,
For becoming an ideal human.

My Cat

Najiba Saif
Class : II, Roll : 04
Section : B (Green)
English Version

I have a cat,
Her name is Kitty.
She drinks milk,
She looks very pretty.
She wears a hat
And catches rat.
She is very naughty
But still she is pretty.

Her Seasons

Maisha Nazifa Kamal
Class : IX, Roll : 01
Section : B (Green)
English Version

Summer came with its golden hint
Her little fingers and their rosy tint
Jumping, climbing, laughing around
No rules for her to be bound.

The rain came as soft as a breath
She closed her eyes and let it drench
Her heart, her problems she hunts to quench.
Her mind singing with jeans, study friends, family and faith.

Autumn's here and the birds chirp
Now she's grown wise and sharp
Like the flowers she waters everyday,
Her life blooms in so many way.

Late again autumn has been staying
With the light breeze, leaves are swaying,
Running after her children for whom she cares
For them she smiles, for them she glares.

Snow falls deep; the mist a mystery
She sits tired-an old lady now, knitting a piece of flowery.
She has realized that she has reached the life-shore
And time is her friend no more.

Spring has arrived with a yet new colour
Each corner a new horizon, a new threshold
Drops of others tears fall on her face, glowing like gold
She is going away with the age-old valour.

Summer has come again with its golden hint
New little fingers and their rosy tint.
She of course herself has gone away
But now has begun an untold story's another day.

Dear Mom

Ramisha Anjoum
Class : VI, Roll : 18
Section : Socrates
English Version

Sometimes you get discouraged
Because I am so small
And always leave my fingerprints
On furniture and wall
But everyday I'm growing up
And soon I'll be so tall
That all those little handprints
Will be so hard to recall ....

Where I Want to Go ...

Rehan Al Beruni Tuurno
Class : IV, Roll : 12
Section : Leibniz
English Version

I want to go so far
From the city of concrete,
Where bees play
On the mustard flower.

I want to go so far
From the city of dirt,
Where the sea combs
Tumble down on the hill.

I want to go so far
From this crowded city,
Where the air plays
With the floating smell of paddy.

I want to go so far
Near the greenery,
I will get wet in the rain
By applying dust on the body.

My Prayer

Zuhayer Bin Javed
Class : IV, Roll : 15
Section : B
English Version

God bless my mummy.
God bless my daddy
Help me always,
To make them happy.

The Sun

Sayed Ahmed
Class : III, Roll : 43
Section : Curie
English Version

The Sun is as hot as fire,
It has a yellow and orange colour,
It gives us light in the day as a lamp,
The Sun is powerful resource of light.

The Sun is also like a bulb which gives us light at night,
The Sun is a useful source.

Little Baby

Md. Jahidul Haque (Abir)
Class : IV, Roll : 02
Section : Leibniz
English Version

Little baby oh so small!
One day you will be big and tall!
I watch you while you laugh and play.
My love for you grows everyday.
I tell you this with my whole heart
I wish that you will be so smart.

Teaching of Life

Nujhat Aslam
Class : IX, Roll : 02
Section : B (Green)
English Version

Life has taught me what really life is.
Life has made me see so much odd things
Life has let me know that I am simple
Life has let me know that it is a struggle.

Life has made me both happy and upset.
Life has made me wonder and amazed
Life has given me much smooth rides
& has also given enough rough tides.

Life has given me heavenly blessings
& has given some horrified teachings
Life is sometimes very sweet to taste
& sometimes has a bitterly face.

Life is beautiful if you consider
Life is heavenly if you wonder
Life is very easy if you struggle
Life is scary if you are afraid.

But, life is teaching us at every step
So, grab them and use them
If you want success.

Our School

Antara Raisa
Class : VI, Roll : 17
Section : A (Blue)
English Version

M.P.S.C. Dhaka it is;
You won't get another like this.
It seems to be a nice garden.
Where all feel proud of being student.
It aims to render quality education.
To build up good citizen for the nation.
Endowed with knowledge and moral excellence.
Will be able to face new challenges.
Teachers are cordial and friendly
Who teach the students carefully.
In well decorated classrooms
Students feel as in their homes.
Having here homely environment
They pass the time in enjoyment.
Being treated with love and affection
They never loss their attention.
As lessons are interesting,
Students forget the timing.
Guardians are aware for the vision and mission;
They offer hand of cooperation.
And communicate with teachers always
To know their kids progress.
Teachers are highly educated.
Who work with hearts devoted?
The institution excels in manner;
It need not have any banner.
All are here welcome,
Our slogan is "we will overcome."

জীবন কথন

নিশাত ফারজানা
সহকারী শিক্ষিকা
বাংলা মাধ্যম (বালক শাখা)

বিষণ্ন শীত এলেই মনে পড়ে যায়
বিবর্ণ সবুজের কথা।
প্রায় দিনই একটা অবসন্ন কুকুর আমার সঙ্গে যেত-
শান্তিতে ঘুমাবে বলে।
জীর্ণ, সস্তা মূল্যবান একটা টাকা আর একাকীত্ব
দুজনে বসে ভাগ করে খেতাম একই জীবন-ডাস্টবিনে।

কেউ জিজ্ঞেস করলে কী আমার অতীত -
বয়সের নানা রঙে, জীবনের নানা ঢঙে আজ
নানান তামাসায় নিজেই বলি-
কিছুই মনে নেই আমার।
বসন্তের মাতাল হাওয়ায় মোবাইলের কাঁচে দেখি
আমার প্রতিচ্ছবি।

নিয়ন আলোতে শহর ঘুমালো আর
অন্ধকার থেকে গেল অতলেই।
একা একা থাকতে আজ বড় ভয় হয়।
সেই বিষাদ কুকুরের মলিনতা
মনে করিয়ে দেয় আমার জীবন-স্মৃতি।

প্রশ্ন

আজিজুর রহমান
সহকারী শিক্ষক (বাংলা)
ইংরেজি ভার্সন (গার্লস উইং)

আমি মানুষ,
আমার আগমন কবে, কোথায় আর কখন
হয়েছিল কে জানে?
পরিসংখ্যান দিয়ে হবেটা কী? শুনি?
আমি আছি, এই তো বেশ!
কবে, কোথায় আর কখন ছিলাম তা জেনে লাভটা কী?
আমার অতীত না আসে স্মরণে,
আগামীও পাওয়া যায় না মরণে,
তবে কেন শুধু আশায় আশায়
ভেলায় ভাসাই
স্বপ্ন চোরাবালি?
কত মত, কত পথ, বাপরে বাপ
হাপসে উঠি হাপিত্যেশে!
'নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম'
বুঝিলাম, নানা মুনির নানা মত,
ভিন্ন মতই বাতলে দেয় সহজ পথ।
মহাগ্রন্থ : 'আলাহ এক ও অদ্বিতীয়'
বেদ : 'তুমি একমাত্র জ্ঞাতব্য, এই বিশ্বের পরম আশ্রয়'
বাইবেল : 'জগতের একজন মাত্র ঈশ্বর আছেন'।
বুদ্ধ : 'জগতের সকল প্রাণী সুখী হোক'
তুমি যেই আলাহ, সেই গড, সেই ঈশ্বর, সেই ভগবান।
ভাষা, ভৌগোলিকতার দর'ন
তুমি ভিন্ন নামে, পন্থায় উপাস্য।
তুমি স্মরণ্য আফ্রিকার জঙ্গলে
ভারতে মঙ্গলে, মন্দিরে।
বেথেলহামের মসজিদে,
সিনাগগে, গীর্জায়।
লুম্বিনীর প্যাগোডায়।
তোমাকে যারা আচারে, গ্রন্থে
বদ্ধ রাখিছে সদা
লাগিছে তাদের ধাঁ ধাঁ।
মনের ময়লা দূর করে তাদের মনটা কর সাদা।
কর্মই যদি ধর্ম হয়, মানুষই যদি সত্য হয়,
তবে হে মানুষ! কেন তোমার এত বাড়াবাড়ি?

প্রত্যাশা

আনজুমা খাতুন
সহকারী শিক্ষিকা (বালক শাখা)

আমার সব দিন
মিলে হবে একটি দিন,
সকল কষ্ট মিলিয়ে রঙিন।
আমি তাকাব না
আকাশের দিকে,
আমি দেখব না
প্রকৃতির সৌন্দর্যকে।
সব কিছু হউক
তুচ্ছ আমার,
শুধু একটি দিন
চাই বার বার।
সেদিন সব হবে
আমার হাতের মুঠোয়,
আনন্দে ভরে যাবে
আমার হৃদয়।
আমি আছি প্রতীক্ষায়
কবে আসবে সেদিন?
আমার শৃঙ্খল হবে মুক্ত
আমি হব স্বাধীন।

প্রেরণা

দিলনিশী সামসুন নাহার
সহকারী শিক্ষিকা (বালক শাখা)

এভাবেই শুর' হলো আরও একদিন
প্রার্থনা শেষে প্রস্তুতি
স্কুলে যাবার
মন-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা
অনুশীলন আমার
শাসন আর স্নেহের বাঁধনে
সব মনোযোগ দিতে চাই অধ্যয়নে
কচি-কাঁচা সোনার ছাত্ররা আমার
গর্ব করি আমি এই মহৎ পেশার
বিলিয়ে দিব শিক্ষার আলো চিরদিন।

স্বপ্ন

জোবাইদা রোকশান আরা
সহকারী শিক্ষিকা (বালক শাখা)

প্রতিটি স্বপ্নে দেখেছি তোমায়
তাই স্বপ্ন দেখা ভালবাসা আমার।
স্বপ্নের মাঝে বার বার তোমায় খুঁজে ফেরা
তোমার পানে হাত বাড়িয়ে দেয়া।
তাই স্বপ্ন দেখা ভালাবাসা আমার
চোখের মাঝে রেখেছি তোমায়
চোখের পলকে হারিয়ে ফেলা
তাই চিরতরে চোখ বন্ধের খেলা।
কারণ স্বপ্ন দেখা ভালবাসা আমার
তোমার দেয়া কষ্টের মাঝেও
স্বপ্ন বুনে তোমায় খুঁজে ফেরা
তাই স্বপ্ন দেখা ভালাবাসা আমার।

পথিকের ভাষা

জাকিয়া খোরশেদ শিমুল
সহকারী শিক্ষিকা
ইংরেজি ভার্সন (বালিকা শাখা)

দিনটা ছিল প্রাণহীন
অপেক্ষা ছিল ক্লান্তিহীন
যায় দিন উদ্দেশ্যহীন
অভিমান মূল্যহীন
বেদনা বাধাহীন
প্রার্থনা ক্ষমাহীন
শেষটা ছিল অর্থহীন।

একুশে ফেব্রুয়ারি

ইফফাত শাহীন
সহকারী শিক্ষিকা (প্রি-স্কুল শাখা)

একুশ তুমি এলে, ভাষার বার্তা নিয়ে
তাইতো গরব সবার,
বাংলা ভাষা সেরা সবার,
এই ভাষারই মধুর বাণী,
বাঙালিদের প্রিয় জানি।
তাইতো সেরা বাংলাভাষা,
মোদের গরব মোদের আশা
মাতৃভাষা দিবস জানি
এই দিনে পালন করি,
এই ভাষাতে কবিতা লিখি,
মনের সুরে গান ধরি,
কবি লিখেন কবিতা
নাট্যকার লিখেন নাটক,
গীতিকার লিখেন গান,
গুরুজনে দেন বক্তৃতা।
এই ভাষাতে গুরুজনের বাণী,
চির অমর হয়ে থাকবে জানি,
মাতৃভাষা দিবসে,
শ্রদ্ধা জানাই শহীদদেরকে
তাই একুশ মোদের জীবনে,
অমর হয়ে থাকবে সারাজীবনে।

বেবিমণি

কাজী শামসুন নাহার
সহকারী শিক্ষক
ইংরেজি ভার্সন (বালিকা শাখা)

শরৎকালে আকাশমাঠে
সাদা মেঘের ভেলা
বেবিমণি ভালোবাসে
দুষ্টুমি আর খেলা।

কাশফুলে বেড়ায় বেবি
নদী-পুকুর পাড়ে
ফুলের সাথে সেলফি তুলে
সবার নজর কাড়ে।

মাঠে-ঘাসে শিশিরকণা
ফোটে শিউলি ফুল
ফুল কুড়োতে বেবিমণির
হয় না যেন ভুল।

পূজো আসে শরৎকালে
বাজে ঘণ্টাধ্বনি
পড়াশুনোয় রেজাল্ট ভালো
সুপার বেবিমণি।

রম্য রচনা

ফাইরুজ রেজিয়া ঐশী
শ্রেণি : চতুর্থ, ক্রমিক : ৪৮
শাখা : এ (বু)

শিক্ষক ছাত্রদের ক্লাসে পড়াচ্ছেন -
শিক্ষক : বলো তো "বৃষ্টি পড়িতেছে" এর ইংরেজি কী হবে ?
ছাত্র : এতো খুবই সোজা। Rain is reading.
শিক্ষক : "আমি তাকে চিনি" এর ইংরেজি কী হবে ?
ছাত্র : I sugar him.
শিক্ষক : "আমার মামা কেরানীগিরি করেন" এর ইংরেজি কী হবে ?
ছাত্র : My mother mother who queen mountain does.

তাইয়্যেবা আলম আশা
শ্রেণি : প্রথম, ক্রমিক : ০৫
শাখা : মাদামকুরী

শিক্ষক : মিঠুন, তুমি রোজ রোজ স্কুলে দেরিতে আস কেন ?
ছাত্র : স্কুলের দপ্তরি ভাই আমি স্কুলে পৌছার আগেই রোজ রোজ ঘন্টা বাজালে আমি কী করব, স্যার ?
শিক্ষক : বলো তো দেখি, পাঁচ থেকে পাঁচ গেলে হাতে থাকে কী ?
ছাত্র : হাতে থাকে পেন্সিল, স্যার।

হাবিবা রহমান
শ্রেণি : চতুর্থ, ক্রমিক : ০২
শাখা : মাদামকুরী

শিক্ষক ছাত্রীকে প্রশ্ন করলেন -
শিক্ষক : স্নিগ্ধা, বলোতো, জনক কয় প্রকার ?
ছাত্রী : স্যার জনক হল ২ প্রকার। একটা হল - 'জাতির জনক' আরেকটা হল - 'আশঙ্কাজনক'।
উত্তর শুনে শিক্ষক রেগে গিয়ে বললেন : তোমার উত্তর হয় নাই। আরও একপ্রকার জনক আছে। আমি তোমাকে এখন বেত দিয়া পিটাইমু। আর সেটা হবে তোমার জন্য 'বিপদজনক'।
ছাত্রী : স্যার, আপনারটাও হয় নাই। আরও এক প্রকার জনক আছে। আমি এখন দৌড় দিয়ে ক্লাস থেকে পালামু। সেটা হবে আমার জন্য 'সুবিধাজনক'।
তখন পাশ থেকে রিক্তা বলে উঠল, স্যার আরেক প্রকার জনক আছে। আপনি দৌড়াইয়া স্নিগ্ধাকে যদি না ধরে আনতে পারেন, সেটা হবে আপনার জন্য 'লজ্জাজনক'।

সাবরিনা শেহ্‌রীন মেধা
শ্রেণি : সপ্তম, ক্রমিক : ১০
শাখা : ধূমকেতু

কোটিপতি হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এক লোক প্রায়ই বিভিন্ন পত্রিকা দেখেন। হঠাৎ তার চোখে পড়লো একটি বিজ্ঞাপন। 'যারা খুব সহজেই কোটিপতি হতে চান, তাদের জন্য আছে নানা পথ। মাত্র ৫০ টাকায় ঘরে বসে আপনি এক মাসের মধ্যে হতে পারেন কোটিপতি। দ্রুত নিজের নাম, ঠিকানাসহ একটি খাম পাঠান'।

বিজ্ঞাপনের নির্দেশমতো লোকটি টাকা ও খাম পাঠালো। কয়েকদিন পরে ফেরত এলো সেই খাম। খামের ভেতরে মুদ্রিত একটি চিঠিতে লেখা ঃ আপনিও ঠিক এমনই একটা ব্যবসা শুরু করতে পারেন।

ফারহানা ইয়াসমীন
শ্রেণি : ষষ্ঠ, ক্রমিক : ৩০
শাখা : নিউটন

১

শিক্ষক : এমন একটা জিনিসের নাম বলো যা এখন আছে কিন্তু ২০ বছর আগে ছিল না ?
ছাত্র : আমি।

শিক্ষক : বড় হয়ে তুমি কী হবে ?
ছাত্র : শিক্ষক হবো, স্যার।
শিক্ষক : কেন ?
ছাত্র : কারণ, শিক্ষক হলো তো শুধু প্রশ্ন করা যায়। উত্তর তো দিতে হয় না।

২

অতিথি : তুমি কোন ক্লাসে পড় ?
ছোট মেয়ে : ক্লাস ওয়ানে।
অতিথি : বাহ্! কয়েকটি পাখির নাম বলো তো!
ছোট মেয়ে : কাক, ইত্যাদি।

শিক্ষক : বলো তো, হাতি আর মাছির মধ্যে পার্থক্য কী ?
ছাত্র : হাতির গায়ে মাছি বসতে পারে, কিন্তু মাছির গায়ে হাতি বসতে পারে না।

আয়েশা মান্‌হা
শ্রেণি : প্রথম, ক্রমিক : ১২
শাখা : বি (গ্রীন)

পরীক্ষার খাতা পেয়ে একটি মেয়ের সে কী কান্না! তার মাকে বাব বার করে বলছে যে, "Teacher আমাকে এক নাম্বার কেন কম দিয়েছে"। ঐ এক নম্বর পেলেই নাকি সে সবাইকে হারিয়ে দিত। তার মা জলদি খাতা খুলে দেখলো। সে কী কাণ্ড। আসলে সে পরীক্ষায় পেয়েছে "০০"। মেয়েটির ধারণা এক নম্বর পেলে নাকি সে এক বসাতো শূন্য দুটোর আগে, আর তার নম্বরটি হতো ১০০।

মীর সামিহা কাদের
শ্রেণি : নবম, ক্রমিক : ৪১
শাখা : ধ্রুবতারা

১

দাদু ও নাতি -
দাদু : কিরে নাতি,নারিকেল গাছে কী করছিস ?
নাতি : এখান থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের মেয়েদের দেখা যায়।
দাদু : হাত দুটো ছেড়ে দে, তাহলে মেডিক্যাল কলেজের মেয়েদের দেখতে পাবি।

২

দুই বন্ধু রন্টু ও মন্টু -
রন্টু : কাল যখন ভূমিকম্প হচ্ছিল আমরা সবাই গিয়ে ফাঁকা মাঠে দাঁড়িয়েছিলাম। বাড়িটা যদি ভেঙ্গে পড়ে সেই ভয়ে। তোরা কি করছিলি ?
মন্টু : আমরা বাসাতেই ছিলাম। কারণ বাবা বলেছে আমাদের তো ভাড়া বাড়ি, ভেঙ্গে পড়লে আমাদের কী।

৩

একদিন একজন ক্রেতা বর্তমানের জনপ্রিয় Site রকমারি .com-এ ফোন দিলেন -
ক্রেতা : হ্যালো আস্সালামু-আলাইকুম। জ্বি, আপনাদের কাছে কী আনিসুল হকের 'মা' আছে ?
বিক্রেতা : সরি স্যার। এটা আনিসুল হকের বাসা না ....।

One Day a Man Walk

One day a man was walking on the footpaths. Suddenly, he saw a child was crying. He asked the child about his problem.
The conversation is :
Man : Why are you crying ?
Child : I am crying because my brother got a vaccation from his school but I haven't.
Man : Why don't you got one ?
Child : Because, I don't read in any school. Ha, ha, ha!

Mahmud Bin Wali Rafin
Class : V, Roll : 01
Section : Nazrul
English Version

An Important Viva

Examiner : Suppose, there are 50 bricks in an airplane. If any one of them fall, then how many bricks will be there ?
Student : It is simple, 49 bricks.

Examiner : Tell, the three steps of entering an elephant into a refrigerator.
Student : The three steps are :
i. Open the freezer
ii. Put the elephant in the freezer
iii. Close the freezer.

Examiner : Tell, the four steps of entering a deer into the freezer.
Student : The four steps are :
i. Open the door
ii. Put out the elephant from the freezer
iii. Put the deer
iv. Close the door

Examiner : Today is lion's birthday. Everyone has come to the party. But which animal has not come ?
Student : The deer because he/she is into the freezer.

Examiner : An old man crossed the pond which is full of crocodiles. But he did not die, why ?
Student : Because, the crocodile had gone to the birthday of lion.

Examiner : But unfortunately, the old man died, why ?
Student : Because, the one brick of the airplane fell on the head of the old man.

Fahmida Karim
Class : VI, Roll : 12
Section : C (Yellow)
English Version

On the birthday of a Lion, the Lion invited everyone of the forest. But the tortoise didn't come. Next day the lion met the tortoise and asked 'why didn't you come to my party'? The tortoise answer 'Sir, I am still going to your party'.

One day two robbers robbed a Bank. After robbing they went to their boss. The boss asked 'How much money have you robbed'? The robbers answered, 'we haven't counted yet'. The boss said, 'don't worry, we will know the amount on tomorrow newspaper.

Wasif Khan
Roll : 25
Section : Kepler
English Version

There was a man who could say, 'No', 'Yes', 'Thank you'. One day a thief stole money from the Bank. The man came near the Bank. The Police officer came and asked the man, 'did you see the thief'? The man said, 'No'. Are you the thief's partner ? The man said 'Yes'. The Police Officer said 'you will be punished in the Jail for 10 years'. The man said 'Than you'.

Md. Shahriar Shikder Simon
Class : IV, Roll : 33
Section : Kepler
English Version

One day two friends meet with each other at a long time. They don't know what job each of them do. They ask each others that what they are doing.

One friend says, "I am a Police" and another says, "I work in underworld". The Police says, "I have never seen underworld. I want to go in the underworld". The underworld man say's "I will take you in underworld". Then he came at an egg shop. And he says this is my underworld. Under means egg. World means shop. This is a big underworld.

Nushaiba Rahman
Class : III, Roll : 14
Section : B (Green)
English Version

One fool man and his friend

One day two friends were goinge to the tea stall. One of the friend have diarrhea. The another friend said, "Why are you eating Samousa". Doctor has said "not to eat out things". Ok, said the another friend, "I will only eat inside masala and potato".

Md. Mashrafi Rahman
Class : V, Roll : 02
Section : Nazrul
English Version

Sir asked a student

Sir : What will you choose between humanity and money ?

Student : I will choose money.

Sir : Why ? I would choose humanity.

Student : Sir, I will choose money because I am lack of money and you would choose humanity because you are lack of this.

Sir : What is most beneficial to us between home electricity and thunder storm?

Student : Sir, thunder storm. Because to have home electricity we need money but thunder storm is natural. Thus we don't need any money.

Deepro Ruhul Wahab
Class : V, Roll : 03
Section : Nazrul
English Version

A person who did not know English was taking to the operation theatre.
Nurse : Are you ready ?
Person : No, I am Ali Hossain.

Teacher : Yesterday where was I teaching ?
Student : In this classroom, Sir.

4 friends once opened a gas station. But it wasn't running because it was in the second floor.

Later, they opened a restaurant but it was also not running because the gas station's signboard wasn't removed.

Later they bought a taxi but none could ride on it because 4 friends were sitting in the 4 seats. Later the taxi was damaged. Then they pushed the taxi but it wasn't moving because two friends pushed from the front and two friends pushed from back.

One day a child was fishing in the pond, an old person came :

Old man : What is your name ?

Boy : My name is Karim.

Old man : You should say your name adding Mr. Don't forget it. What fish have you caught?

Boy : Mr. Salmon.

Teacher : The patient died before the doctor came. Translate into Spanish.

Student : Teacher, I cannot translate into Spanish. But I can translate into Arabic.

Teacher : That's good! Then say it in Arabic.

Student : Inna lillahi wa Inna lillahil Raziyun.

First person : Which swimmer's hair doesn't get wet ?

2nd person : Bald swimmers.

তথ্য কণিকা

তথ্য কণিকা

ফাতেমা বিনতে সোয়েব তৃষা
শ্রেণি : পঞ্চম, ক্রমিক : ০৫
শাখা : নিউটন

১। ৯ এমন একটি সংখ্যা যাকে ২০ এর চেয়ে ছোট যেকোন সংখ্যা দ্বারা গুণ করে প্রাপ্ত গুণফলের যোগফল ৯-ই হবে।
প্রমাণ :

৯ X ২ = ১৮ ⟶ ১ + ৮ = ৯
৯ X ৩ = ২৭ ⟶ ২ + ৭ = ৯
৯ X ৪ = ৩৬ ⟶ ৩ + ৬ = ৯
৯ X ১২ = ১০৮ ⟶ ১ + ০ + ৮ = ৯
৯ X ১৩ = ১১৭ ⟶ ১ + ১ + ৭ = ৯
৯ X ১৪ = ১২৬ ⟶ ১ + ২ + ৬ = ৯
৯ X ১৫ = ১৩৫ ⟶ ১ + ৩ + ৫ = ৯

[১১ দ্বারা বিভাজ্য সংখ্যাগুলো দিয়ে এ পদ্ধতি কার্যকর হবে না।]

২। Bangladesh এর Full Form :-

B	= Blood	=	রক্ত
A	= Achieved	=	অর্জিত
N	= Noteworthy	=	স্মরণীয়
G	= Golden	=	সোনালী
L	= Land	=	ভূমি
A	= Admirable	=	প্রসংসিত
D	= Democratic	=	গণতান্ত্রিক
E	= Ever Green	=	চিরসবুজ
S	= Sensitive	=	পবিত্র
H	= Habitation	=	বাসভূমি

[রক্ত দ্বারা রঞ্জিত ও অর্জিত স্মরণীয় সোনালী ভূমি ও প্রসংসিত গণতান্ত্রিক চিরসবুজ এবং পবিত্র বাসভূমি।]

৩। Geographical Surnames :-

City of Peace	=	Rome
City of Skyscrapers	=	New York
Country of Great Wall	=	China
Lands of Golden Fiber	=	Bangladesh
Land of Sunrise	=	Japan
Land of White Elephant	=	Thailand
Land of Islands	=	Finland
Playground of Europe	=	Switzerland
Land of Midnight Sun	=	Norway
Land of Pearl	=	Bahrain
Land of Pyramid	=	Egypt
City of Mosque	=	Dhaka
China's Sorrow	=	Hong-Ho River
Country of Kangaroo	=	Australia
Eternal City	=	Rome
Land of Golden Fleece	=	Australia
Land of Earthquake	=	Japan
Land of Thunder	=	Bhutan

বিশ্বের কয়েকটি বিচিত্র জাদুঘরের কথা

সায়ীদাহ হারুন রায়তা
শ্রেণি : পঞ্চম, ক্রমিক : ১৩
শাখা : আল-বিরুনী

জাদুঘর হচ্ছে এমনই এক প্রতিষ্ঠান যেখানে শিক্ষা, সংস্কৃতিমূলক অতীতের বিভিন্ন বস্তু সংগ্রহ করে রাখা হয়। পৃথিবীর সবদেশেই রয়েছে নানা ধরণের জাদুঘর। তবে কিছু কিছু জাদুঘর আছে বিচিত্র কোনো একটি বিষয় নিয়ে। তারমধ্যে ৩টি জাদুঘরের কথাই বলব তোমাদের ঃ-

দেশলাই জাদুঘর ঃ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের একটি প্রয়োজনীয় জিনিস হলো দেশলাই। বর্তমানে এর জাদুঘর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ জাদুঘরটি তৈরি করেছেন চট্টগ্রামের সাকিল নামের এক সৌখিন মানুষ। ছোটবেলা থেকেই তার স্বপ ছিল নানা ধরনের দেশলাই ও তার বাক্স জোগাড় করা। এভাবে তিনি জোগাড় করেন শতাধিক দেশের প্রায় ১৩ হাজার দেশলাইয়ের বাক্স যা রয়েছে তার এ জাদুঘরে। এরমধ্যে সাধারণ থেকে শুরু করে বিচিত্র সব ধরণের দেশলাই ও দেশলাইয়ের বাক্স রয়েছে।

টয়লেট জাদুঘর ঃ এই পৃথিবীতে বিচিত্র মানুষের রয়েছে বিচিত্র অভ্যাস ও শখ। বিচিত্র হলেও সত্য টয়লেট নিয়ে মানুষের শখ রয়েছে। এর প্রমাণ রয়েছে ভারতের সুলভ ইন্টারন্যাশনাল টয়লেট মিউজিয়ামে। কমোড, বাথটব থেকে শুরু করে কতরকম টয়লেট সামগ্রী আছে তা এই মিউজিয়াম পরিদর্শন করলেই বুঝা যাবে।

মেসি জাদুঘর ঃ আর্জেন্টিনার সাপোর্টারদের জন্য সুখবর। বিশ্ববিখ্যাত ও জনপ্রিয় ফুটবল তারকা লিওনের মেসিকে নিয়ে গৌরবময় কীর্তির স্বীকৃতি প্রদান করেছে রোজারিও অর্থাৎ তার জন্মভূমি। রোজারিওবাসী তাঁর নামে রোজারিওতে গড়ে তুলছেন জাদুঘর। এই ক্রীড়া জাদুঘর মেসির ব্যবহৃত আসবাবপত্র বিশেষ করে বল ও পুরস্কার শোভা পাবে। কিছুদিনের মধ্যেই নির্মাণ কাজ শেষ হবে এ জাদুঘরের।

পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন অতীতের সম্পদ নিয়ে যারা প্রচ্ছ আগ্রহী তারা বিভিন্ন দেশে গিয়ে ঘুরে দেখতে পার এরকম বিভিন্ন ধরণের বিচিত্র জাদুঘরসহ জাতীয় জাদুঘর। এসব জাদুঘর দেখলে আনন্দের সাথে সাথে আমরা অনেক ধরণের জ্ঞান অর্জন করতে পারি।

জানা-অজানা

ফাবিহা ইবনাত রোদেলা
শ্রেণি : ৩য়, ক্রমিক : ১৮
শাখা : এ (বু)

১৯৭৭ সালে ইউনেস্কো বাংলাদেশের সুন্দরবনকে জীব বৈচিত্র্যের ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা করেছিল।
'লোহা' ধাতুটির রং কালো। তাই এটি নিয়ে যারা কাজ করত, তাদের বলা হত 'ব্যাকস্মিথ'।
সবচেয়ে উজ্জ্বল গ্রহ 'ভেনাস'।
হাঁসের পালকে তেল জাতীয় পদার্থ থাকে, তাই পানিতে থাকলেও তার পালক ভেজে না।
সবচেয়ে বড় জলপ্রপাত হলো 'এঞ্জেলস'।
উটের দুধ থেকে দই হয় না।
পৃথিবীর মাটিতে 'এ্যালুমিনিয়াম' ধাতু সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়।
বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে দূষণের শহর হলো লিমকেন (চীনে)।
সারা শরীরের এক চতুর্থাংশ হাড় পায়ের পাতায় থাকে।
মানুষের প্রচলিত সব শখের মধ্যে বাগান করার জন্য সবচেয়ে বেশি টাকা খরচ হয়।
জন্মগ্রহণের সময় একটি শিশুর প্রায় ৩০০টি হাড় থাকে কিন্তু বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে ছোট হাড়গুলো পরস্পর জুড়ে যায়। আর তার ফলে হাড় সংখ্যা কমে গিয়ে একজন প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের হাড়ের সংখ্যা দাঁড়ায় ২০৬টি।
মানব শরীরের সবচেয়ে শক্তিশালী পেশীটি হলো জিভ।
একজন গড়পড়তা আয়ু সম্পন্ন মানুষ তার সারা জীবনের মধ্যে প্রায় ২৪ বছরই ঘুমিয়ে কাটায়।
বাচ্চারা ছয় ঋতুর মধ্যে শুধুমাত্র বসন্তকালে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ে।
প্রাচীনকালে মিশরীয়রা পাথরের বালিশে ঘুমাতেন।
[সংগৃহীত]

বিজ্ঞানে নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানীগণ

তাসনিয়া কাওছার নিঝুম
শ্রেণি : সপ্তম
ক্রমিক : ০১
শাখা : আল-বিরুনি

পৃথিবীতে সফল বিজ্ঞানী কম নয়। তবে এমন কিছু বিজ্ঞানী আছেন যাঁরা একইসাথে জয় করেছেন সম্মান, যাঁরা একে অপরের জীবনসঙ্গী।

মাদাম কুরী এবং পিয়েরে কুরী ঃ মাদাম কুরী নামে বহুল পরিচিত বিজ্ঞানীর প্রকৃত নাম হলো মেরি কুরী। ল্যাটিন ভাষায় 'মাদাম' বলে সম্বোধন করতে করতে এটি যেন তাঁর নাম হয়ে গেছে। আর মহান বিজ্ঞানী পিয়েরে কুরী হলেন তাঁর স্বামী। তাঁরা ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করতে গবেষণা শুরু করেছিলেন, আর তার শেষ হলো 'নোবেল' জয় করার মাধ্যমে। তাঁরা যৌথভাবে ১৯০৩ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পান। বলা ভালো, বিজ্ঞানী মেরি কুরীই প্রথম নারী যিনি পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল জয় করেছেন।

আইরিন জুলিয়েট কুরী এবং ফ্রেডারিক কুরী ঃ আইরিন জুলিয়েট কুরী হলেন বিজ্ঞানী মেরি কুরী এবং পিয়েরে কুরীর জ্যেষ্ঠ কন্যা। আর বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক কুরী হলেন আইরিন কুরীর স্বামী। তাঁরা দুজনে যৌথভাবে ১৯৫৩ সালে রসায়নে নোবেল পুরস্কার পান। এর মাধ্যমে তারা ইতিহাস গড়েছেন। তা হলো "একমাত্র কুরী পরিবারই পৃথিবীর একমাত্র পরিবার যেই পরিবারের ৪ জন নোবেল অর্জন করেন"।

এডওয়ার্ড মোজার এবং মোব্রিক মোজার ঃ এঁরা দুজনে স্বামী-স্ত্রী। মস্কিের কোষের গঠন নির্ধারণের (GPS) আবিষ্কার করার জন্য তাঁরা যৌথভাবে ২০১৪ সালে জীববিজ্ঞানে নোবেল পান। নরওয়ের এই দুই রত্নের গবেষণা শুরু হয়েছিল সাধারণ চিকিৎসকের পরিচয়ে।

বাহ! পদার্থ, রাসায়ন আর জীববিজ্ঞানে যৌথভাবে দম্পতির নোবেল জয়। হলো না অন্যরকম ইতিহাস!

চিত্রাঙ্কন

প্রতিভান : 2014-2015 ১৬২

অভি কির্ত্তুনীয়া
শ্রেণিঃ ৪র্থ, শাখাঃ ইবনে খালদুন, রোলঃ ১৫

সুনিতা বিনতে জামান
শ্রেণিঃ ১ম, গ্রুপঃ খ, রোলঃ ০২

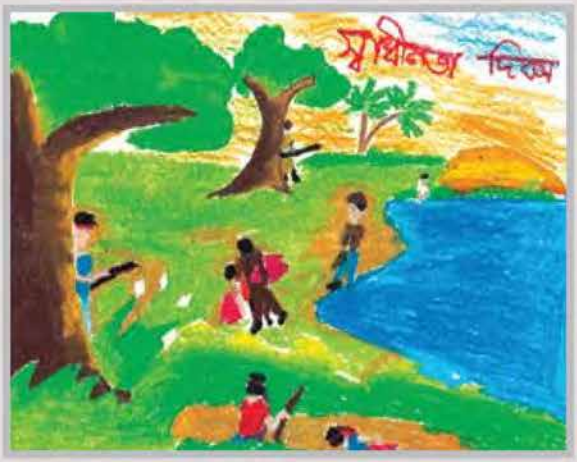

ফারাহ হোসেন
শ্রেণিঃ ৪র্থ, গ্রুপঃ গ, রোলঃ ০৯

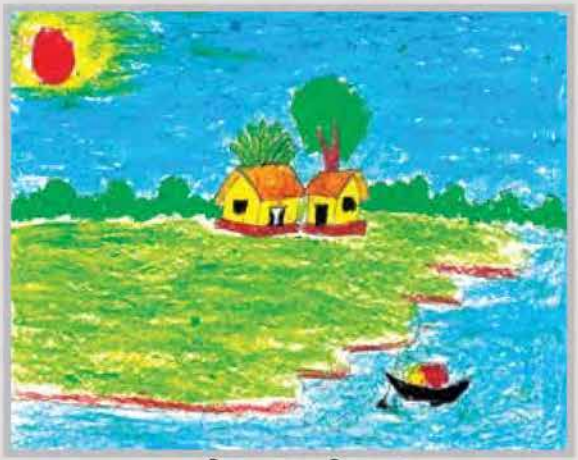

সামিয়া মেহজাবিন রোজা
শ্রেণিঃ ১ম, গ্রুপঃ খ, রোলঃ ০১

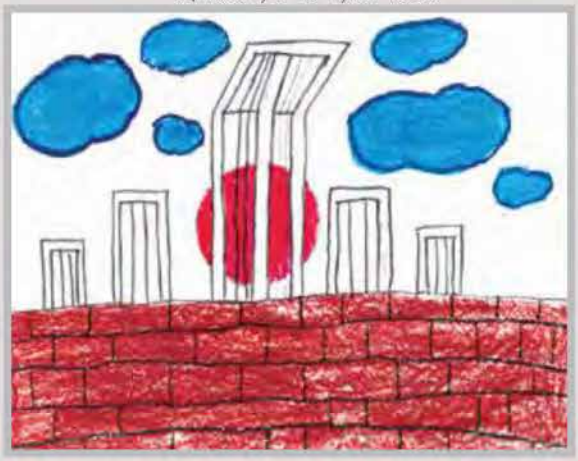

রাদিয়া তাইফ রোদেলা
শ্রেণিঃ ১ম, গ্রুপঃ খ, রোলঃ ০৬

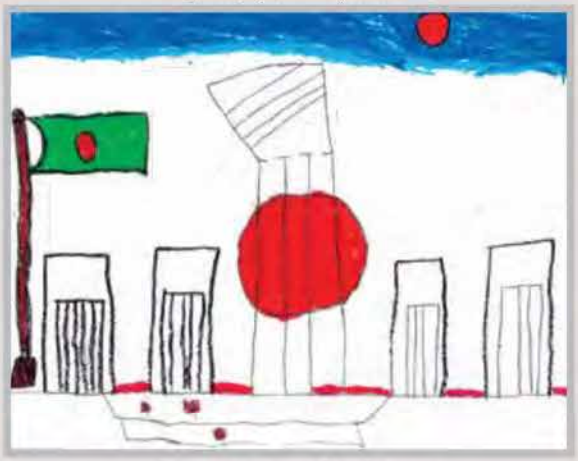

ইফফাত মেহজাবিন ইভানা
শ্রেণিঃ ২য়, গ্রুপঃ খ, রোলঃ ১৩

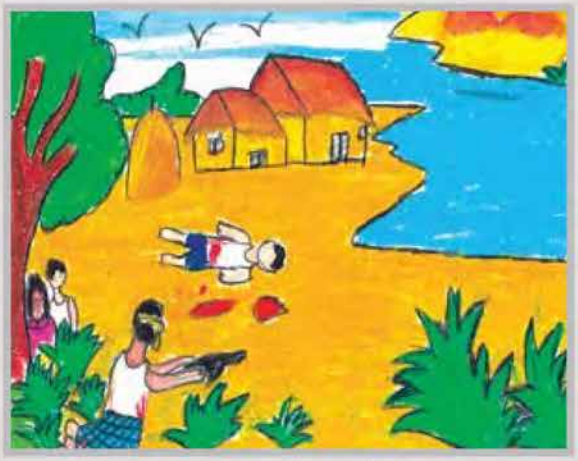

জান্নাতুল ফেরদাউস
শ্রেণিঃ ৭ম, গ্রুপঃ খ, রোলঃ ২৮

রিফফাত তারনিয়া অহনা
শ্রেণিঃ ৫ম, গ্রুপঃ ঘ, রোলঃ ১৩

মুমতাহিনা আম্বরিন
শ্রেণিঃ ৬ষ্ঠ, গ্রুপঃ গ, রোলঃ ০২

রাফিয়া ফারজানা
শ্রেণিঃ ৫ম, গ্রুপঃ খ, রোলঃ ৩৮

সাইদা ফাইরাজ হোসেন
শ্রেণিঃ ৫ম, গ্রুপঃ ঘ, রোলঃ ০২

সাকিয়া সাফিনা
শ্রেণিঃ ৭ম, গ্রুপঃ খ, রোলঃ ০৪

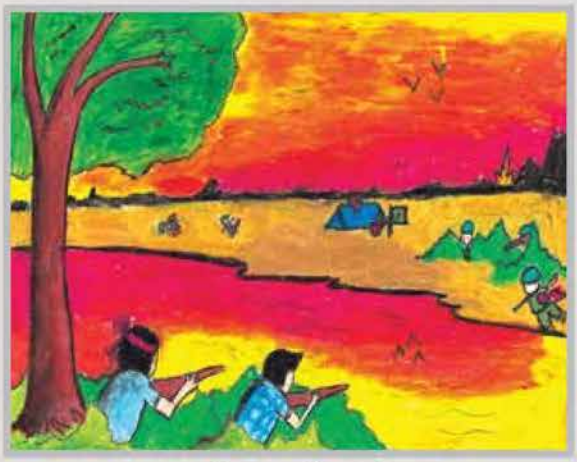

লামিসা ওয়াহিদ অদ্রিতা
শ্রেণিঃ ৭ম,, গ্রুপঃ ঘ, রোলঃ ১৫

দিবোনিতা দাস অমৃতা
শ্রেণিঃ ১ম, গ্রুপঃ ঘ, রোলঃ ০৩

সাইদা ফাবিহা হোসেন
শ্রেণিঃ ১ম, গ্রুপঃ খ, রোলঃ ২৩

অয়াকিয়া উম্মে হানি
শ্রেণিঃ ৫ম, গ্রুপঃ ঘ, রোলঃ ১০

সারারা জান্নাত অর্পিতা
শ্রেণিঃ ৫ম, গ্রুপঃ খ, রোলঃ ৪০

আয়েশা বিনতে আশরাফ
শ্রেণিঃ ৭ম, গ্রুপঃ ঘ, রোলঃ ১৬

আহ্‌মেদ আনতারা (রিদিতা)
শ্রেণিঃ ৭ম, গ্রুপঃ ঘ, রোলঃ ৪০

মাহদিয়া তাসনিম মম
শ্রেণিঃ ৭ম, গ্রুপঃ ঘ, রোলঃ ১৩

আফিয়া ফাহমীদা ঐশি
শ্রেণিঃ ৯ম, গ্রুপঃ ঙ, রোলঃ ২৮

তাহসিনা তাসনীম পৃথ্বী
শ্রেণিঃ ৯ম, গ্রুপঃ ঙ, রোলঃ ২৪

মারজিয়া মাশরুরা
শ্রেণিঃ ৩য়, গ্রুপঃ গ, রোলঃ ১৩

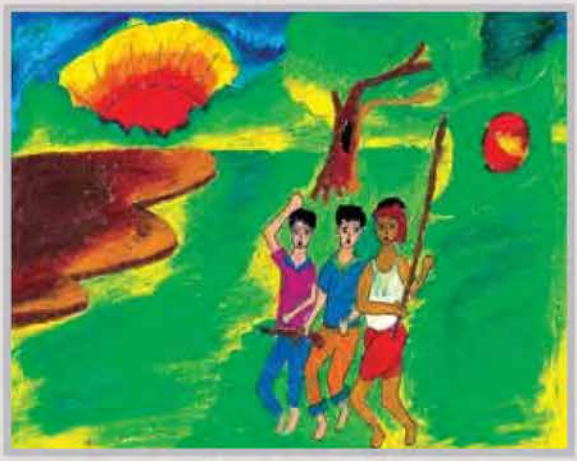

আফিয়া জাহান মৌমিতা
শ্রেণিঃ ৪র্থ, গ্রুপঃ গ, রোলঃ ৩৩

রোদেশি তাসনিম রহমান
শ্রেণিঃ ৮ম, গ্রুপঃ ঙ, রোলঃ ০৪

আনিকা মেহজাবিন
শ্রেণিঃ ৯ম, গ্রুপঃ ঙ, রোলঃ ৩৬

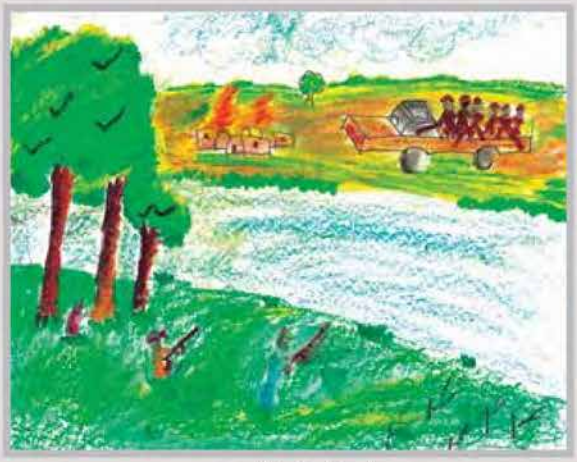

তানিশা মানহা
শ্রেণিঃ ৪র্থ, গ্রুপঃ গ, রোলঃ ৩১

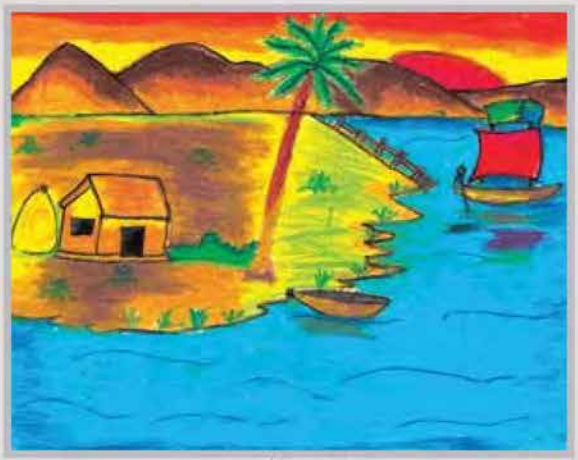

ফাইজার নুর
শ্রেণিঃ ৪র্থ, গ্রুপঃ গ, রোলঃ ০৪

মাশরুফা মুশফিক
শ্রেণিঃ ৩য়, গ্রুপঃ গ, রোলঃ ২৬

রাইদা মাহবুব
শ্রেণিঃ ৬ষ্ঠ, গ্রুপঃ ঘ, রোলঃ ০৬

প্রতিয়াশা সরকার
শ্রেণিঃ ৭ম, গ্রুপঃ ঘ, রোলঃ ১১

সাফরীনা আফরিন রিপা
শ্রেণিঃ ৯ম, গ্রুপঃ ঙ, রোলঃ ০৩

সারার নাজহাল ইসলাম
শ্রেণিঃ ৩য়, গ্রুপঃ খ, রোলঃ ৭৭

ইলমা বিনতে রহমান
শ্রেণিঃ ৭ম, গ্রুপঃ ঘ, রোলঃ ৩৮

সারা রাকিবা
শ্রেণিঃ ১০ম, গ্রুপঃ ঙ, রোলঃ ০২

রাফিয়া ইকরাম
শ্রেণিঃ ৮ম, গ্রুপঃ ঙ, রোলঃ ২৮

মাইসুন তাসনিয়া তুবা
শ্রেণিঃ ১০ম, গ্রুপঃ ঙ, রোলঃ ০৯

রাইনা ইসলাম উপমা
শ্রেণিঃ ৯ম, গ্রুপঃ ঙ, রোলঃ ৪৪

শফিকুয়া নাওয়ার
শ্রেণিঃ ১০ম, গ্রুপঃ ঙ, রোলঃ ১৮

সায়িদা তাসনিমা
শ্রেণিঃ ১০ম, গ্রুপঃ ঙ, রোলঃ ০৭

নুজহাত আনান
শ্রেণিঃ ৯ম, গ্রুপঃ সাইন্স, রোলঃ ২৪

রুদাবা কামাল খান শ্রেয়া
শ্রেণিঃ ৭ম, গ্রুপঃ ম, রোলঃ ২২

আরিশা ইশরার আরচি
শ্রেণিঃ ৭ম, শাখাঃ ---------, রোলঃ ০১

মোঃ ইরফান রশীদ সাকিফ
শ্রেণিঃ ----, শাখাঃ --------, রোলঃ --------

রাইয়ান ইশরাক নিহান
শ্রেণিঃ --------, শাখাঃ ইবনে খালদুন, রোলঃ ০৫

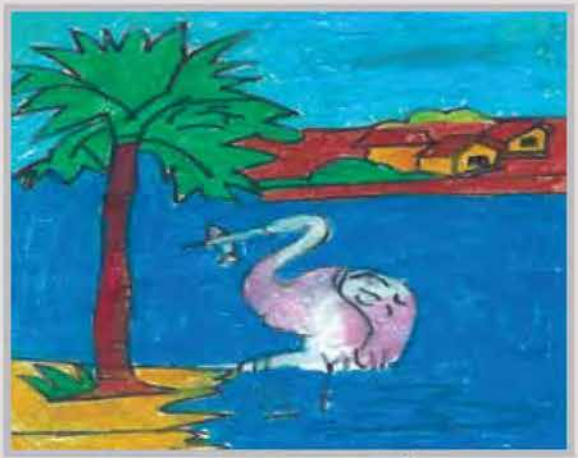

কোন নাম পাওয়া যায়নি
শ্রেণিঃ ----, শাখাঃ ----, রোলঃ ----------

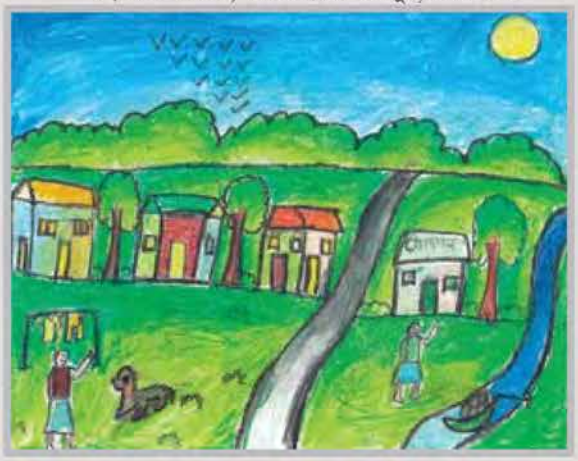

মোঃ সাব্বির আহমেদ
শ্রেণিঃ ২য়, শাখাঃ ওমর খৈয়াম, রোলঃ ০৩

বর্ণ সাহা
শ্রেণিঃ ----, শাখাঃ ওমর খৈয়াম, রোলঃ ০২

মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল এন্ড কলেজ

বালিকা শাখা : ১৫/১ ইকবাল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১১২৬৬৩
বালক শাখা : ৩/৩ আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১৪৩৫৩০
প্রি-স্কুল শাখা : ৭৩/সি আসাদ এভিনিউ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭, ফোন : ৯১০২৯৩১
E-mail : mphss08@yahoo.com www.mphss.edu.bd